জীবন-রহস্য।

মানব-জীবনের কর্ম্মোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি,

এবং, অর্থোন্নতি রহস্য।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য বার আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

গ্রন্থে ভূমিকা লিখিবার উদ্দেশ্য, গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনের কথা,—কারণ ও উদ্দেশ্য,—পাঠকের গ্রন্থপাঠ আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই তৎসমীপে ব্যক্ত করা। আমিও এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। সত্য কথা অনেক সময় সকল প্রকার পাঠকের প্রিয় হয় না। আমরা, তাহা, জনৈক বন্ধুর উপদেশে, দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য—(যদি সম্ভব হয়!) রাখিয়া দিলাম। তথাপি তিনটি কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথমকথা। গতবৎসর আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মহিমার্ণব বড়লাট বাহাদুর, কন্‌ভোকেশনের দিনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চান্সেলারের আসনে উপবেশন করিয়া, এ দেশের যুবকসম্প্রদায়কে সম্বোধন করতঃ—তাঁহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে—যে বহুমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহার ছায়া মাত্র আশ্রয় করিয়া বঙ্গের যুবকবৃন্দের উন্নতি সাধনের কামনায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠে একজন মাত্র বাঙ্গালী যুবকও আপনার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

দ্বিতীয়কথা। এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন কালে, আমি, স্বীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিব্রত থাকায় সেই মুদ্রা-যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী কোনও বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের প্রতি সংশোধনের ভারার্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বালকটির যথা সাধ্য যত্ন সত্ত্বেও অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি এবং কয়েকটি গুরুতর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ সে সকল সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে উপকৃত হইব।

তৃতীয়কথা। আমার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন-বিপদরাশির মধ্যে বসিয়া চিত্ত-শ্রান্তি দূর করিবার জন্য, সময়ে সময়ে, স্বীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রোৎপন্ন স্বভাবজাত বন্যকুসুম চয়ন করিয়া বঙ্গবাণীর চরণে নিবেদন করিতাম। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটি মাত্র একত্র গ্রথিত করিয়া বঙ্গের উন্নতি—প্রয়াসী যুবকসম্প্রদায়ের করে অর্পণ করিতেছি।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ-পত্র।

বঙ্গ-প্রদেশের মহামান্য রাজস্ব-সভার সদস্য,

রাজপুরুষোচিত গুণগরিমায় বিমণ্ডিত হৃদয়,

মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত, এফ্, জে, মোনাহন্, আই, সি এস্,

মহোদয় মহিমার্ণবেষু।

প্রভো!

আপনি, ভারত-রাজচক্রবর্ত্তীর সন্তান-সদৃশ বহু কোটি প্রজার মঙ্গল-বিধান-কল্পে,—ভগবানের মঙ্গলময় অনুশাসনে,—আপনার বর্ত্তমান আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমি,—কিছু দিন পূর্ব্বে—সংসারিক-বিদ্বেষ-লালসা-কলুষিত স্বার্থজাল-সঙ্ঘর্ষণে বিপন্ন হইয়া, ভবদীয় রাজোচিত মহীয়সী শক্তির আশ্রয়চ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণাশয়ে—আপনার আলয়ে—কয়েক দিবস উপনীত হইয়া, মহাশয়ের সহিত অনায়াসে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আপনিও অবিলম্বে—উদার হৃদয়ে,—এই নগণ্য প্রজার রক্ষার মানসে, বিদ্যুতাখিলা-রাত্রিমণ্ডল রাজরাজেশ্বরের রাজানুগ্রহকর প্রসারণে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। অপ্রকাশ্য কারণে, ভবদীয় করুণা-লতিকা,—সম্ভবতঃ আপনার এই নিরাশ্রয় সন্তানের কর্ম্ম-চক্রের আবর্ত্তনে,—কুসুম বিকীরণে সমর্থা হয় নাই। না হউক। কিন্তু, মদীয় জীবনের সেই শুভ মুহূর্ত্ত নিচয়ে, আপনার প্রতিভান্বিত প্রেমানুরঞ্জিত বদনমণ্ডলের দৈবিপ্রভা-সম্পাতে, আমি,—ভাবাবেশবিমোহিত প্রাণে—উপলব্ধির

নয়নে ভবদীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠরাজপুরুষোচিত গুণগরিমায় বিমণ্ডিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইহা বিশেষ-রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে,—বৃটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত এই বঙ্গরাজ্যের সর্ব্ববিভাগে মহোদয়ের সদৃশ অপত্য-নির্ব্বিশেষে-প্রজা-পালনতৎপর রাজপুরুষবর্গের সমাবেশ হইলে, এই স্থানেই স্বর্গের সুখধারা প্রবা-হিত হইতে পারে। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের আদেশে প্রত্যেক প্রজাকে, রাজপুরুষদর্শনকালে, যথোপযুক্ত উপঢৌকন তৎসমীপে স্থাপন করিতে হয়। আপনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন রাজরাজেশ্বরের প্রতিনিধি স্থানীয়, সর্ব্বতোভাবে ঐশ্বর্য্যপরিবীত। আমি আপনার এক জন দীন প্রজা;—স্বভাব-প্রস্ফুট বন্যকুসুমমাত্র আমার সম্বল। লোক-ললামভূতা বঙ্গভাষার অনন্যসাধারণসম্পদেও ভবদীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ; এবং বঙ্গযুবকবৃন্দের আপনি একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ইহা অবগত হইয়া, এই নির্গন্ধ বন্য কুসুম চয়ন করতঃ মাল্য রচনা করিয়া আপনার চরণে উৎসর্গ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। অনুমতি দান করিলে কৃতার্থ হইব।

১৭ই নভেম্বর,
১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।
কলিকাতা।

ভবদীয় একান্ত অনুগৃহীত
সেবক
শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী।

সূচিপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

কাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালের সহিত মানব জীবনের সম্বন্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়।

কালের সদ্ব্যবহার।

চতুর্থ অধ্যায়।

জাতীয় উন্নতি।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাঙ্গালীর সাধনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জাতীয় লক্ষ্য।

সপ্তম অধ্যায়।

শৈশব-যৌবন-বার্দ্ধক্য।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রতিভা।

নবম অধ্যায়।

ইচ্ছা থাকিলেই উন্নতিলাভের পথ পাওয়া যায়।

দশম অধ্যায়।

লক্ষ্য এবং অধ্যবসায়।

একাদশ অধ্যায়।

সাধনার পথে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধীশক্তি ও সহ্যশক্তি।



জীবন-রহস্য।

প্রথম অধ্যায়।

কাল।

কে ঐ মহাপুরুষ?—কাল-পুরুষ নামে, অন্তকের রূপে, অনন্ত-দূর-ব্যাপিয়া, স্মরণাতীত যুগ হইতে, বিশ্ব-নাথের বিশ্ব-রাজ্যে দণ্ডায়মান;—বর্ণনার অতীত, ধারণাতীত, কে ঐ মহাপুরুষ? যাঁহার প্রারম্ভ নাই, অন্ত নাই, অথচ বর্ত্তমান;—বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত! যাঁহার প্রভাবরাশি স্রোতো-বেগে অনন্তের বক্ষে নিরন্তর প্রবাহিত! জগৎবাসী প্রাণিবৃন্দকে হাসাইয়া—কাঁদাইয়া, নাচাইয়া—ছুটাইয়া, যাঁহার শক্তির স্রোত হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, শক্তি-দাতার প্রভাব-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চির-চলায়মান! অগণিত প্রাণি-শ্রেণী কোন্ অজানিত প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া, তাঁহারই প্রভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমাদের দর্শন পথে, কাল-স্রোতে, খেলিতেছে; আবার হাসিয়া কাঁদিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, তাঁহারই প্রভাব-স্রোতে ঢলিয়া পড়িয়া, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে নীত হইয়া, বিলুপ্ত বা

সঞ্জীবিত হইতেছে! সেই মহাপুরুষের মহীয়সী শক্তি আমাদের শ্রবণশক্তির অতীত, দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অথচ সেই প্রতাপশালী প্রভাব-স্রোতের অনিবার্য্য গতি আমরা মনে প্রাণে অনুভব করিতেছি! কি রহস্যময়ী প্রহেলিকা!

উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ জলধি-সদৃশ কাল-গর্ভে কাল-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ কালের কতই তরঙ্গাবর্ত্ত গর্জ্জিতেছে, ফেনিল হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, অনন্ত বারিধি-বক্ষে দিগন্ত-ব্যাপিয়া ছুটিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, ক্রমে কালেরই অঙ্গে মিলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই, অবধি নাই! ঐ দেখ, কাল-পারাবারে, অনন্তের তুলনায় ক্ষুদ্রতম বীচি-শিরে, কত শত মুহূর্ত্তরাশি, হীরক-খচিত কনক-মুকুট-পরিহিত উদ্দাম রাজ-চক্রবর্ত্তিসজ্ঘকে ক্রীড়নক রূপে গ্রহণ করিয়া, হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে! রাজ-নিয়োজিত সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের রম্য বর্ম্ম রবি-কিরণে ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে! নেতার ইঙ্গিতমাত্র পরিচালনে লৌহময় কুম্ভীরাকৃতি ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহুঃ গম্ভীর গর্জ্জন, অশনি-সম্পাতকে তিরস্কার করিতেছে! কিন্তু, মুহূর্ত্তনিচয় অনন্তের বক্ষে নিরন্তর ছুটিতেছে; মুহূর্ত্ত মাত্র বিরাম নাই। দেখিতে দেখিতে ঐ ক্ষুদ্রতম লহরী—পুঞ্জীকৃত মুহূর্ত্ত, তরঙ্গায়িত হইয়া অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইল;—যাহা ছিল তাহা আর নাই! আবার নব-বলোদ্দৃপ্ত নব হৈম-কিরীট-মণ্ডিত-শির, নবীন-ভূপতি, নব চমূ-পরিবেষ্টিত হইয়া, নব-রবি কর-সম্পাতে দীপ্তিময় কাল-তরঙ্গ-বক্ষে শোভিতেছে! আনন্দ-মদিরা-ধারা-পান-প্রমত্তা কতই বীরাঙ্গনা অনুরাগ-রাগ-রঞ্জিত-নয়নে প্রাণের হাসি মিশাইয়া দিয়া, মদির-নয়ন উন্মীলন করিয়া, রূপরাশি ছড়াইয়া,

কালের প্রভাব ভুলাইয়া, আবার তাঁহাদিগকে রণমদে উন্মাদিত করিতেছে! মানবের দুরাশার রঙ্গ-ক্ষেত্র,—কতই নব নব ট্রয়,—পাণিপথ,—পলাশি,—হলদিঘাট,—থার্ম্মাপোলী, জগতের স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কালোর্ম্মিমালী, আবার, নবীন তরঙ্গ তুলিয়া, সে সকল বিধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে; রাখিয়া যাইতেছে কেবল,—কত শত জাতির সুখ-দুঃখে গ্রথিতা, গৌরব-কলঙ্কে বিজড়িতা—স্মৃতি!

যে সূর্য্য-বংশাবতংস নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম-তনু শ্রীরামচন্দ্রের অগণিত অনীকিনী, কাল-তরঙ্গে, রঙ্গ-ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, আসমুদ্র লঙ্কার বিপুল রাক্ষস-চমু বিত্রাসিত ও বিচূর্ণিত করিয়াছিল, যাহাদের পদভরে বীর-গর্ব্বময়ী লঙ্কা বিমর্দ্দিতা হইয়াছিল, অশ্ব-মেধ যজ্ঞকালে লক্ষ্মণ পরিচালিত যে পত্তি-সংহতি, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, পঞ্চনদ-মধ্য-দেশ, কর্ণাট মদ্রদেশ এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল, তাহাদের এক জনেরও আর চিহ্ন মাত্র নাই! সেই জটাবল্কল পরিশোভী, জ্ঞান-গরিমামণ্ডিত পবিত্র-চেতা মহর্ষির, সেই ঘন-বিন্যস্ত তরু-পল্লব-চ্ছায়া-সমন্বিত পুষ্প-কানন-মধ্যবর্ত্তী, আশ্রম-কুটীরে, মঞ্জু স্বর্ণাংশু-বিজড়িত চেলাঞ্চলাবৃতা, রাজরাজেশ্বরী ম্লান মুখী রঘু-কুল-বধূর ক্রোড়স্থ নন্দন-যুগলের পীযূষ-বর্ষিণী গীত-ধ্বনিও আর নাই!—অনন্ত কাল-বারিধির সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেন লেখাও আর নাই! আছে কেবল,—সেই জ্ঞান-দীপক-দীপ্তি প্রদীপ্ত তপোবন-প্রকম্পিনী, বাল্মিকী-করাঙ্গুলি নিপীড়িত বীণা-তন্ত্রী নিঃসৃতা মূর্চ্ছণা-তরঙ্গিনীর দূরাগতা প্রতি-ধ্বনি;—দূরদর্শী আদি কবির রামায়ণ,—মহর্ষির কল্পনার মোহন ঝঙ্কার;—সেই অতীতের মহামহিমময়ী স্মৃতির সহিত

আমাদিগের এই বর্ত্তমানের অসম্ভব সংযোগের বিফল প্রয়াস মাত্র!

আবার, ঐ দেখ! অনন্ত দূর-ব্যাপী কাল-গর্ভে, অনন্তের তুলনায় আর কয়েকটি বীচি-বিক্ষেপ মাত্র! কালোর্ম্মি-বক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বসুন্ধরা বিকম্পিত কটক-সজ্য, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সজ্জিত! ঐ দেখ, সেই মুনি-জন-বাঞ্ছিত অসীম ধীশক্তি সম্পন্ন, অনন্ত পরাক্রমশালী, জ্ঞানময় বাসুদেব, গাণ্ডীব-ধন্বা ফাল্গুনীর রথে, হয়-বল্গা করে, রণ-তুরঙ্গ পরিচালনা করিতে করিতে, অমিয় মুক্তি-গাথা মানব-মঙ্গলের জন্য গাহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে, কাল-পারাবারে, কালের তরঙ্গমালা শতধা ভগ্ন হইয়া অগণিত নব তরঙ্গে মিলাইয়া গেল! সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিক্ষোলী আর নাই! সেই রথ মাতঙ্গ তুরঙ্গম নিচয় আর নাই! সেই দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্যের, সেই রণ-বিজ্ঞান-বিশারদ কৃপাচার্য্যের, সেই আর্য্যকুল-ধুরন্ধরগণের একাঘ্নী, শতঘ্নী, বায়ব্য, মোহনাস্ত্র রণ শস্ত্র-সম্ভার আর নাই! কেবল অনন্ত জ্ঞান-পরিপূরিত সেই গীতা-গাথা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা গাহিতেছে!

তৎপরে,—দূরে,—দূরে, ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে, কালোর্ম্মি-মালার বক্ষে, বহুদূরে—কতই তরঙ্গে, মিশরীয়, ফিনিসীয়, ভিনিসীয় জাতিনিচয়ের জ্ঞানের কথা,—কীর্ত্তির বার্ত্তা, ফেন-পুঞ্জ সঙ্গে রঙ্গভরে কত বারই না অনন্ত তারকা-জ্যোতিঃ বিশোভিত গগন-প্রান্ত স্পর্দ্ধাসহকারে চুম্বন করিয়াছিল! সে সকলের স্মৃতি, নীল-নদের নীলাম্বুরাশিতে, কীর্ত্তিময় ঈজিপ্ট ও বাবিলনের আকাশস্পর্শী স্তম্ভগাত্রে, আর ভূমধ্যসাগরের মৃদুমারুতান্দোলিত তরঙ্গহৃদয়ে লুকাইয়া থাকিয়া বিস্মৃতিকে আলিঙ্গন করিতে চাহি-

তেছে। কোন্ ভাগ্যবান জন্ম-ভূমির সুসন্তান সেই উপেক্ষিতা মধুময়ী স্মৃতিকে আবার মূর্ত্তিমতী করিবে,—তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে, অথবা করিবে কিনা,—কে বলিতে পারে?

যে টায়ার নগরী,—চতুর্বিংশ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে, আততায়ীর শস্ত্রাঘাতে পীড়িতা হইয়া, বক্ষ খুলিয়া, ভারত হইতে আনীত ঐশ্বর্য্য-স্তূপ, আলেকজাণ্ডারের করে সমর্পণ কালে, প্রাচীনা ভারত-লক্ষ্মীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়াছিল, সেই টায়ার নগরীর স্মৃতি, কাল-সাগরের শ্যাম-সলিলে আজ নিমজ্জিতা! কালচক্রের আবর্ত্তনে, আবার টায়ার নগরী, ভারতের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী পাশ্চাত্য-জাতির কাছে বিঘোষিত করিবে কিনা,—আবার ভারতের রাজ-লক্ষ্মী সুসন্তানগণের কর্ম্মবলে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, ভারত বহির্ভূত দেশবাসীদিগকে, আবার, ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণে সমর্থা হইবেন কি না, কে বলিবে?

অনিল-সঞ্চালিত তরঙ্গোৎক্ষেপী ঘোর নীলিমময় বারিধিবৎ কালবক্ষে, দূর প্রান্তে, আর কয়েকটি তরঙ্গ-বিক্ষেপ! যে তরঙ্গ-নিচয় ইউরোপখণ্ডের সুদূর দাক্ষিণাত্যে,—অতি প্রাচীন যুগে, সুসভ্য গ্রীকগণকে লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডিত-শিরঃ সুসভ্য গ্রীক বিপশ্চিৎবৃন্দ আজ কোথায়? প্রাচীন সভ্যতার লীলা-নিকেতন প্রাচীন রোম, গলের ভাগ্য-বিধাতা প্রাচীন রোম, আরণ্য-মৃগ-শার্দ্দূল-সহচর, বৃক্ষত্বক-রসে চিত্রিত-কায় বৃটন বীরগণ আত্ম-গৌরব প্রতিষ্ঠা-কামনায় যাহার মুখাপেক্ষী ছিলেন, সেই প্রাচীন রোম আজ কোথায়? প্রতীচ্য খণ্ডে প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের বাল্য লীলা-ভূমি, বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার শৈশব-ক্রীড়াক্ষেত্র প্রাচীন গ্রীস, ভারতের সিংহদ্বার সুলেমান

গিরি-বত্ম যাঁহার বিকট হুঙ্কারে সভয়ে বর্ত্মদান করিয়াছিল, সেই ভুবনবিজয়ী আলেকজাণ্ডারের জন্মভূমি প্রাচীন মাসীডন্, প্রবল প্রতাপ জুলীয়াস সীজারের বাল্যলীলা-স্থলী প্রাচীন রোম, যে কালোর্ম্মিশিরে শোভিতেছিল, সে উর্ম্মিমালা,—সে কাল-তরঙ্গমালা, কাল-সমুদ্রের কোন্ প্রান্তে বিলীন হইয়াছে; সেই প্রাচীন সভ্যতা, সেই প্রাচীন রণ-কৌশল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে;—কে বলিবে?

তার পর, মানব-সভ্যতার মধ্যযুগে, যে বিশ্ব-বিশ্রুত বিশালা বাহিনী, সুন্দর স্পেন-রাজ্যের উন্নত শৈল-শিখরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল; শুভ্র-তুষার-মণ্ডিত-হিমগিরি-মুকুট-শোভিতা, বল্কলাম্বর পরিহিতা, ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রসবিনী তপস্বিনী ভারত-লক্ষ্মীর তমাল-তালী-বনরাজিনীল মঞ্জুল যমুনা তটে, ও প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবীর বেদগান মুখরিত পবিত্র বেলাভাগে, যাঁহাদিগের অর্দ্ধ-চন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা প্রোথিত হইয়াছিল; যাঁহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য ইউরোপের সিংহ-দ্বার কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আরবের মরু-প্রান্তরে—আকাশমার্গে যাঁহাদিগের বিজয়হুঙ্কার নিনাদিত হইয়া আকাশ-দুহিতাকে অতি দূরান্তরে ছুটাইতেছিল, সেই পরাক্রমশালী মহম্মদ সেবকবৃন্দ, মার্জ্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া, যে কালোর্ম্মি বক্ষে দাঁড়াইয়া, একেশ্বরবাদের পবিত্র কথা জগতের সমক্ষে স্ফীতবক্ষে প্রচারিত করিয়াছিলেন, সে ঊর্ম্মি কালস্রোতে কতদূর গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাল-পুরুষনামে পরিচিত কে ঐ মহাপুরুষ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

কালের সহিত মানব জীবনের সম্বন্ধ।

কাল অবর্ণনীয়। তদীয় পরাক্রম মানব বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ অনুভব-গম্য মাত্র। এই কালের সহিত মানব জীবনের একটি নিত্য সম্বন্ধ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সম্বন্ধটি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, ও চিরনিয়মিত। এই কালের সহিত নিত্য নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনের আমরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা পর্য্যালোচনা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাকাল, কালদেহে দিবা ও নিশার চিহ্নাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা, মানব বুদ্ধিতে, কার্য্য সৌকর্য্যার্থে, সেই চিহ্ন দুইটিকে দণ্ড, পল, মুহূর্ত্ত অথবা ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড আদি কল্পিত চিহ্নে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। এই কালকেই আমরা সময় নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। এই সময়কে যদি সাংসারিক ধন-সম্পদ্ সম্ভারের মধ্যে একপ্রকার ধন বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রকার ধনের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা, সময়রূপ ধনই অপব্যয় করিতে, সর্ব্বদা, আমরা, সমধিক মুক্ত হস্ত! ধন-জনাদি সম্পদের মধ্যে, সময়-রূপ সম্পদ যে আমাদিগের স্বল্পই করায়ত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ, এই সময়ের মূল্যই আমাদিগের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা, বড়ই আশ্চর্য্য!

কাল ,অপরিমেয়! সমগ্র মেদিনী-পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ পারাবার, মানব-চক্ষে, অপার, অপরিমেয় বলিয়া অনুভূত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহার পার আছে, পরিমাণ আছে। অভ্রংলিহ হিমাচলে স্তূপীকৃত হিমানীর পরমাণুরাশিরও পরিমাণ হইতে পারে;—পরন্তু, কাল, বিশ্ব-ব্যাপী, অনন্ত, অপরিমেয়, এবং পরিণাম শূন্য। সেই অপরিণত কালের কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ মানব শ্বাসোচ্ছাসে বিন্যস্ত! তাহা অতি ক্ষুদ্র,—অতি সামান্য! অকিঞ্চনের প্রতি করুণা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, উপকারিজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, জ্ঞানদাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনেকেই অনেক সময়ে কার্পণ্য প্রদর্শনে কৃত-সঙ্কল্প। কিন্তু, সময়ের অবৈধ বিক্ষেপণে অনেকেই মুক্ত-হস্ত! যেন তাহা মানবের জীবন-ভাণ্ডারে অক্ষয় ধন-রূপে সঞ্চিত!

কিরূপে সময়-রূপ অমূল্য ধন ব্যয় হইতেছে, সে সম্বন্ধে কয় জনই বা চিন্তাশীল? কোন কোন প্রেক্ষাবান মহাপুরুষ মানব জীবনকে হীরা-মণি-রত্নাপেক্ষাও মূল্যবান বলিয়া অপনাদের গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কয় জন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়াও, সেই মহার্ঘ জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্ত কিরূপে অপচিত হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে চাহেন? প্রতিদিন কত সময় আমরা জাড্যতায়, পর-পরিবাদে, মাৎসর্য্যে, বা অনাবশ্যক নিদ্রা-তন্দ্রায় অপচয় করি, এবং, কতক্ষণই বা আমরা, ধর্ম্ম, জ্ঞান অথবা কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধনায় যাপন করিয়া থাকি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, আমাদিগের মধ্যে অনেককেই লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তা করুণাময় জগদীশ্বরের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলময় দানের আমরা

কিরূপ অপব্যবহার করিতেছি তাহা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু, এ সম্বন্ধে, প্রকৃতপক্ষে, দোষী কে? আমাদিগের দেশের যুবকবৃন্দ, অথবা তাঁহাদিগের গুরুজনগণ? মানবের জীবন-ভাণ্ডারে অমূল্য এবং অত্যাবশ্যক রত্নরাজির মধ্যে সময়রূপ রত্ন যে সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ, তাহা কয়জন গৃহস্থ তাঁহাদিগের বালক-দিগকে শিক্ষা দিযা থাকেন? বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থনিচয়, বালকেরা কতদূর কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইতেছে, কেবল তাহারই আলোচনায় তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়েন। কিন্তু, তদ্ভিন্ন, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সময়ের সদ্ব্যবহার, প্রতিবেশীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য, অন্ধ ও আতুরজনের প্রতি সদাচরণ ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষার স্থান গৃহস্থের স্ব-গৃহ। বিদ্যালয়ই এক মাত্র উপদেশ দানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলে মানবজীবনে জ্ঞানের শিক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। একারণ, স্ব গৃহে, বালকদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

বৎসরের দ্বাদশাংশের একাংশ লইয়া মাস; ঐ মাসের ত্রিংশাংশের একাংশ লইয়া দিবস; ঐ দিবস, আবার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত নিচয়ে গঠিত। ঐ মুহূর্ত্তমালা-সন্দানিত সংবৎসর মানব-জীবনের মান দণ্ড! বালক! তুমি বিদ্যালয়ে, বৎসরান্তে, অন্য বালকের পরীক্ষার সুফল দেখিয়া, পর বৎসরের প্রতি যত্নগ্রহণ করিবার জন্য, হয় ত, প্রতিজ্ঞা করিতেছ, কিন্তু, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেছ না। তুমি বৎসর, অয়ন, মাস, অপেক্ষা দিবসের অতি ক্ষুদ্রাংশ ঐ মুহূর্ত্তগুলির সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইলেই, পক্ষ, মাস, বৎসর ও যুগ, তোমার যত্ন-রূপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ

হইয়া পড়িবে ;—যে কাল সকলের জীবন-সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে, ধ্বংসের পথে ক্রমাগত পরিচালিত করিতেছে, প্রভুরূপে সকলের স্কন্ধে আরোহণ করিতেছে, সেই কালই, আবার, চিরানুগত ভৃত্যরূপে সেবা করিয়া তোমার সারাজীবন মধুময় করিয়া তুলিবে, এই মর ধামেই তোমায় অমর করিবে!

মুহূর্ত্তসকলের অপব্যবহারে, দণ্ড মাস অয়নের অপব্যবহার হয়। ক্রমে, সুকুমার কুমার, কালসঙ্গে, রঙ্গে, ক্রীড়াচ্ছলে, যৌবনে, মনুষ্যত্বহীন মানবত্বে পরিণত হয়। গুরুজনের অমনোযোগে কতই অমূল্য বালকজীবন নষ্ট হইতেছে তাহা কে নির্ণয় করিবে?

তারপর, যাঁহারা, অকালে বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্ব-গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, যেন, তাঁহাদিগের সময়ের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কিছুই নাই। তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত; এবং এই ব্যস্ততাই তাঁহাদিগের জীবনের যেন পরিণতি। এই সকল যুবকদিগের যেন আর কিছু ভাবিবার বিষয় নাই,—ভাবিবার সময়ও নাই! কত আকাশকুসুমের পশ্চাদনুবর্ত্তনে,—কত অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনায়,—আলস্যে,—কতই কুসংসর্গে, জুগুপ্সা ও পরপীড়ন চিন্তায়, অথবা দিবা-নিদ্রার সুখাবেশ-জনিত-কল্পনা-কল্পিত-শ্রান্তিতে তাঁহাদিগের কত সময়ই অযথা অতিবাহিত হইয়া থাকে! সেই সময়—দেশের আশা, সমাজের ভরসা, মাতা-পিতার বার্দ্ধক্যের আশ্রয় সেই সকল মহামূল্য যুবক-জীবনের মুহূর্ত্ত নিচয়, কত প্রকার আনন্দবর্দ্ধক জ্ঞানের আলোচনায়, কত দেশ-হিত-ব্রতে,

কত প্রকারের সাংসারিক উন্নতি বিধায়ক কর্ম্ম-সাধনে, কতই বিশ্বজনীন মঙ্গলে ব্যয়িত হইতে পারে!

অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান যুবকেরা, হয়ত কোনও এক দিবসের অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিয়া, যামিনীতে পর্য্যঙ্কের অঙ্কে শয়িত থাকিয়া, বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়নে, পরদিনে, কর্ত্তব্য কার্য্যটি সমাধা করিবেন বলিয়া কতবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন। পর দিনে,—নিশাকালে পূর্ব্ব রজনীর অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞাবাক্য একবার, হয়তঃ, উচ্চারিত হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু, সাধের পর-দিন তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের কল্পনা-সুলভ লতিকা মূলে বারি সিঞ্চন করে না, আশা-লতাও তাঁহাদিগের শিরোপরি মনোমোহন সুরভিত পুষ্পরাশি বিকীর্ণ করে না। অদ্য ঐ দিনমণি, প্রভাতে, নবানুরাগে প্রাচ্যগগন উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইয়াছেন। আবার সন্ধ্যাসমাগমে, নীলাম্বর ক্রোড়ে, মেঘমালাশিরে শান্ত স্নিগ্ধ রশ্মি-রাগ ছড়াইয়া, অস্তাচল-চূড়ায় বিশ্রাম লাভ করিবেন। আগামী বাসরে, আবার ঐ আদিত্যদেব পূর্ব্বাচলে নবানুরাগে উদিত হইয়া, মধ্যাহ্নে সহস্র-দীধিতিমালা বর্ষণ করিয়া, আবার সুধাপ্রদোষে, পশ্চিমাশা-বধূভালে সিন্দূর-রাগ রঞ্জন করিয়া, বাল-পাশ্বা মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র-মুক্তা-বিলম্বিত করিয়া পুনরায় অস্তমিত হইবেন। শীতাগমে তড়াগ-বিশোভিনী, নয়নমনো-রঞ্জিনী ফুল্ল-পঙ্কজিনীর দলবৎ জীবনের সুখদায়ী এক দিনের মুহূর্ত্তগুলি নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। অভিনব দিবসে গত দিনের মুহূর্ত্ত সকল আর কোন মতে পুনরাগত হইবে না। বিগত দিবসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলিও, বর্ত্তমান দিবসের কর্ত্তব্য

সম্পাদনের পর, সম্পন্ন করা ঘটিয়া উঠিবে না। কেহ বা বিগত দিবসের কর্ম্ম সকল অসম্পাদিত রাখিয়া, আলস্য ও অনধিকার চর্চ্চায় কাল হরণ পূর্ব্বক, পর দিবস, সে জন্য পুনঃ পুনঃ অনুশোচনা করিয়া থাকেন। সে অনুশোচনা নিষ্প্রয়োজন; অজ-কণ্ঠ-লগ্ন শূন্যক্ষীরস্তনবৎ নিষ্ফল!

উষাগমে, শিশিরসিক্ত, মন্দবসন্তানিল স্পর্শে অর্দ্ধবিকশিত সুবাসিত বনমল্লিকা, সযত্নে অবচিত ও মালাকারে গ্রথিত করিয়া ভগবানের চরণ-কমলে নিবেদন করিতে না পারিলে, সন্ধ্যা-সমাগমে সে ফুলরাশি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। দিবসের মুহূর্ত্তরূপ কুসুমরাশি যত্নে সংগৃহীত ও গ্রথিত হইয়া বিধাতার শ্রীপদ-পঙ্কজে উৎসর্গীকৃত না হইলে,—মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে ব্যয়িত না করিলে—তোমার জীবনোদ্যান হইতে সে সকল চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে। জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনই, প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বস্রষ্টার পূজোপকরণ। কর্ত্তব্য-সম্পাদনে জীবনের মুহূর্ত্তরূপ কুসুমরাশি উৎসর্গীকৃত না হইলে,—অসৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, তাহাতে তোমার প্রত্যবায় আছে।

কে তুমি প্রৌঢ়জন! ভগবন্নির্দ্দিষ্ট এই সংসার-কর্ম্ম-ভূমিতে আসিয়া, দুই একবার অনধিকার স্বার্থের পশ্চাতে ছুটিয়া, বিফল-মনোরথ হইয়া, এই পবিত্র কর্ম্ম-ভূমিকে অশান্তির লীলা-নিকেতন, অথবা, নৈরাশ্যের তপ্ত মরুভূমি স্থির করিয়া, জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রবেশদ্বার আলস্যের অর্গলে রুদ্ধ করিয়া, মলিনমুখে বসিয়া আছ! তোমার জীবনের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করিবার—পবিত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সুন্দর মার্গ রোধ করিবার অধিকার তোমার নাই।

ভারতের বালকবৃন্দ! যুবকগণ! প্রৌঢ়জন! তোমরা সকলেই সেই জগৎপিতার আজ্ঞায় দেবানুগৃহীতা পুণ্য ভূমি ভারতে আসিয়াছ। নিশ্চয় জানিও, এই আমাদের সেই প্রবাল শঙ্খ রত্নাকর নীলাম্বু-চুম্বিত-চরণা দেশ মাতৃকা। যেখানে রাজপুত্রেরাও অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী বিপুলৈশ্বর্য্যময়ী রাজলক্ষ্মীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া, অপূর্ব্ব-বিলাস-লক্ষণ-সম্পন্ন রাজ-প্রাসাদে, ধারা-যন্ত্রোত্থ পুষ্প-সৌরভ-বাসিত বারি-কণা-সংস্পর্শে সুরভিত মারুৎ-পরিসেব্যমান থাকিয়া, রত্ন-দীপালোকে উজ্জ্বলিত রম্যকক্ষে, দুগ্ধ-ফেননিভ, কুসুমাস্তীর্ণ সুবর্ণপর্য্যঙ্কে শায়িত হইয়া, চন্দন-চর্চ্চিত স্রগ্ধরা স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা ধাত্রীর অঙ্কে ক্রীড়া করিয়া, সুখভোজ্য অন্ন-পানে পুষ্টিত-দেহ হইয়া, কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তারপর,—যৌবনে, বিলাসবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, জীবন আশ্রয় করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কর্ম্ম-সংসৃষ্ট অপার দুঃখ-যন্ত্রণাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; স্ব স্ব জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; ভারতের অগণিত মনুষ্যের মুক্তি-কামনায় আপনাদের সকল সুখ-লিপ্সা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনায় জ্ঞানলাভ হয়, অসাধ্য সাধিত হয়, মুক্তি করতলগত হয়, তাহা প্রমাণীকৃত করিয়াছিলেন;—রাজপুত্র ভগীরথ, রাজর্ষি জনক, রাজ-চক্রবর্ত্তী বিশ্বামিত্র, রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। তাঁহারা কর্ম্ম সাধনের দ্বারা কাল ও জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

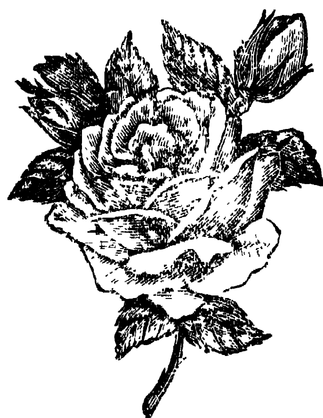
তাই বলিতেছিলাম, বালক, যুবক, অথবা প্রৌঢ়জন, যে [illegible] মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তা পিতার আদেশে, তোমার [illegible] দ্ব্যবহার করিবার জন্যই, সিন্ধু-পূজিতে, ঋষি-জন-

সেবিতে, শুভ্রস্মিতে, জ্ঞানে-কর্ম্মে-বীর্য্যে-ধর্ম্মে ধরারাণী ভারত-লক্ষ্মীর গর্ভে জন্মিয়াছ ;—অঙ্কে পালিত হইয়াছ ;—ভারত-জননীর বক্ষোজ-বিস্রুতা গঙ্গাযমুনার, সিন্ধু-গোদাবরী-নর্ম্মদার, কৃষ্ণা-কাবেরীর ক্ষীর-সম স্বাদু-নীর-ধারা-পানে তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ শীতল করিতেছে, ভারতাকাশের অমৃতবর্ষী বারিদপুঞ্জ জীবন-প্রদ বারি-ধারা সিঞ্চনে ভারত-লক্ষ্মীর কষিত বক্ষে যে সুবর্ণ সদৃশ্য ধান্য উৎপন্ন করিতেছ, তাঁহারই রজতোপম তণ্ডুলের অন্নে হৃষ্টদেহ পুষ্ট করিতেছ। এবং, সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা ভগবানের আদেশেই দিবসের মুহূর্ত্তরূপ ধন রাশি তোমার জীবন-ভাণ্ডারে ন্যস্ত-ধন রূপে রক্ষিত হইয়াছে। সে ধন অপচয় করিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি মনে রাখিও, বিজ্ঞানের রহস্য—বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। তোমার মুহূর্ত্ত সকলের সদ্ব্যবহারে জীবনের বিস্তার সাধিত কর। নিশ্চয় জানিও, তোমার জীবনের কর্ম্ম-সঙ্ঘটিত মুহূর্ত্ত নিচয়ে তোমার মাতা-পিতা-গুরুজনের, ভ্রাতৃ-ভগিনী-পরিজনের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, অন্ধ-খঞ্জ ক্ষুধার্থ ও পীড়িতের অধিকার, দেশবাসীর অধিকার, তারপর তোমার অধিকার। কাল-বাত্যা-সংক্ষুব্ধ কর্ম্ম-তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট তোমার আবিলতাময়ী জীবন-তরঙ্গিনী সুকর্ম্ম দ্বারা পরিশোধিত করিতে পারিলে, তখন, ধরাবাসী নর-নারীদিগের পর্য্যন্ত তোমার জীবনে অধিকার জন্মিবে, দূর-দূরান্ত-রের নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তোমার অফুরন্ত সুধাময় জীবন-ধারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া ধন্য হইবে, প্রাণ জুড়াইয়া সম-কণ্ঠে তোমার বিজয় গীতি গাহিবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, কুমারী নাইটেঙ্গেল, শঙ্করাচার্য্য, বিবেকানন্দ, নিউটন, ডেবিড্ হেয়ার, গৌরিশঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় তুমিও অমরত্ব লাভ

করিবে। শুষ্ক পত্র বৃক্ষ-শাখা হইতে ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাহারও সার্থকতা আছে। আর তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, তোমার জীবন বিফলে যাইবে, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করিও না।

কিন্তু, বিস্মৃত হইও না, জীবনসলিলের আবিলতা সংশোধনে,-জীবন সম্প্রসারণে,—কর্ত্তব্য সম্পাদনে,—জীবনের উন্নতি সাধনে,—বাধা অনেক,বিপত্তি প্রচুর ;–বিরোধী ঘটনা-পরম্পরার সহিত সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। বাধা-বিপত্তি ও বিরোধী ঘটনাপুঞ্জ, ঘন-ভেদী উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে শ্লথ প্রস্তররাজির মত বিচ্যুত হইয়া, ভূধরারোহী পথিকের বন্ধুর বর্ত্ম যেরূপ অধিকতর দুর্গম ও বিপজ্জনক করে, জ্ঞানোন্নতিযশঃ গঙ্গোত্রির অদ্রি-বর্ত্মে সাধক-পথিকের আরোহণ কালে বিলাসাবসাদ, বিদ্বেষ-লালসা-কলুষিত স্বার্থজাল, ও নানাবিধ বাধা বিপত্তি এবং বিরোধী ঘটনা পুঞ্জ, পুঞ্জ পুঞ্জ শ্লথ প্রস্তর রাজির মত বর্ত্ম দুর্গম করিয়া, আরুরুক্ষু যাত্রীকে তদ্রূপ, মাঝে মাঝে, বিপদাপন্ন ও আকুলিত করিয়া ফেলে। তখন, সেই অগতির গতি ভগবানের চরণে শরণ লইয়া, মনুষ্যত্ব বিকাশক কর্ত্তব্য পালনে তাঁহারই আজ্ঞাপালন—পূজা করণ—ইহা স্মরণ করিয়া, শেষে ভক্তের জয় চিরদিন, ইহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া, বিরোধী ঘটনাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অভ্রভেদী মলয়গিরিতে চন্দনতরু যেরূপ ঝটিকা-পীড়িত হইয়া, কখনই উন্মূলিত হয় না, বরং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তারপর, কালবশে, শির উন্নত করিয়া, মৃদু মলয় হিল্লোলে শাখা-প্রশাখা হেলাইয়া দুলাইয়া, তাহার পরিমলরাশি সমীরণে ছড়াইয়া দিয়া চন্দনতরু দিগ্বলয় আমোদিত করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত ও উল্লসিত করে। তুমিও সেইরূপে, কালের মধ্য দিয়া,

শোক-দুঃখ—বিরোধ-বিপত্তি-যাতনা-বাত্যা সহ্য করিয়া হৃদয়ের দৃঢ়তা লাভে, চন্দন সুরভিবৎ মানসিক গুণরাশি কর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতে ছড়াইয়া দিয়া, দেশবাসীদিগকে তোমার জ্ঞান মহিমায় উদ্ভাসিত ও অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি নিচয়ের স্ফুরণে সঞ্জীবিত করিতে যত্নবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। স্বীয় জীবনে, কর্ত্তব্য হেলনে, কখনও কলঙ্কের রেখা মাত্র অঙ্কিত হইতে দিওনা।



তৃতীয় অধ্যায়।

—•:(*):• —

কালের সদ্ব্যবহার।

কালের সদ্ব্যবহার অর্থে,—কালের সহিত নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনের সদ্ব্যবহার। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের জনৈক উদারচেতা সম্রাট, যদি কোনও দিবস রাজকার্য্যের গুরুভারে কোন মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইতেন, তবে, পর দিবস পরিশ্রম মধ্যে সচিবগণ সমক্ষে, তাহা উল্লেখ করিয়া অনুতাপ করিতেন বটে, কিন্তু, সেই অনুতাপ-বাক্যেই তাহার পরিসমাপ্তি হইত না। অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে, পর দিবসেই, দ্বিগুণ উৎসাহে, প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকতর মঙ্গল অনুষ্ঠানে আপনাকে নিয়োগ করিতেন। এই দুর্লভ মানবজীবনের মহার্ঘ মুহূর্ত্তচয়ের মধ্যে যাহা আলস্যে বিগত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বরং অনর্থক পরিদেবনা না করিয়া, ভবিষ্যতে সবিশেষ চেষ্টিত থাকিয়া, অবশিষ্ট জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তই যে বহুমূল্যবান, এ কথা স্মরণ রাখিয়া. অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে মন এবং দেহকে নিয়োজিত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্য-সাধনের দ্বারাই এই মরধামে অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে। যে সকল মহাত্মা নরদেহ ধারণ করিয়া, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা, এই মরধামে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন. অথবা বিদ্যা, ধন, যশঃ উপার্জ্জনে সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যথাকালে কালের যথার্থ মূল্য অনুধাবন পূর্ব্বক সাদরে কালকে বরণ করিয়াছেন। জন-শ্রুতি

যদিও কদাচিৎ ঘোষণা করে, যে, কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ, দৈব ক্রমে,—বিনা প্রযত্নে, ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপা লাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনী অনুসন্ধান করিলে, ইহা অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত হইবে, যে, তাঁহারা সকলেই দিবস রজনীর প্রতি দণ্ড পল, প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতি যত্নশীল থাকিয়া কর্ত্তব্য সাধনার দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

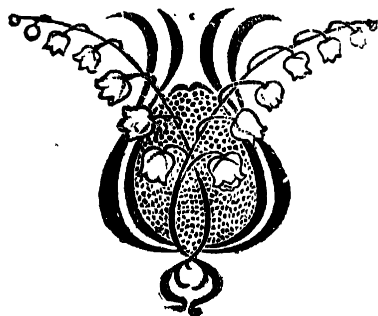
মহা প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির সমুজ্জ্বলা প্রতিভা নিরর্থক, যদি তাহা মুহূর্ত্ত সকলের মহার্ঘ মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। যেহেতু, আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি গুণবান হইলেও, তাঁহার নিকট ধন মান লাভের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াও, গ্রহণের অভাবে, অন্তর্হিত হইয়া যায়। হয়ত সেই মুহূর্ত্তে,—যে মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব ছিল কি না, কখনও তিনি চিন্তা করেন নাই, হয়ত, তিনি তখন অনর্থক পর-চর্চ্চায়, আলস্যে, অথবা নিন্দনীয় প্রমোদে কালযাপন করিয়াছেন,—সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে, তাঁহার জীবনের ক্ষেমাবসর —উন্নতির মাঙ্গল্য সুযোগ, নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে নীরবে সাধিয়া, অতীতে,—কাল-স্রোতে ঢলিয়া পড়িয়া, চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়াছে। এইরূপে, কত উন্নতি সম্ভাব্য মানব-জীবন যে বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে,—কত আশুতোষ ও দেবপ্রসাদ, অশ্বিনীকুমার-সুরেন্দ্র নাথ, হেরম্ব ও আদিত্য নাথ, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, অতীতের বিস্মৃতি সলিলে, নীরবে, লোকলোচনের সান্নিধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে,—আমাদের জাতীয় মঙ্গল সুদূর পরাহত করিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

সেই জন্য বলিতেছি, কেবল সুদীর্ঘ যুগ—বৎসর—অয়নের প্রতি যত্ন গ্রহণ করিলে চলিবে না। হিরণ্ময় দিবসের, মণিময় দণ্ডের,

আর মুক্তারূপী পল বিপল গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার,—জীবনকে উন্নতির বর্ত্মে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য,—শিক্ষার আবশ্যক ও অভ্যাসের প্রয়োজন। কাল,—তোমার জীবন-সম্পদ্‌, অলক্ষ্যে—অতি সন্তর্পণে—অপহরণ করিবার জন্য,—তোমার জীবনের মেরুদণ্ড অতি ধীরে ধীরে ক্ষয়িত করিবার জন্য,—তোমার হৃদয় উদ্যানখানিকে ঊষর-ভূমিতে পরিণত করিবার জন্য, তদধীন দণ্ড-পল-মুহূর্ত্ত নিচয়কে তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছে। তুমি, পুনরায় আর তাহাদিগকে বিশাল কালের করায়ত্ব হইতে না দিয়া, প্রতি পল-বিপলকে বলপূর্ব্বক করতলগত করিয়া, তোমার জীবনের উন্নতির সরণি পরিষ্কৃত করিতে, নয়নাভিরাম নিঃশ্রয়ণি-শ্রেণী নির্ম্মাণ করিতে, তাহাদিগকে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিবে। যিনিই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা করুণাময় ভগবানের অনুশাসনে, ও মানবজাতির মঙ্গলসাধনে, এবং, আত্মোন্নতির নিয়মে কর্ত্তব্য-পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন, অথবা ,ইহ সংসারে অর্গল-বদ্ধ উন্নতির দ্বার মুক্ত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাকেই ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তনিচয়কে স্বীয় করায়ত্ত করিতে হইবে।

ইতালীর জনৈক সাধকশ্রেষ্ঠ পুরুষ কালের প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, একদা, দুই ঘণ্টা মাত্র সময় অকারণ অতিবাহিত করিয়া, বজ্র-গম্ভীর-নির্ঘোষে, জগতের যুবকসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিগত দিবসে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে, দুইটি মহার্ঘ দ্রব্য হারাইয়াছি ; তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা থাকিলে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবার জন্য ঘোষণা করিতাম। সেই দ্রব্য দুইটি,—সুবর্ণ বিনির্ম্মিত দুই ঘণ্টা পরিমিত সময়, প্রত্যেকটির অঙ্গে হীরক-খচিত ষষ্টি সংখ্যক মিনিট সংযুক্ত

আছে”। দৈনিক এইরূপ উপদেশাবলীর আলোচনায় আলস্য-বিমলিন অবসন্ন প্রাণের আলস্যাবসাদ বিদূরিত হয়; কর্ম্ম-শক্তির আধার-কমল ফুটিয়া উঠে; তখন সাধনার উন্নতি সহজ সাধ্য হয়



চতুর্থ অধ্যায়।



জাতীয় উন্নতি।

"সহায় ও অর্থবলের হীনতাই", উন্নতি-সৌধের উচ্চতম সোপানারোহণে, অসম্ভব অন্তরায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সত্য নহে। যাঁহারা বিপন্ন অকিঞ্চনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, যাঁহারা যৌবনের প্রারম্ভেও সহায় ও অর্থ-হীন থাকিয়া—পরভাগ্যোপজীবী হইয়া—কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান করিতেন, সেইরূপ ব্যক্তিরাও, কালের সদ্ব্যবহার করিয়া, আপনাদিগের ধৈর্য্যশীলতার গুণে,—অন্তর্সুপ্ত আত্ম-শক্তির স্ফুরণে,—প্রভূত ধনের অর্জ্জন ও যশেঃর বর্দ্ধন করিয়া, এবং মানবসমাজের হিতকরী হইয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। এতাদৃশ ব্যক্তি যে সকল জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে বিরাজিত, সেই সকল জাতির জাতীয়-উন্নতি তত অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে। দেশে ব্যষ্টি মানবের সুকৃত কার্য্যের ফলে, সমষ্টির—জাতির, উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড-জার্ম্মানীর অনেক সহরে, ফ্রান্স ও আমেরিকার নগরে নগরে এরূপ কর্ম্মীর অসদ্ভাব নাই। তাই;—ইংলণ্ড জার্ম্মানীর প্রতাপের শেষ নাই;—ফ্রান্স আমেরিকার হীনতার লেশ নাই।

বাঙ্গালার তৈল-জলে, শস্য ফলে পুষ্ট-দেহ বাঙ্গালীর দ্বারা, এরূপ উন্নতি কখনও সাধিত হইয়াছে কিনা, এখনও হইতেছে কিনা, ভবিষ্যতেহইবে কিনা, তাহার ফলে বাঙ্গালী-জাতির জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর কি না, সুখের বিষয় বাঙ্গালী সমাজে এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। বাঙ্গালী বিচারকগণের মধ্যে, কিন্তু, মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। প্রথম পক্ষ,—নিরাশাবাদী রক্ষণশীল সম্প্রদায়; দ্বিতীয় পক্ষ,—আশাবাদী উদার-নৈতিক সম্প্রদায়। বাঙ্গালীর জাতীয়-উন্নতির প্রশ্ন মীমাংসায় প্রথম পক্ষ বলিতেছেন:—"মনে রাখিবেন, আর্য্য ঋষিগণাবিষ্কৃত সমীক্ষিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই আমাদিগের পক্ষে সমীচীন। পাশ্চাত্য উদাহরণ ও শিক্ষা দীক্ষা আমাদিগের পক্ষে অনুপযোগী। বিশেষতঃ বাঙ্গালী—বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু নয়; আর ফরাশী জার্ম্মান—ইউরোপীয়ান।" এই উত্তর দিয়াই তাঁহারা প্রশ্নটির চরম সিদ্ধান্তে পৌছিতে চাহেন। দ্বিতীয় পক্ষে—আশাবাদীরা বলিতেছেন;—"অতি প্রাচীন যুগে, আমাদের জাতীয় উন্নতি চরমে পৌছিয়া ছিল। তৎকালের ধরাবাসী সকল জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলেনা। যে জাতির একবার উন্নতি হইয়াছিল, তাহার আবার উন্নতি লাভের আশা আছে। শুধু আশা নহে,— নিশ্চয়তা আছে। বসুধার শ্রেষ্ঠ জাতি ইংরাজ আমাদের রাজাসনে ভগবানের আজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত। সাহচর্য্যের ফল অনিবার্য্য;—সেই শ্রেষ্ঠ জাতির সাহচর্য্যে, আমরা আবার উন্নতির উচ্চতমশিখরে আরোহণ করিতে নিশ্চয় সমর্থ হইব।"

প্রায় শতাব্দী কাল অতীত হইতে চলিল, আমাদের সদাশয় রাজপুরুষগণ, এবং বৃটন-লক্ষ্মীর বর-পুত্র উদারচরিত কেরী, মার্সমান প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ, ও মহামতি জোন্স, ডেবিড

হেয়ার প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণ, বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার আলোক জ্বালিয়া, দেশের বহুশতাব্দিকালস্থায়ী সঞ্চিত জড়তার অব্যবহিত ফলে বঙ্গীয় যুবকদিগের আলস্যাবসাদ বিজড়িত হৃদয়ান্ধকার আলোকিত করিবার জন্য প্রয়াস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা বহু পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়াছে সন্দেহ নাই। সে জন্য বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ!

পাশ্চাত্য জ্ঞান-রবির ক্ষীণ প্রভা ক্ষীণকায় কৃশাঙ্কুর অর্চ্চি-সদৃশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে,—বাঙ্গালার প্রাচী ভালে,—চক্রবাল-শিরে,—দেখা দিয়াছিল সত্য। কিন্তু, এক্ষণে,—বিংশ-শতাব্দীর এই উন্নতির যুগে, বঙ্গ গগনাচ্ছন্ন জড়তা-জলদ-পটলের মধ্য দিয়া, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিবস্বানের তেজোময়চ্ছটা, পূর্ব্বগগন অনুরঞ্জিত করিয়াছে;—বাঙ্গালার আকাশে দিবসের আবির্ভাব হইয়াছে। অচিরে সেই প্রাতীচ্য-বিজ্ঞান-রশ্মি-জাল-সমন্বিত জ্ঞান-রবি, মধ্যাহ্ন মরীচিমালীর তীক্ষ্ণ দীধিতিমালা বিকীর্ণ করিয়া, সমগ্র ভারতের অজ্ঞান-বিমলিন-অবসাদ-কুহেলিকা নিরাকৃত করিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের আশঙ্কার সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই,—বঙ্গবাসী আর্য্য-বংশধরগণের দেহের শিরা-অস্থি, স্নায়ু-মজ্জা, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড, বংশ-পরম্পরা-ক্রমে যে ধাতুতে গঠিত, তাহাতে, সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জ্ঞানের তীব্র জ্যোতিঃর প্রত্যেক মোহন স্পর্শে সাবধানতা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশকালপাত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, ভবিষ্যতে মর্ম্ম-বেদনা অনিবার্য্য! ইহা প্রকৃতির নিয়ম। উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে,—আমাদিগের দেশে মুসল-

মান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে রাজা প্রজাবৃন্দের নিকট সম্মানলাভের অধিকারী। হিন্দুবংশধরগণের চক্ষে ক্ষ্মাপতি ভূতপালন ভগবানের অবতার! তিনি, কেবল সম্মান নহে, হৃদয়ের ভক্তি এবং পূজা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। আর ইংরাজ-জার্ম্মানের চক্ষে, ভূপতির প্রতি ভাগবততত্ত্বের আরোপ, নিতান্ত বিসদৃশ—পৌত্তলিকতার চিহ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। ফরাসী ও আমেরিকান, রাজার অধিকার স্বীকারে একবারেই পরাঙ্মুখ! পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অন্তর্গত—শীতপ্রধান দেশোপযোগী—আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের আত্যন্তিক অনুকরণ প্রবৃত্তি উষ্ণপ্রধান বঙ্গদেশবাসীদের জীবনধারণ ব্যয়বাহুল্যে পরিণত করিতে পারে। এই সকল ও অন্যান্য কারণে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিচারিত অনুকৃতি,—সেই সভ্যতা-লোকের সুখানুভূতি, জীবন-সংগ্রামের ফলে তিরোহিত হইয়া, পাশ্চাত্য আলোক সংসৃষ্ট বিলাস-কালিমা—সংযম-হীনতা, আমাদিগের যুবকগণের অঙ্গে কালিমা ব্যাপ্ত এবং তাহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে, দেহ মন জর্জ্জরিত করিয়া দিবার সম্ভাবনা।

এজন্য, আশঙ্কাবাদিদিগের আশঙ্কা একবারেই ভিত্তি হীন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সঙ্গত পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার অমঙ্গল অংশের কথা ভাবিয়া, একবারেই তাহা ত্যাগ করিলে, আমাদিগের অবনতি সুনিশ্চয়। আমরা বুঝিতেছি, সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায়, আমাদের পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংস্রব ঘটিয়াছে;—উন্নতির অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ সুযোগ হারাইলে,—বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে,

—দণ্ড সাংঘাতিক ;—আধি-ব্যাধি-দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত পরাবজ্ঞাত বাঙ্গালী জাতির এই মহা সন্ধিক্ষণে অবনতি অনিবার্য্য।

আশাবাদীদিগের আশার কথাও একবারে উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন, যে, পবিত্র সত্যের জ্ঞান, ভারতের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য মনীষিবর্গের জ্ঞানের জ্যোতিঃ, সত্যের মহিমায় বঞ্চিত, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইতে প্রস্তুত, যে, প্রাচীন ভারতের আর্য্য-ঋষিগণের হৃদয়ের ধন,—পবিত্র সত্যের জ্ঞান, কর্ম্ম-সাধনার প্রথম সোপানে আরম্ভ হইয়া, জ্ঞান-চক্রের মধ্যে,—কেন্দ্র স্থলে, বিশ্ব-নিয়ন্তার পবিত্র চরণ-স্পর্শে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর, পাশ্চাত্য মনীষিগণের হৃদয়ের ধন,—পবিত্র সত্যের জ্ঞান, বহু শতাব্দীর পরে, কর্ম্ম-সাধনার প্রথম সোপানে আরম্ভ হইয়া, পার্থিব-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া, আর্য্য-ঋষিগণের পূর্ণ জ্ঞান-চক্রের পরিধি বেষ্টনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে, প্রতীচীর ঋষি-কল্প জ্ঞানিবৃন্দের সাধনার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এখনও ধরণীর সর্ব্বত্র, দিবার স্পষ্ট আলোকে, এবং নিশার ঘোরান্ধকারে, প্রচারিত হইয়া, তাঁহাদিগের অসীম লোক-হিতৈষণার সাক্ষ্য দান করিতেছে। আর, ভারতের স্বাধ্যায়-নিরত ঋষিকুলের, জ্ঞান-হোম-বহ্নিতে, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিজ্ঞান-হবিঃ-ধূপ-গন্ধাহুতির ফলে যে স্বাস্থ্যপ্রদ হোম-ধূমপুঞ্জ, বিশাল গগনে উত্থিত হইয়া, অমৃতবর্ষী মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি করিত ;—মধুর বর্ষণে, ধারাকারে, ধরার জীবন-প্রবাহের তরঙ্গ-ধারা পরিবর্দ্ধন করিত,—বিজিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম-প্রাণ ঋষিবৃন্দের লোক-হিত-চেষ্টার সাক্ষ্য দান করিত, তাহা,—সেই অতীতের ব্যোম-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত

হইয়া, কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছিল। কেবল, এক্ষণে, নিয়ত গবেষণায় নিরত, বহুশ্রুত মোক্ষ-মূলার, ভট্ট গোপেন-হাওয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদিগের চক্ষে, সাধনা প্রভাবে,—শ্যাম-ঘন-শিরে বিলয়-ভূয়িষ্ঠা সৌদামিনী ধনিকার চকিত দীপ্তির মত, প্রতি-ভাত হইয়া, সেই কৃতধী বিপশ্চিতবৃন্দের দ্বারা, সুদূর অতীতের মঙ্গল বার্ত্তা, আবার ভারত-সন্তানগণের নিকটে পৌঁছিতেছে;—আবার আর্য্য-সন্তানদিগকে আর্য্যোচিত পথ অনুসরণে উদ্দীপন করিতেছে!

এইরূপ মন্তব্যের গুরুতর প্রতিবাদ করিবার বাসনা আমাদের নাই। বিপুলা ধরিত্রীর ক্রোড়ে অবস্থিত সর্ব্ব প্রকার জাতির মধ্যে, আমাদের রাজার জাতি ইংরাজ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাধনায়, ধনবলে, জ্ঞানবলে, শক্তিবলে, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইংরাজ প্রথমে রোমের পদতলে বসিয়া সাধনার শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল। রোম,জ্ঞান লাভের আশায়, প্রাচীন জ্ঞান-গুরু গ্রীসকে গুরু-পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। গ্রীসের কৃতিসন্তান ডিমোক্রিটস্ প্রভৃতি জ্ঞানিবর্গ, প্রাচীনতম যুগে, ভারতে পদার্পণ করিয়া, সংশিত-ব্রত কোবিদমণ্ডলীর চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া, কর-যোড়ে, গুরু-মুখ বিনির্গত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য শ্রবণ করিয়াছিল। প্রতীচীর জ্ঞান-বৃদ্ধ সক্রেটিসের সভা-মণ্ডপে, ভারতের অকৃষ্ণকর্ম্মা প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ভারতীয় দর্শনের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিল। বহুকাল ব্যাপিয়া,—ইংরাজ, জাতীয়-উন্নতির কামনায়—সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিয়াছে;—উন্নতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি সে জাতি, কর্ম্মের সাধনায়,—জ্ঞানের আরাধনায়, বিরত নহে।

বসুন্ধরার যত সভ্য-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, বিধ্বস্তাখিলারাতিমণ্ডল ইংরাজ সে সকল সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতেছে। বৈদেশিক ও স্বদেশী কীর্ত্তিমান্ ও গুণবান্ ব্যক্তিবর্গের কর্ম্ম-বহুল চরিতাখ্যান ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া, ইংরাজ বালক ও যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জ্ঞানালোচনা-কল্পে এপর্য্যন্ত বিংশতি লক্ষ প্রকারের গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ও প্রতি বৎসর চত্বারিংশৎ সহস্র প্রকাশিত হইতেছে। তাহার সাধনার এখনও বিরাম নাই, উদ্যোগের সীমা নাই! তাই ইংরাজ ক্ষিতি-ব্যাপী বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, বল-দর্পে সংরক্ষিত রাখিয়া, অজেয় হইয়া রহিয়াছে। জাপানের শক্তির ভাণ্ডার-দ্বার একবার খুলিয়া দেখ দেখি! পৃথিবীর সকল স্বাধীন জাতির আজীবন সাধনায় সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান,—বৈদেশিক কর্ম্মবীরগণের জীবনাদর্শ, তাহার সেই ভাণ্ডার মধ্যে, বিপুল প্রযত্নে সংগৃহীত। তাই আজ জাপান, ধরা-বাসী প্রতাপান্বিত জাতি সমূহের দ্বারা সাদরে আলিঙ্গিত হইতেছে!

আমাদের জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সমাধান কল্পে, আমরা বলিতে চাই,—আমাদিগকেও, প্রজা-বৎসল ইংরাজরাজের আশ্রয়-চ্ছায়া-তলে, এইরূপে শান্তির সমীর হিল্লোল প্রবাহের কালে, ইংরাজের অনুসরণে, উন্নতির সোপানে, ধীর-পদ-বিক্ষেপে, আরোহণ করিতে হইবে। ধরণীর অধিবাসী,—জাতি নির্ব্বিশেষে,—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিমণ্ডিত আচার্য্যকুলের, এবং অর্থ-নীতি-বিশারদ শিল্প-কলা-কৌশলজ্ঞ ও জীবন সংগ্রামে ধুরন্ধর-গণের পদতলে বসিয়া, আমাদিগকেও জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে। সেই জ্ঞানের বার্ত্তা বঙ্গবাসী যুবকবৃন্দের মধ্যে প্রচার করিতে

হইবে। স্বদেশী বিদেশী কর্ম্ম-বীরগণের চরিত-মালা, সঙ্কলন করিয়া মাতৃভাষায় প্রচার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের রচিত নীতি-কথা,—জ্ঞানের উপদেশ,—সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে ও তদনুসারে চলিতে শিখিতে হইবে। সেই সঙ্গে, ভারতের কল্যাণ-বুদ্ধি ঋষিবৃন্দের পবিত্র জ্ঞানের আলোচনায়,—পৌরুষ-হীনতা দূর করিতে হইবে,—বিলাস-বিদগ্ধ সম্ভোগ-লালসা পরিবর্জ্জন করিতে হইবে,—প্রাচীন ভারতের কর্ম্মের সাধনার আবার জীবন-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আর,—সেই তাপসারণ্যে সংযমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অনুকরণে, এই বঙ্গভূমে, পূর্ণ সংযমের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সুখের কথা, ভারতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, এইরূপ সাধনা বহুদিন আরব্ধ হইয়াছে। এক্ষণে সে সাধনার বিসরণ ও পূর্ণতা সাধনের প্রয়োজন হইয়াছে।





পঞ্চম অধ্যায়।

বাঙ্গালীর সাধনা।

বঙ্গের প্রধান ন্যায়াধিকরণে অধিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধিকারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৈশোরে ও যৌবনে, বিদ্যালয়ে এবং গৃহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া—বিপুল সাধনা করিয়া, যেরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তদীয় পুণ্যবতী মাতার প্রভাবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পিতার সাবধানতার ফলে তিনি অনিন্দ্য চরিত্র লাভ করিয়াছেন। তিনি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে গৌরবের সহিত এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রায়-চাঁদ প্রেম-চাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে, ব্যবহার-শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রশংসা-পত্র লাভ করিয়া, বঙ্গের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে, ব্যবহারজীবের কার্য্য আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করতঃ, প্রভূত প্রতিপত্তি, যশঃ এবং অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইলেন।

মানব-হৃদয়-কমল-দল-বাসিনী মহাশক্তি, সাধকের সাধনার প্রভাবে একবার মাত্র জাগরিতা হইলে, সাধক-হৃদয়ে শক্তির অনন্ত উৎস উচ্ছলিত হয়। সেই শক্তি-সংস্থতিকে যে কোনও একটি উদ্দেশ্যাভিমুখে একবার মাত্র পরিচালন করিতে সমর্থ হইলে,

বুঝিতে হইবে, সাধকের চেষ্টার ফলে, সেই কর্ম্ম-সাধিনী শক্তি প্রবাহিনীকে তারপর, যে কোনও দিকে যতদূর ইচ্ছা প্রণোদন করিতে পারা যায়। "এই মহান্ সত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন,—জলন্ত প্রমাণ, আশুতোষের পবিত্র চরিত্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। চিত্র-বিদ্যা-বিশারদ চিত্রকর, যেরূপ, মলিন বস্ত্রের উপর নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য-পট অঙ্কন করিবার জন্য শত চেষ্টা করিলেও, বাঞ্ছামত স্থানানুযায়ী বর্ণনিচয় পরিস্ফুট করিতে পারে না, তদ্রূপ, শতাধিক গুণ সম্পন্ন মানবের, একমাত্র সচ্চরিত্রতার অভাবে," মনুষ্যত্ব বিকাশী গুণ-পরম্পরা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। আশুতোষের উন্নত চরিত্রের অন্তরালে তদীয় গুণবতী জননীর পবিত্রতা এবং জনকের ওজস্বিতা যেন এখনও সূচিত রহিয়াছে!

আশুতোষ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া বহির্গত হইবা মাত্র, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞমণ্ডলীর দ্বারা উচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষকের পদে বৃত হইলেন। ব্যবহার-জীবের কার্য্যে তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল, তথাপি বিদ্যালোচনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জীবন ব্যাপী স্থায়ীত্বে পরিণত হইল। অর্থিপ্রত্যর্থীদিগের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও, এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানালোচনায় বিব্রত হইয়াও, তিনি, ডি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ব্যবহার-শাস্ত্রে তাঁহার অসীম বুৎপত্তি সন্দর্শনে প্রধান বিচারপতি এবং কর্ত্তৃপক্ষরা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের পদে নিয়োগ করিলেন। সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূত্র, যদ্রূপ, বিপুল ভার বহনে সমর্থ হয়, তদ্রূপ, তদীয় সর্ব্বতোমুখী ধীষণা অপরিমিত কর্ম্মভার অবলীলাক্রমে বহন করিতেছে!

যৌবনে যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পবিত্র মন্দিরে শত সহস্র পরীক্ষার্থীদিগের সহিত অপরিচিত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন,—যে বুধমণ্ডলীর অধীনে পরীক্ষকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত ভাবিয়াছিলেন, প্রৌঢ় কালের প্রথমে সেই বুধ-মণ্ডলী পরিশোভিত বিশ্ব-বিদ্যালয় মহা সভার কর্ণধার রূপে,—ভাইস্-চান্সেলারের পদে অষ্ট বৎসর কাল অধিষ্ঠিত থাকিয়া, স্বীয় জ্ঞানালোচনা এবং বিচারকের কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়াও প্রচুর অবকাশের সৃষ্টি করিয়া, আমাদিগের বঙ্গ-গৌরব আশুতোষ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গণিত-শাস্ত্রে, আশুতোষের যশোগরিমা, সমগ্র ভারতখণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া, সুদূর পাশ্চাত্য দেশে, মনীষিবর্গের সমাজে, পারিজাত কুসুমের সুদূর ব্যাপ্ত পরিমলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গণিত-বিদ্যা-বিশারদ ইংলণ্ডের পণ্ডিত-সমাজ, তাঁহাদিগের বিশ্ব-বিখ্যাত গণিতালোচনী সভাতে, সফেন-সাগর-তরঙ্গ-চুম্বিত-চরণা, তুঙ্গ-শৃঙ্গ-হিম গিরি-মুকুট-পরিশোভমানা, শ্যামল-চেলাঞ্চলা-প্রবৃদ্ধা, তপোবন-বাসিনী, ত্যাগ-ধর্ম্ম-পরিপালিনী, আনন্দাশ্রু-প্লাবিত-বদনা বঙ্গ-লক্ষ্মীর কৃতিসন্তান আশুতোষকে সদস্য পদে বরণ করিয়া সমগ্র বঙ্গ-বাসীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভা-মণ্ডপে, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বাঙ্গলার লাট বাহাদুর, হাইকোর্টের বিচারকবৃন্দ এবং বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজ সমক্ষে, যখন জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রাজকুমারকে, ডি, এল্, উপাধি দানে বিভূষিত করা হয়, সেই সময়, প্রশংসা-পত্রখানি

যুবরাজের হস্তে দান করিবার ভার বঙ্গ-বাণীর প্রিয়তম সন্তান আশুতোষের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার এই গৌরবে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

আমাদিগের সংস্কৃত-শাস্ত্র-বিশারদ বুধমণ্ডলী, সাধু-জন-সংসর্গ-জনিত-সত্ত্ব-বুদ্ধি আশুতোষকে, সরস্বতী ও শাস্ত্র-বাচস্পতি উপাধি দান করিয়া, তাঁহার নানাবিধ কর্ম্ম-সংঘটিত জীবনে সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিয়াছেন। আশুতোষের এই বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভা,—জগতের পণ্ডিত-সমাজে এরূপ যশোগরিমা, সময়ের সদ্ব্যবহার, তীব্র সাধনা, অধ্যবসায়, এবং, রাজ-কার্য্যের জন্য বিপুল পরিশ্রমের মধ্যেও জ্ঞানালোচনার উদ্দেশ্যে অবকাশের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যের ফলেই অর্জ্জিত হইয়াছে।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের ব্যবহার-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত-বর রাস বিহারী ঘোষ, ব্যাবহারজীবের কার্য্যে সবিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, যে রূপ, এই বৃদ্ধ বয়সে, ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অবকাশের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমাদের উন্নতি-প্রয়াসী ব্যবহার-বিধি-ব্যবসায়ী যুবকবৃন্দের পক্ষে অবশ্য অনুকরণীয়। ডাক্তার ঘোষের—ব্যবস্থা-শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান, ও সর্ব্ব-তত্ত্ব-ভেদিনী প্রতিভা,—অসাধারণ অধ্যবসায়, এবং, জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি অনন্যসাধারণ অনুরাগ, ও কর্ম্মময় জীবনে অবকাশের সদ্ব্যবহারের ফলে ও অপূর্ব্ব সাধনার বলে অর্জ্জিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বিখ্যাত কৌসুলী, উকীল, শিল্প-বিদ্যা-বিশারদ বা চিকিৎসকদিগের মধ্যে, পণ্ডিতবর ঘোষের ন্যায় প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে, এবং, সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে, অতি অল্প ব্যক্তিই সমর্থ

হইয়াছেন। তদীয় গৃহে অর্থাগমের বিরাম নাই,—অর্থী ও প্রত্যর্থীর গমনাগমনে বিশ্রামের সুযোগ নাই, অথচ ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনা তাঁহার নিকট অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা প্রীতিকর। কর্ম্মময় জীবনে অবকাশের সৃষ্টি করিয়া, ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনায়, ডাক্তার-ঘোষ, সেইকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

সময়ে সময়ে, পণ্ডিতবর ঘোষ উপর্জ্জন-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া, ব্যবহার-জীবের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, ব্যবহার-সংহিতার আলোচনায় স্বগৃহে কালাতিপাত করেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র রাস বিহারী, এই প্রাচীন বয়সে, পীড়িত হইয়া চিকিৎসকের দ্বারা বিশ্রামলাভ করিতে উপদিষ্ট হইলেও, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে এক দণ্ডের জন্যও বিরত নহেন। তদীয় বিশ্রাম কক্ষে, সে সময়েও, অর্থী ও প্রত্যর্থীরা রাশি রাশি অর্থ লইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ডাক্তার ঘোষকে সাধনা করিয়া থাকেন। তখন, তিনি, প্রচুর রজত খণ্ডের ঝনৎকারে বিরক্ত-চিত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের অগোচরে, বারিদপুঞ্জ-চুম্বিত তুষার-সঙ্ঘাত-নিপাত-শীতল সুদূর শৈল-শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, সেখানেও তাঁহার ব্যবহার-শাস্ত্র আলোচনার নিবৃত্তি নাই,—স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম-ভূমির মঙ্গল কামনার বিরাম নাই! এই মহান্ কর্ম্ম-বীর স্বদেশের যুবকবৃন্দের অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া, আজীবন সঞ্চিত দশ লক্ষ মুদ্রা, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে, এবং হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্দেশে এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া যুবকদিগের অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুণ্য প্রতাপ কর্ম্ম-বীর পণ্ডিতবর রাস বিহারী ঘোষের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জন করিতে, অর্থোপার্জ্জন করিতে, যশোগৌরবে বিমণ্ডিত

হইতে, কোন্ বাঙ্গালী যুবক আকাঙ্খা না করেন? সকলেই ইচ্ছুক। তাঁহাদের ইচ্ছা নাই কেবল ডাক্তার ঘোষের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জনে যত্ন ও উদ্যোগ করিতে, সাধনা করিতে,/ ধৈর্য্য ধারণ করিতে,—সেই মহান্ যশোগৌরব লাভের উপযোগী পণ বিনিময় করিতে;—আর নাই তাঁহাদের,—আত্মোন্নতি লাভোপযোগী ব্যবসায়, অধ্যবসায়, এবং সময়ের সদ্ব্যবহার রূপ উপযুক্ত নিষ্ক্রয় দানের অভিলাষ!

উদীচীন-প্রান্ত-স্পর্শী চিকুরজাল-বিলুণ্ঠিতা, নির্ঝর-ঝঙ্কারে মঞ্জীর শিঞ্জিতা, সাম-নাদ-মুখরিত তাপসারণ্যের হোম-ধূম-ম্রক্ষিতা, অতীতাত্ম-গৌরব-পর্য্যঙ্ক-শায়িতা, ঊষা-জ্যোতিঃ-বিধৌত জ্ঞান-ক্ষৌম-পরিধানা, প্রাচীনা বঙ্গ-লক্ষ্মীর সুসন্তান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র বসু, মহেন্দ্র লাল সরকার, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ চুনীলাল বসু, গণিত-বিদ্যা-বিশারদ গৌরি-শঙ্কর দে, বিপিন বিহারি গুপ্ত, কৌমুলী ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদ গিরিশ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত চূড়ামণি জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উন্নত চেতা মহাত্মগণের জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সাধনা অতুলনীয় বিপুল পরিশ্রমে, অদম্য অধ্যবসায়ে, অপূর্ব্ব সাবলম্বন গুণে, নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পরে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান পদ-গৌরব লাভ হইয়াছে; তাঁহারা প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হইতে সমর্থ হইয়াছেন। উপযুক্ত পণ বিনিময়ে, তাঁহারা,—এত দিনে, উন্নতির উচ্চতম সোপানে পদার্পন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি কোনও সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন বঙ্গীয় যুবক, উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থিত উক্ত সাধু-চরিত সিদ্ধ-কাম সাধকগণের পার্শ্বে স্থান লাভ করিতে বাসনা করেন, তবে,—উক্ত উন্নত চরিত আজীবন সাধকগণের অনুরূপ সাধনা তাঁহাকে সাধিতে হইবে,—সেই রূপ

উদ্যোগ, সেইরূপ অধ্যবসায়, এবং, সেইরূপ দৃঢ় মনোভিনিবেশের সহিত সাধনা করিয়া, তাঁহাদিগের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।

জাতীয় পূর্ব্ব-মহত্বের স্মৃতি, পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি, পূর্ব্ব-মনুষ্যত্বের স্মৃতি, বাঙ্গালী কি এক অভিনব কুহকে পড়িয়া বিস্মৃত হইয়াছিল! এই সেই বঙ্গ-ভূমি, যথায় একদা মিলনের মহান্ সঙ্গীতে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল;—যেখান হইতে বাঙ্গালী কর্ম্মবীরগণ বঙ্গীয় নৌ-বাহিনী সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সফেন সুনীল তরঙ্গ-ভঙ্গ চূর্ণ করিয়া, একদা ভারত-মহোর্ম্মিমালীর ললাট-মণি, চির-ধন-রত্নপূর্ণ স্বর্ণ-লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছিল,—সিংহলবাসীদিগের বিপুলা বরূথিনীর মদগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া রাজ্য পত্তন করিয়াছিল। শিল্প-কলা-কল্পনার বিলাস-ভূমি এই সেই বঙ্গ-ভূমি, যেখান হইতে বহির্গত হইয়া,— বহুদূরে,—সাগর পারে, নীল উর্ম্মিমালা-বিধৌত-তট যবদ্বীপের শ্যামল বক্ষে, বাঙ্গালী বীরদল,—রাজ্য বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল,—বঙ্গীয় সভ্যতা, বঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-কলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সেই বঙ্গ-ভূমি, যাহার সপ্তগ্রাম-বন্দর ও চট্টগ্রামের পোতাশ্রয় হইতে বিশালকায় অর্ণবযান,—শ্যাম-ব্রহ্মদেশ, মালয় ও চীনের কূলে কূলে পণ্য বহন করিয়া জাতীয়-পতাকা তুলিয়া সগৌরবে ফিরিয়াছিল। বঙ্গের ভাস্কর-স্থপতি-শিল্পিগণ, জাপানে—কোচীনে, প্রশান্ত মহোদধির বক্ষোশোভ দ্বীপপুঞ্জে,—সুচারু হর্ম্ম্য, কারুকার্য্যময় তুঙ্গ মন্দিররাজি নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। বাঙ্গলার মছলিনে, স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত পুষ্প-শোভা সংযুক্ত ক্ষৌম বসনে, একদা, রোম-সাম্রাজ্যের ধন-কুবের-বনিতাদিগের সুকুমার অঙ্গ

সুশোভিত হইয়াছিল। এই বঙ্গভূমি,—ধনে ও ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে, এক দিন বিশ্বে বরেণ্য হইয়াছিল। বাঙ্গলার গৌরব স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্মৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন,—নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধর মিথিলা হইতে ন্যায়-শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয় আসিয়া. নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রস্থল করিয়া, বাঙ্গলার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। জানি না, সেই অপূর্ব্বোজ্জ্বল শাস্ত্র মহিমা, কি এক উৎকট্ অভিসম্পাতে, বিকট কালের অট্টহাস্যে পরিণত হইয়াছে!

সে সকল সুষমাশালিনী স্মৃতি, বাঙ্গালি জাতি, বিস্মৃতির অতল সলিলে বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এতদিন জ্ঞানান্বেষণার্থী বাঙ্গালী যুবক-দিগের জ্ঞানান্বেষণে বিদেশ গমনের পথে, কালাপানি কালাপাহাড় রূপে উন্নতির বর্ত্ম রোধ করিয়া রহিয়াছিল। বাঙ্গালী যুবকগণ আপনাদিগকে পঙ্গু ভাবিয়া নির্জীব সাজিয়া এতদিন বসিয়াছিল। এত দিন বাঙ্গালী ভাবিতেছিল,—জাপানীর জীবন, ফরাশীর জীবন, জর্ম্মাণী ও আমেরিকাবাসীদিগের জীবনই ধন্য! সেই সকল জীবনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবপর, তাহাদের জীবনই সার্থক, আর বাঙ্গালী জীবন—নিরর্থক—অসার, মনুষ্যত্ব গঠনোপযোগী উপাদান শূন্য! বাঙ্গালীর জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের বীজনিচয় অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

সত্য বটে,—অমনুষ্যত্ব প্রবর্দ্ধক জুগুপ্সা, পরাহিত চেষ্টা, ও মোহ-কুজ্ঝটিকায়, এবং, প্রভিন্নাঞ্জনরাশি-সন্নিভ জাড্য-দোষান্ধকারে গৌরব-কীরিট-ভূষিতা অমিতৈশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গ-জননীর কনক-গৌর-কান্তি বহুকাল ব্যাপিয়া আবৃত ছিল। সত্য বটে,—তীব্রতরাংশু জ্ঞানাংশুমালীর বিজ্ঞান-কিরণমালা,—বহুদিন,—

বঙ্গের আকাশে বর্ষিত হয় নাই,—জ্ঞানরূপী সুধাংশু বঙ্গের গগনে উদিত হয় নাই,—জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বিকাশী একটি নক্ষত্রও বঙ্গের তমোময় অনঙ্গে ঝিকিমিকি করেনাই;—প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের রত্নসম্ভবা বিভা বিভাসিতা হয় নাই! সত্য বটে, এতদিন, উদ্যম-হীন, যত্ন-হীন অধ্যবসায়-হীন বাঙ্গালী, জড়তার তম-ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল! বাঙ্গালী জাতির জীবন-ক্ষেত্র, সত্যই, ঊষর ভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল!

কিন্তু, আজ, ভরসার কথা বলিবার আছে;—আশার সুবর্ণ রেখা, প্রাচী ভালে—জলদ-পটল-শিরে দেখা দিয়াছে! আজ,—বঙ্গের গৌরব আশুতোষ, দেব-কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, গুরুদাস, কৃষ্ণগোবিন্দ, আমীর আলি, মহেন্দ্রনাথ রায়, আলি ইমাম, ফণীন্দ্র লাল গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহেচ্ছ মনিষ-সম্পন্ন বাঙ্গালী কর্ম্মবীরগণকে সম্মুখে দেখিয়া, বাঙ্গলি-জীবন—অসার, মনুষ্যত্ব-বীজ বপনের অনুপযোগী ক্ষেত্র, এ ধারণা বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকগণের আলস্য-তন্দ্রা তম-ঘোর বিদূরিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ, আজ, ঐ সকল বাঙ্গালী কর্ম্মবীরগণের সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া,—স্বজাতির আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া,—রাজার প্রতাপে গর্ব্বিত হইয়া,— দেশের মঙ্গল হৃদয়ে পোষণ করিয়া,—যন্ত্র-শিল্প ও বিবিধ অর্থকরী কলা-বিদ্যা শিখিতে,—এবং, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে, শ্বেতাঙ্গিনীর প্রিয় নিকেতন, শিল্প-কলার বর্ত্তমান লীলা-ভূমি,—এবং, দশভুজার বাস-ভবন,—জাপান জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, প্রভৃতি গৌরবোন্নত দেশ নিবহের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবং, ঐ সকল দেশের

বিদ্যালয় সমূহ হইতে কত বাঙ্গালী যুবক, চিকিৎসা-বিদ্যা, যন্ত্র-শিল্প ও ললিত কলার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়া, বাঙ্গালীর জাতীয় সম্মান পরিবর্দ্ধন করিয়া, পরস্পরে বাহুতে বাহু বন্ধন করিয়া, জীবন-সংগ্রামে জন্ম-ভূমির গৌরব-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। বঙ্গের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, তাঁহারা, আপনাদিগের জ্ঞান গরিমার পরিচয় দান করিয়া, নবীন বাঙ্গালী যুবকদিগের প্রাণে আশা ও উৎসাহের অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিতেছেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে,—বাঙ্গালী কৌঁসুলী সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ, ইংরাজ জাতির গৌরব স্বরূপ জ্যাক্‌সন্, গার্থ্ প্রভৃতি বুধবৃন্দকে বাক্-যুদ্ধে,—ব্যবহার-শাস্ত্রের কূট-তর্ক-জালে পরাভব করতঃ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন। আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বাঙ্গালী,—ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রগণকে, গণিতের উচ্চতম পরীক্ষায়, পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরাভব করিয়া, র‍্যাংলার হইয়া, শ্বেতদ্বীপের বুধমণ্ডলি প্রদত্ত জয়মালা কণ্ঠে দুলাইয়া, বাঙ্গালী ছাত্রের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎ-কুমার মল্লিক, রাধাগোবিন্দ কর—প্রভৃতি,—ইংলণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া, পীড়ায় কাতর বঙ্গবাসিগণকে নিরাময় করিতেছেন। চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ট আচার্য্য—প্রভৃতি, স্বদেশে স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া, দেশবাসীদিগের রোগ তাপ দূর করিবার জন্য, এবং, চিকিৎসা বিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য, কায়মন সমর্পণ করিয়াছেন। বিলা-

তের কুপার্স হীল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রায় ভারতের তার এবং ডাক বিভাগের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাঙ্গালীর কর্ম্ম-শক্তির সাক্ষ্য দান করিতেছেন। পুতঃস্বভাব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র দে, সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক, সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, যৌবনের প্রারম্ভে, মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনগণকে ছাড়িয়া, ইংলণ্ডে বাস করিয়া, সিবিল-সার্বিস পরীক্ষায় অপরাপর সভ্যতম দেশবাসী সতীর্থ-প্রতিদ্বন্দিগণকে পরাভব করিয়া, গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, শাসন বিভাগে বাঙ্গালীর কার্য্য-কারিণী শক্তির পরিচয় দিয়া, ইংরাজ রাজপুরুষবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ঋষিবর ও নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—কাশ্মীরে, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সংসারচন্দ্র সেন—জয়পুরে, রমেশচন্দ্র দত্ত—বরোদায়, হরিবর মিত্র—ময়ূরভঞ্জের দেশীরাজ্যে সুশাসন, ও, বিচার-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী জাতির শাসন-সামর্থের পরিচয় দান করতঃ, আমাদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। উপরোক্ত বঙ্গীয় কর্ম্ম-বীরগণ প্রমাণ করিয়াছেন, যে,—অবনী-মণ্ডলের অপরাপর উন্নতিশালী সভ্যজাতীদিগের ন্যায়, বাঙ্গালীর পক্ষে, সাধনার দ্বারা উন্নতি ও গৌরব লাভ এবং অর্থার্জ্জন করা অসম্ভব নহে।

কালের অমানুষিক পরিবর্ত্তনে, কার্য্যকর ও উন্নতি-বিধায়ক কর্ম্ম-স্রোত বঙ্গ-সমাজের সকল স্তরেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক দরিদ্র-সন্তান, নিতান্ত নিরাশ্রয়ে, কেবল স্বাবলম্বন গুণে, দেশে বিদেশে গমন করিয়া, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, আপনাদিগের উন্নতি-সৌধ আপনারা নির্ম্মাণ করিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গতঃ বিরুলীয়া গ্রাম নিবাসী দরিদ্র-সন্তান আশুতোষ জানা, অপ্রাপ্ত যৌবনে আমেরিকা গমন করিয়া, যুক্ত-রাজ্যের একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পৃথিবীর নানাদেশ হইতে সমাগত সতীর্থগণকে বিজ্ঞানের প্রতিযোগীতার পরীক্ষায় পরাভব করিয়া, চারি বৎসর কালের জন্য,—বার্ষিক অষ্ট সহস্র মুদ্রা বৃত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি, বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানে গবেষণার দ্বারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার উদ্দেশে,—দুরূহ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কঠিন সাধনায় আপনাকে নিয়োগ করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শিক্ষা-কেন্দ্রের অভিমুখে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা জীবন-সংগ্রামের সহস্র সংঘর্ষণে জয়লাভ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া প্রভঞ্জন বিতাড়িত শাখাচ্যুত পত্রসমূহের মত ছুটিতেছে। বাঙ্গালী-জাতি উন্নতির বর্ত্মে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা, এক্ষণে সকলকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

ভগবানের আদেশে, প্রকৃতি-রাণী, তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারের প্রশস্ত দ্বার সমূহ আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। সহ্যাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিতা ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দির-চত্বরে দণ্ডায়মান হইয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, প্রকৃতি-ভাণ্ডারের উন্মুক্ত দ্বার সমূহ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সকল সন্তানই সেই ভাণ্ডারস্থিত ধন-রত্নের অধিকারী। কেবল কায়িক ও মানসিক শ্রমের ভয়ে, বিক্লব-চিত্ত হইয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, অন্ধ সাজিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকিলে,—সুস্থ শরীরে আপনাকে খঞ্জ ভাবিয়া ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করিতে আলস্য করিলে,—স্বেচ্ছায় ভগবদ্দত্ত ধন-রত্ন ত্যাগ করিতে চাহিলে, বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা কোন দিনই অপসৃত হইবে না। বরং, দিন

দিন অবনতির অন্ধাকরময় গভীর গহ্বরে আমাদিগকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ দেখ, আমাদিগের নয়ন সম্মুখে, আমাদিগেরই প্রতিবাসী জাপানিগণ, ঐ দেখ নব অভ্যুত্থিত যুক্ত-রাজ্যবাসিগণ, বিজ্ঞান-নিঃশ্রেণি আশ্রয়ে উন্নতি-শিখরে—ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দির-চত্বরে আরোহণ করিয়াছেন। প্রকৃতির অতুল ধনে ধনী হইয়া, আমাদিগেরই রাজার জাতি ইংলণ্ডবাসিগণ, আদর্শরূপে, উন্নতির উচ্চতম শিখরে—ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য আমাদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছেন! সময় আসিয়াছে! বঙ্গবাসী যুবকগণ! এস, আমরা অগ্রসর হই!

উপরোক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মবীরগণের সাধনা সিদ্ধ হইতে দেখিয়া, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনেকেরই আলস্য-তন্দ্রা তিরোহিত হইয়াছে,—অনেকেই উন্নতি-শিখরে পঁহুছিয়াছেন,—অনেকেই অগ্রসর হইতেছেন। আমরা যে সকল মোহগ্রস্ত বঙ্গবাসী,—জড়-পিণ্ডবৎ, সুপ্তোত্থিত নিশ্চেষ্টবৎ, এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছি,—উপরোক্ত সিদ্ধ-সাধক বাঙ্গালী কর্ম্ম-বীরগণের সাফল্যের বিষয় অবগত না হইয়া, আমরা সভ্য জগতের উন্নতিশালী জাতি সকলের সংবাদ না রাখিয়া,—কূপ-মণ্ডুকবৎ, অবনতি-প্রহির অবসাদ-সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া, অহঙ্কারে স্ফীত-বক্ষ হইয়া, স্বর্গ-মন্দাকীর সুখ-ধারায় নিমগ্ন ভাবিয়া, কল্পনা-জনিত সুখের আবেশে মুগ্ধ আছি, আইস, ভ্রাতৃগণ! আমাদিগকেও চলিতে হইবে। বসুন্ধরার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, ঐ শুন! ঘন ঘন কাল-ভেরী বাজিতেছে! আমাদিগের সকলকেই ডাকিতেছে! আমাদিগকেও সাড়া দিতে হইবে। দূরাগত ভেরি-নাদ,—বাঁশরি-সুর-লহরীর মত, বাঙ্গালীর

কর্ণে মোহন তানে প্রবেশ করিতেছে! আমাদিগের সকলকেই, আনন্দ-বিস্ফারিত চক্ষে, উৎসাহোদ্বেলিত বক্ষে, জ্ঞান-গঙ্গোত্রি-স্নাতঃ-প্রাণে, কর্ত্তব্য-পরিচালিতাকম্পিত চরণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে।. সমুদয় বাঙ্গালীকে আবার পুরুষত্ব বিধায়ক কর্ম্মের সাধনায় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতিকে, ভগবানের সম্মুখে, তাঁহারই রঙ্গ-মঞ্চে, ধরণীর সমুদয় সভ্য এবং উন্নতিশালী জাতি সমূহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক গুণাবলীর পরীক্ষা দান করিতে হইবে;— আবার বাঙ্গালী জাতিকে গৌরব-মুকুট শিরে ধারণ করিতে হইবে;—বাঙ্গালীর দয়া-ধর্ম্ম-দাক্ষিণ্য, সার্ব্বজনীন হিত-চেষ্টা, জ্ঞানের অর্জ্জন, দোষসমূহের বর্জ্জন, শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানের বিস্তার; এবং, কালের সদ্ব্যবহারাঙ্কিত আমাদের প্রাচীন গৌরবের বিজয় কেতন-নিচয় সত্যানিলের পবিত্র হিল্লোলে উড্ডীন করিয়া, আবার জগৎবাসীকে আনন্দিত ও সম্বর্দ্ধিত করিতে হইবে। বাঙ্গালী যুবকগণকে কর্ম্মের নিশান দৃঢ়-মুষ্টিতে ধৃত রাখিয়া,—ধর্ম্মের বিষাণ প্রলয়-পয়োধি-গর্জ্জনে নিনদ করিয়া, এখনও যেসকল বাঙ্গালী আলস্যের কোমল শয্যায় শয়িত, তাহাদিগের জাড্য-সঞ্জাত মোহ-তন্দ্রা ভগ্ন করতঃ, উন্নত এবং বিজ্ঞান সম্মত জীবিকার আশ্রয়ে, বাঙ্গলার "অন্ন-চিন্তা চমৎকার" দূর করিবার উদ্দেশে, সাধনার ক্ষেত্রে, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-যোগ সাধনায় সিদ্ধ সাধকবৃন্দের অনুসরণে সাধনায় যোগদান করিতে হইবে।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

জাতীয় লক্ষ্য।

সকল সভ্য জাতিরই এক একটি লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া উন্নতি লাভ করিতে হয়। এ বিশ্বে লক্ষ্য প্রধানতঃ দুইটি। পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎবৃন্দ তাহাদিগের একটিকে বিষয়-মূলক, এবং অপরটিকে ধর্ম্মমূলক নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্য-ঋষিগণ সেই দুইটির প্রথমটীকে পরা, এবং, দ্বিতীয়টিকে অপরা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীকজাতি, বিষয়-মূলক লক্ষ্যের অনুসরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গের পরিপুষ্টি বিধান করিতে করিতে, উন্নতি শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু, তাহার জাতীয় সকল স্তর শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয় নাই। সে জন্য গ্রীক-জাতির অবনতি ঘটিয়াছিল।

বিষয়-মূলক লক্ষ্যের অন্তর্গত,—বীরত্বে, গর্ব্বে, জ্ঞানে, ধনে, অদ্বিতীয় রোম, উন্নতি লাভ করিয়াছিল,—উন্নতি-শিখরের অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—সাম্রাজ্যের পরিণাহ লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু, সে জাতিরও শিরোদেশ মাত্র জ্ঞানের শক্তি-বারিতে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল। তাহার পেলবাঙ্গসমূহের শিরা ধমনিতে সে শক্তিধারা প্রবাহিত হয় নাই। সেই বিশাল সাম্রাজ্য যখন কম্পান্বিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার

মস্তিষ্ক শ্রান্ত,—তন্দ্রাচ্ছন্ন, দেহ আলস্য ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। যখন পর-পদাঘাতে সেই বীর্য্য-সিতোপল-বিগঠিত অভ্র-ভেদী উন্নতি-সৌধ বিচূর্ণিত হইয়া গেল, তাহারও বহুকাল পরে তন্দ্রা ছুটিল,—আলস্য তিরোহিত হইল। তারপর ধীরে ধীরে আবার রোম উঠিতেছে,—সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে জ্ঞানবারি সিঞ্চনে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এত বড় যে মুসলমান জাতি,—অত বড় হইয়াছিল, কি করিয়া? উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত—এক—ধর্ম্ম প্রচারকে লক্ষ্য করিয়া,—এক-প্রাণতার মহোৎসবে সমবেত হইয়া, কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রসারণ করিতে করিতে, সে জাতি অত উন্নতি লাভ করিয়াছিল।—কিন্তু, শিক্ষালোকের অভাবে, সঞ্চিত অন্তর-মালিন্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় নাই; সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইবার অবকাশ লাভ করিতে পারে নাই;—সে কারণে প্রধূমিত অন্তর্বিপ্লব ভস্মাচ্ছাদিত ছিল মাত্র, কখনও নির্ব্বাণ লাভ করে নাই। সেই জন্য অত বড় জাতি ধ্বংশের মুখে অত সহজেই অগ্রসর হইয়াছিল! কিন্তু, সুখের কথা, শিক্ষার-সুবর্ণালোক তাহার সর্ব্ব স্তরে দেখা দিয়াছে।

আর, সাগরে,—শিখরে, অরণ্যে-কান্তারে, ভূধর-গহ্বরে, খনির তিমিরে, নদে-হ্রদে দৃশ্যমান বিশ্ব-ব্যাপী বৃটিশ জাতি? যে পিশিতাশী জাতির প্রত্যেক জিঘৎসু মানব, এক দিন—সে বেশী দিনের কথা নয়,—কয়েক শতাব্দী মাত্র পূর্ব্বে, বৃক্ষত্বকে ও পশু চর্ম্মে অঙ্গ আবৃত করিয়া, পৃষ্ঠে তূণ, ধনুর্ব্বাণ করে, বনে বনে বিচরণ করিয়া, মৃগাজীব-জীবিকা গ্রহণ করিত; বিবিধ-শ্বাপদ-বনচর-সেবিত আরণ্য-জীবনকেই শ্রেয়ঃকল্প জ্ঞান করিত,—ক্ষুদ্র নর্ম্মানের লাঞ্ছনা, ক্ষুদ্রতম জাতি ডেনের তাড়নায় অধীর হইয়া

পড়িত ;—যুক্ত-করে, কাতর ক্রন্দনে, বীরোত্তম রোমের আশ্রয় যাচ্ঞা করিত ; সে জাতি আজ সাগরাম্বরা ধরার পৃষ্ঠে সর্ব্বোত্তম উন্নতি লাভ করিল কি উপায়ে ? সমগ্র জাতি বুভুক্ষার তাড়নায় এক-প্রাণ হইয়া, বাণিজ্যকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছে বলিয়া। উচ্চ হইতে নীচ, বড় হইতে ক্ষুদ্র, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত যেন একটি মাত্র হৃদয় লইয়া,—বাণিজ্যের সম্প্রসারণে,—ধনার্জ্জনে ব্যাপৃত। কিন্তু, এ সংসারে, এ পর্য্যন্ত অনেক জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে। আবার তাহাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে ;—অনেক জাতি আমাদেরই মত দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে। আর এ জাতির যেন উন্নতির সীমা নাই ! যেন এ জাতির ধনার্জ্জন স্পৃহা,—বাণিজ্যের প্রসারণ, সর্ব্বংসহা মেদিনীর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়াও স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে না ! এই অকুণ্ঠ জাতি এত শ্রমেও কখন পরিক্লান্ত হইবে বোধ হইতেছে না ! এ কি এ প্রহেলিকা !

উত্তর,—এ জাতির প্রত্যেক মানব, যেন, জীবন পণ রাখিয়া বিশ্ব-ব্যাপী বাণিজ্য সম্প্রসারণে নিয়োজিত। বিশ্ব-ব্যাপী রাজ্য বিস্তারেও তাহার জননী জন্ম-ভূমিতে জাতীয় প্রাণ রক্ষিত হইবে না। বাণিজ্য-সম্পদে এ জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ ভিন্ন, প্রত্যেক বৃটন-সন্তান বুঝিতেছে, প্রত্যেকের জীবন রক্ষার উপায় নাই। সেই জন্য, আজ, ধরা-ব্যাপী প্রত্যেক নদ-নদীর, প্রত্যেক সাগর-উপসাগরের নীলিম বারিরাশি বৃটিশ-পোত-চক্রে বিক্ষুব্ধ হইয়া, শ্বেত ফেনপুঞ্জ উদ্গীর্ণ করিতেছে ! পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে ধনাহরণ না করিতে পারিলে,—বিবিধ খাদ্য দ্রব্যে এবং শিল্পজাত দ্রব্য নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণে অর্ণব-পোত-মালা পূর্ণ

করিয়া গ্রেট-বৃটনের বন্দর-নিচয়ে আনয়ন করিতে না পারিলে, বাষ্প-পরিচালিত শত শত শিল্প-যন্ত্র ধূম উদ্গীরণ বন্ধ করিবে, শত সহস্র শ্রম-জীবী আলস্যের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, প্রত্যেক বৃটন-সন্তান ক্ষুধার অনলে দেহ আহুতি প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। সে জন্য জননী বৃটন-রাজ-লক্ষ্মীর অম্ভোধি-রাণী নাম সংরক্ষণ করে, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা সকল বৃটন-সন্তান সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছে। উদ্যোগ অধ্যবসায় এবং উৎসাহের লহরি-লীলায় সমগ্র গ্রেট-বৃটন যেন সর্ব্বক্ষণ স্পন্দিত হইতেছে! আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পবিত্র আলোক-ধারা তরঙ্গায়িত হইয়া,— জাতীয় জীবনের উন্নতির বর্ত্ম পরিষ্কৃত হইবার পক্ষে, প্রতি মর্ম্মের দোষগুণ প্রদর্শনে সাহায্য দান করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষার গুণেই তাহার জাতীয় জীবন ও জাতীয় উন্নতি অনুক্ষণ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শিক্ষার ফলেই সে জাতি বাণিজ্যকে জীবন-হেতু,—প্রধান লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া, সংসারের সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া, প্রত্যেক মানব, উন্নতির বর্ত্মে, সমগ্র জাতিকে পরিচালন করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন বৃটনের অস্ত্রের ঝন্ঝনা—পশুবল তাহার জাতীয় উন্নতি রক্ষা করিতেছে। তাহা কতকাংশে সত্য হইলেও সে সত্য অপূর্ণ। সেই ঝন্ঝনার অন্তঃস্থলে বৃটনের উন্নতির,—নৈতিক পরাক্রমই প্রকৃত ভিত্তি। এক এক জন অকৃতদার ধুরন্ধর, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, বাণিজ্যের দ্বারা ধনার্জ্জন করিয়া ক্রোড়পতি হইতেছে। যেন আহারে বিহারে শয়নে উপবেশনে তাহার শ্রম অপনোদনের অবকাশ নাই;—যেন সে ধনার্জ্জনই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে! তারপর?—তারপর, মৃত্যুর পূর্ব্বে?

তারপর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণের বহু পূর্ব্বেই, সেই অগণিত ধনরাশি, জাতীয় মঙ্গল সাধনে,—সাধারণ বিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, সাধারণ পাঠাগার, আরোগ্য-নিকেতন প্রভৃতি সংস্থাপনে, অকাতরে,—আনন্দোদ্বেলিত প্রাণে, দান করিতেছে! কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্মীলন ঘটিয়াছে,—মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া, উভয় কর প্রসারণে উভয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে! এ জাতি যদি অবনতি প্রাপ্ত হইবে, তবে, এ কর্ম্ম-ভূমিতে উন্নতি লাভ করিবে কোন জাতি? প্রকৃত শিক্ষার ফল,—নৈতিক পরাক্রম, তাহার জাতীয় উন্নতির ভিত্তি রক্ষা করিতেছে।

সেই সুদূর অতীতে, যখন অন্য জাতির অনুকরণে ভারতের উন্নতি সাধনের উপায় ছিল না,—সেই যুগে, ভারতবাসী আর্য্য-জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল,—ধর্ম্ম-মূলক লক্ষ্য,—আধ্যাত্মিক গোমুখী নিঃসৃত কর্ম্ম-জ্ঞান-মুক্তি-গঙ্গোত্রির ত্রি-ধারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া। জিতেন্দ্রিয় কৃতধী ব্রাহ্মণ, সেই জাতীয় শরীরের উত্তমাঙ্গ। সুচারু রূপে সেই বিরাট জাতীয়-দেহ পরিচালিত হইবার জন্য, নানা বিভাগ সমন্বিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র,—গুণ-কর্ম্ম-বিভাগানুসারে সেই বিরাট দেহের হস্ত-পদ-হৃদয় ও মর্ম্মস্থল। এ গুণ-বিভাগ-বৈষম্য, স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত না থাকিলেও, ধরণীর সর্ব্বত্রে—সর্ব্ব দেশে, এই বসুন্ধরা-ব্যাপী উন্নতির যুগেও সর্ব্ব জাতির মধ্যে অলক্ষ্যে বর্ত্তমান। সে যুগে, ভারতে শিক্ষালোকের বিস্তৃতির অভাবে, সেই ত্রি-ধারায়, সেই বিরাট দেহের সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে সিক্ত হইল না। দূরদর্শী ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছিলেন,—ত্যাগ-ধর্ম্ম, পুণ্য-কর্ম্মের প্রাচুর্য্য ভিন্ন, কোন জাতিই ধরাতলে চিরদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না। শরীরের নিম্নাঙ্গে,—কটি-তটে, এমন কি

পদাঙ্গুলিতে, ক্ষত হইয়া, যখন সে ক্ষত গভীর ও শঠিত হয়, নিশ্চিত মৃত্যু আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তখন, সেই অনিবার্য্য মৃত্যুর করাল স্পর্শ হইতে, বাহু, হৃদয়, অথবা, উত্তমাঙ্গের মধ্যে, কোন অঙ্গেরই পরিত্রাণ নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, কেবল শিক্ষালোকের বিস্তৃতির গুণেই, ত্যাগ-ধর্ম্ম পুণ্য-কর্ম্মের প্রয়োজন সকল বর্ণেরই উপলব্ধি হইতে পারিবে।

তখন, ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাট জাতির সকল অঙ্গের পরিপুষ্টতা বিধান কল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন;—সেই নিম্ন স্তর গুলিকে শিক্ষার আলোক প্রদান করিয়া প্রতি স্তরের প্রতি মর্ম্মে জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইয়া, আত্ম-শক্তির উদ্বোধনে, তাহাদিগকে উন্নীত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। প্রতি গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ প্রতিষ্ঠা করিয়া, পুরাণ পাঠ ও কথকতার মধ্য দিয়া, বেদ-বেদাঙ্গের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য প্রচারের উদ্দেশে বিদ্যাবিনীত বিজিতেন্দ্রিয় শিষ্য-পরম্পরা নিযুক্ত করিলেন।

তারপর, সেই বিশাল ভারতব্যাপী কর্ম্ম-ক্ষেত্র নিচয়ের কেন্দ্রস্থল,—সম্বরভি পুষ্পিত-পাদপ-দল-বিমণ্ডিত, ঘন-বিন্যস্ত শ্যামল-কিশলয়দল-পরিশোভিত, চূত-কলিকা-মকরন্দ-স্পৃষ্টান্ধ মত্ত দ্বিরেফ-সংহতি-গুঞ্জরিত, চারু মল্লিকা-মালতি-যূথীন্দীবর-পরিচুম্বিত-মন্দানিল পরিসেবিত তাপস-নিকুঞ্জ-মধ্যবর্ত্তী সেই ধর্ম্মশীল কল্যাণ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চেষ্টার প্রবল তাড়নে, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত শিক্ষার আলোক-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া, জাতীয় প্রতি স্তরের প্রতি মর্ম্ম-গহনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের বড় সাধের জাতীয় উন্নতির বিরাট হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল। তাঁহাদিগের সে সাধনা সিদ্ধ হইতে দর্শন করিয়া,

আবার তাঁহারা ধ্যান-মগ্ন হইলেন। এক বিশ্বব্যাপী জ্ঞানময় শাশ্বতঃ আত্মার অখণ্ডত্ব ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞান-সিন্ধুর অতল সলিলে আবার সমাধি নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, ঋষিজন-সংসর্গ-জনিত-সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে পরিচালিত জ্ঞানালোক-প্রবাহ,—দুঃখের কথা, ক্রমে, শিষ্য প্রশিষ্যের স্বার্থ-পরতার পঙ্কিল প্রবাহে,—আন্তরিকতার অভাবে, রুদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি সেই বিশ্ব-মঙ্গল প্রয়াসী তাপসবৃন্দ, বিশ্বব্যাপী মানবজাতির হৃদয় বিহারী সেই অনন্ত জ্ঞানময় বাসুদেবের অখণ্ডত্ব পরিচিন্তনের স্বার্থে, প্রাণের সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এক বারও আর স্বজাতির প্রতি, স্বদেশের প্রতি,—স্বর্গাদপিগরীয়সী ভারত-লক্ষ্মীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। এই স্থানেই তাঁহাদিগের স্বার্থ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

ফলে,—জাতির অন্তর্গত সমাজসমূহের স্তরে স্তরে,—সুশিক্ষার কুব্যাখ্যার দোষে,—কলঙ্ক সঞ্চিত হইতে লাগিল। সাধু মহাজন-গণের গবেষণায় নিরাকৃত—কর্ম্ম-ফল—অদৃষ্টবাদ,—আলস্য-পরায়ণ আর্য্য-সন্তানের আশা-মরিচীকায়,—কর্ম্মে অকর্ম্ম-জ্ঞান,—নিষ্ক্রিয়তায়, —আলস্যবাদে পরিণত হইল; জাতীয় জীবন-পরিবাহের তরঙ্গ-ধারা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। মিলনের যে মহান্ সঙ্গীতে,—পবিত্র গীতার ধ্বনিতে, ভারতের দিক্‌দিগন্ত প্রাতসন্ধ্যা মুখরিত হইত, তাহা নিস্তব্ধ হইল। ত্যাগের যে পবিত্র হোম-বহ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি প্রজ্জ্বলিত হইয়া, জাতীয় দুর্ভাগ্যের ঘনীভূত তমোরাশি বিদগ্ধ ও বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সে বহ্নি হবিঃ-সমিৎ অভাবে, শীর্ণ-শিখা প্রাপ্ত হইল। তখন,—সেই দুর্দ্দিনে, ভারতের তমোরাশি দূর করিবার আশয়ে, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস্করাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য

প্রভৃতি মনিষী ঋষিগণ,—পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ,—সেই স্তিমিত-প্রায় ভস্মাচ্ছন্ন হোম-কুণ্ডে কয়েকবার ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন,। হোম-কুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া ভারতজননীর হেমাঙ্গের প্রতি জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু, অনন্ত ক্ষণের অনন্ত সুখ-শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যের তুলনায়—সে ক্ষণসমষ্টি—ক্ষণমাত্র। সে আলোকধারা কিন্তু সেই অতীত গৌরব-বাহিনী—সেই অনন্ত সুখ-শৌর্য্য-সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ-বিলাসিনী ক্ষণস্রোতস্বিনীর তুলনায়—সে ক্ষণ-সমষ্টি—সঙ্কীর্ণ-কায়া ক্ষণ-প্রবাহিণী মাত্র! কেহ বা দেখিল, কেহ বা দেখিল না! তখনও প্রতীচ্যের কালীদাস—সেক্ষপীর, ভবভূতি—মিণ্টন, ভাস্করাচার্য্য—নিউটন, শঙ্করাচার্য্য-লুথার প্রভৃতি ভবিষ্যতের গর্ভে!

তারপর, আবার সেই হোমাগ্নির বিশ্ব-বিজয়িনী শিখা শীর্ণ হইল। ক্রমে—হবিঃ-সমিৎ অভাবে, সেই ভারতব্যাপী জাতীয় যজ্ঞাগ্নি,—প্রকৃতির নিয়মে,—মহাকালের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, গুরুদেব নানক, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ভারতের গগনে মিলনের মহান্ সঙ্গীত-ধ্বনি তুলিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের কামনা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু, ভারত-বক্ষের নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হোম-কুণ্ড আর সন্ধুক্ষিত, হইল না;—আবার পূর্ব্বের মত প্রজ্বলিত হইয়া,—দক্ষিণ-মুখ-গামিনী শিখার দ্বারা পবিত্র ঘৃতাহুতি গ্রহণ করিল না! রুচির পূর্ণ-শশাঙ্কোদয়ে-হাস্যময়ী কোটী তারকা-জ্যোতিঃ-বিভাসিতা সর্ব্বরী-কিঙ্করী যে তপস্বিনী-রাজ্ঞীর ক্ষৌমবাস কৌমুদি-সলিলে প্রক্ষালন করিয়া দিত,—গভীরাসিত পর্য্যন্ত-কিঙ্কর,—গভীর গর্জ্জনে নৃত্যপরা শত শত ময়ূরীর চন্দ্র-কলাপ-মাখা পুচ্ছ নাচাইয়া—প্রাবৃটের শোভা প্রবর্দ্ধন করাইয়া—পর্য্যাপ্ত নীরধারা বর্ষণ করিয়া—যে রাজ-

লক্ষ্মীকে স্নান করাইত,—লাস্য লীলা বিলাসিনী উষা যে রাজ-রাজেশ্বরীর প্রাচী-সীমন্তে বাল-রবি-কর-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-সিন্দূর-রাগ অঙ্কন করিয়া দিত,—অম্বু-ভারাবলম্বিন ঘোর কৃষ্ণাম্বুদনিভ তৈলসিক্ত কবরী হইতে চূর্ণ কুণ্ডলজাল কর কম্পনে অপসরণ করিয়া,—সায়ন্তন সহস্রাংশু—যে ঐশ্বর্য্যশালিনী-দেবি-প্রতিমার তেজঃপুঞ্জ ললাট-ফলকে হিমাদ্রি সান্নিধ্যে—সুষীম গগন-পটে বিজয় ভূষিষ্ট শক্র-চাপ অঙ্কন করিয়া সুবঙ্কিম ভ্রূযুগলের সৌন্দর্য্যের তুলনা করিবার জন্য বৃথা চেষ্টিত হইতেন,—ষড় ঋতু যে প্রভাবশালিনী রাণীর লাবণ্যময় তনুর অঙ্গ-রাগ সুসম্পন্ন করিয়া,—বিচিত্র কুসুম-শোভাময় শ্যামল লীলাঞ্চল চঞ্চল সমীরণ সঞ্চালনে প্রকম্পন করিয়া,—বসনে, কেশে, বদনে, উরসে, পুষ্প-পরিমল সিঞ্চন করিয়া,—রাশি রাশি সৌরভ ছড়াইবার জন্য, সাগর-শীকর-শীতল মৃদু পবন হিল্লোলে কখন জাতী যূথী মল্লিকাকে মধুর চুম্বনে প্রীত করিত, কখন বা পয়োধর—গর্জ্জনে—প্রভঞ্জন তাড়নে—উন্নত শির চম্পক ও কদম্বকে পীড়ন করিয়া, আবার বাপ্পী-তটে ছুটিয়া গিয়া, শিলীমুখ সমীরাঞ্চলে তাড়াইয়া,—কুমুদ-কোরক ফুটাইয়া আসিত,—তামরসে হাস্যরেখার অঙ্কন করিত। দেবাত্মা হীমানি-বিজড়িত হিমগিরি হইতে তুঙ্গ শৃঙ্গভেদী শাল্মলী ও কুসুমিত চন্দন-শাখা-শোভাময় সুনীল নীলগিরি পর্য্যন্ত নগদল ও ক্ষৌণি-তল স্বর্ণ, পান্না, ইন্দ্র-নীল, বৈদূর্য্য প্রভৃতি রাশি রাশি রত্ন উদগীর্ণ করিয়া সেই রাজ-লক্ষ্মীর বরাঙ্গে অলঙ্কার সমষ্টির শোভা বর্দ্ধন করিত,—রত্নাকর প্রবল তরঙ্গ-শিরে প্রচুর রক্ত-প্রবাল বহিয়া আনিয়া,—যাঁহার সুন্দর চরণে অতি সন্তর্পণে,—মঞ্জীর শিঞ্জন করিতে করিতে—অলক্ত-রাগ রঞ্জন—করিয়া শত লক্ষ মুক্তায় কর প্রদান করিয়া ধন্য হইত,—যে তপ-পরায়ণা রাজ্ঞীর রত্নাভরণ

শোভাযুক্ত বাহুযুগলে ও তরলিত বল্লহার বিভূষিত কম্বুগ্রীবোন্নত কণ্ঠে, নির্ব্বাক অটবী সযত্নে রুদ্রাক্ষমাল্য পরাইয়া দিত,—যাহার লীলোদ্যানে অনুক্ষণ কুট্মলিত দ্রুমরাজির অনন্ত শাখায় বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত-কায় বৈতালিকদল আসীন হইয়া, মোহন কাকলী আলাপে —প্রতি সুখের প্রভাতে—সুখ-স্বপ্ন-বিবশা রাজ-লক্ষ্মীকে জাগ্রত করাইত,—অগুরু-সৌরভ-চর্চ্চিত মলয়ানিল চারু লবঙ্গলতা প্রকম্পনে বীজন করিয়া—সন্তানবর্গের মঙ্গল কামনায় তপঃনিরতা জননীর তপস্যা-জনিত শান্তি অপনোদন করিত, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভারত-জননীর নয়ন-পঙ্কজ আজ অশ্রুসিক্ত হইল,—তমোময়ী অবগুণ্ঠিকায় তাঁহার স্বর্ণকান্তি আবৃত হইল। ভারতের সুখের স্মৃতি পর্য্যন্ত সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গেল!

সত্যই, ভারতের সর্ব্বত্র,—সেই সুখময় যুগের অবসানে,—সূচী-ভেদ্য অন্ধকার প্রভাব বিস্তার করিল। সেই আঁধারে,—সুশিক্ষার স্থানে—কু-শিক্ষা স্থান লাভ করিল. ক্রমে, নিত্যব্রতাকম্মস্ ঋষি-বৃন্দ,—কর্ম্ম-ক্ষেত্র-নির্বহের কেন্দ্র-স্থল—পুণ্য-পরিমলময় তাপসারণ্য-সমূহ ত্যাগ করিয়া,—নিরুপদ্রবে ভগবচ্চিন্তার—কামনায় উপদ্রব-শূন্য নির্জন গিরিগুহা নিচয়ে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্ম,—নিরুপায় হইয়া, সেই প্রক্রুত ব্রাহ্মণগণ-নিসেবিত সান্দ্র অরণ্যানী পরিবেষ্টিত গিরি-কন্দরে এবং, পুণ্য-কর্ম্মশালী জাতিসকলের হৃদয়ে আশ্রয় লইলেন। জাতীয় পুণ্য ক্ষীণ হইল। নিস্বার্থতার স্থলে তখন স্বার্থ-পরতা. এক-তার স্থলে অনৈকতা, বীরত্বের স্থলে কাপুরুষতা, হিতের স্থলে বিপরীত, এবং সুবুদ্ধির স্থলে কুবুদ্ধি আসিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবিষ্ট হইল। বিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, আরোগ্যনিকেতন, রাজবর্ত্ম-পার্শ্বে সুশীতল পয়দানে পিপাসার্ত্ত পান্থের প্রাণরক্ষাকল্পে কূপ ও নির্ম্মল

সলিল-খাত এবং সরোবর প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আর আর্য্য-বংশ-ধর-গণকে পুণ্য প্রদানে সমর্থ হইল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী গবেষণা-পরায়ণ উদ্যোগী পুরুষসিংহগণকে সাহায্য দানের প্রয়োজন আর অনুভূত হইল না। স্বার্থ-পরতার জলন্ত নিদর্শন—আশু স্বার্থ-সাধক ও স্বর্গ-প্রাপক ক্রিয়াদির বাহ্যানুষ্ঠান মাত্র সে সকলের স্থান গ্রহণ করিল। উদ্যোগী পুরুষ-লভ্য-ফলের আশায়,—শ্রমের অবিনিময়ে,—বশীকরণ মারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার আলোচনায় ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্রের মধ্যে সন্ধান লইতে লাগিলেন। বীজ-গণিত, জ্যামিতি, পাটীগণিত ও জ্যোতিষের উৎপত্তি স্থান ভারত হইতে আর্য্য বিপশ্চিৎবৃন্দের সেই সুধীম অবদান নিচয় যখন পাশ্চত্য-ভূমে,—গ্রীসে ও রোমে, আলেকজেন্দ্রিয়া এবং পোলায় নীত হইয়া সে সকলের জ্যোতিঃ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের সমুজ্জ্বল পীঠ-স্থানে কাক-চরিত্র ও হনুমান-চরিত্র সগৌরবে প্রাদুর্ভূত হইয়া জন্ম-ভূমিকে ধন্য করিল। বিজ্ঞান, রশায়ন-শাস্ত্র ও রণ-নীতির স্থানে তখন ইন্দ্রজাল মারণ ও উচ্চাটন,—তন্ত্র হইতে ভারত-সন্তানগণকে সুখ দান করিতে লাগিল। চতুর্ব্বর্গময়ী গীতা ও বীরগাথা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরিবর্ত্তে আদি-রসাত্মিকা কবিতা পঠিত হইতে লাগিল। এই প্রাচীন জাতীয়-দেহের অপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। বিধাতার দণ্ড বিতাড়নে ভারতের বিজয়কেতন ও গৌরব-বৈজয়ন্তী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই বৈজ্ঞানিক স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদগণের বড় সাধের হীরা-মণি-মুক্তা-পান্না-খচিত অকৈতব মর্ম্মর-বিগঠিত বিরাট হর্ম্ম্য,—হায় হায়—চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া গেল !!

"এক্ষণে উপায় কি?" এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিরূপ জাতীয় লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে জাতীয়-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এবং তাহার উপায় কি?—তাহা মঙ্গলময় বিধাতা স্বতঃই বিধান করিয়া দিয়াছেন। সাগরাম্বরা বসুন্ধরার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য —বিদ্যা-বিজ্ঞানে অত্যুন্নতপ্রাণ ইংরাজ জাতির সহিত আমাদিগের শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছে,—হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে আরাকান হইতে পশ্চিমে সুলেমান গিরিমালা পর্য্যন্ত আর্য্য অনার্য্য সকল ভারত-সন্তান এক সুবিশাল শান্ত রাজ-ছত্রের আশ্রয়-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে,—সর্ব্বত্র গতায়াতের সুযোগ ঘটিয়াছে,—ভিন্নভাষা-ভাষী হইয়াও সকল ভারত-সন্তানের মধ্যে পরস্পরের মনোভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটিতেছে। ভারতের সেই অবনতি দূর করিবার আর এরূপ সুযোগ কখন ঘটে নাই। এই দুর্লভ সুযোগে ভারতের জাতীয় সৌধ প্রাচীর প্রাচীন এবং প্রতীচীর নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিতে হইবে। কিন্তু, সেই বিরাট জাতীয় অট্টালিকা—গঠিত হইবেনা;—পুনর্গঠিত করিতে হইবে, সুসংস্কৃত করিতে হইবে,—সেই রাশি রাশি ভগ্নস্তূপ সরাইয়া,—ইষ্টক-প্রস্তর-মণি-রত্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া, সেই বিরাট হর্ম্ম্য পুনঃ নির্ম্মাণ করিতে,—সেই যুগের কঠিন উপল খণ্ড ও ইষ্টকনিচয় কর্ত্তন করিতে, এক খানির উপর আর এক খানি সাজাইয়া গাথনি করিতে,—শিক্ষার মত এমন উপযোগী অস্ত্র আর নাই। যেখানে—এই বিশাল ধরণীর যে অংশে যে জাতি ক্লেশের ঘোরান্ধকারময় অবনতি-গ্রহিতে নিমগ্ন, লাঞ্ছনা তাড়নায় নিদারুণ শীতে আর্ত্ত,—সেখানে জানিও, ব্যষ্টি মানবের সুশিক্ষার অভাবে তাহাদিগের সমষ্টির—জাতির দুর্গতির চরম ঘটিয়াছে।

ব্যষ্টির সুখ-দুঃখের ফলে, সমষ্টির সুখদুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, আমি যদি আমার জাতিকে ভালবাসিতে চাই, তবে প্রথমে আমার মাতাকে পিতাকে, পত্নীকে পুত্রকে, সহোদর-সহোদরাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে শিখিতে হইবে। যদি জাতীয় মঙ্গল চাই তবে আমার ঐ সকল আত্মীয়ের মঙ্গল সাধনের জন্ম আমাকে সর্ব্বাগ্রে চেষ্টিত হইতে হইবে। তাঁহাদের দ্বারা আমার হৃদয়স্থ ভালবাসা রূপ প্রবৃত্তিটিকে, মঙ্গল কামনাটিকে পরিবর্দ্ধন করিয়া তবে জাতির প্রতি অর্পণ করিতে হইবে, আরও মনে রাখিতে হইবে তাঁহারা ও আমার জাতির অন্তর্গত। অনেকে,—মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-শূন্ত হইয়াই, আমাদিগের দেশে—বর্ত্তমান যুগে,—জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে অগ্রসর হইতে চাহেন,—ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও অসম্ভব।

পৃথিবীর যে অংশে—যে দেশে যে পরিমাণে সুশিক্ষার বৈদ্যুতিক আলোক-প্রবাহ ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধমান, সেই দেশের জাতীয় দুর্গতির গাঢ়তম অন্ধকারও সেই পরিমাণে সেই আলোক-তরঙ্গাঘাতে উচ্ছিন্ন ও বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে দেশে যত সুশিক্ষার বীজ রোপিত এবং দেশবাসীর প্রযত্নে—শ্রম-বারি সিঞ্চনে অঙ্কুরিত হইতেছে, সে সকল,—ক্রমে, সুখের পাদপে পরিণত হইয়া,—ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা বিসরণ করিয়া—দুঃখ-দাব-দগ্ধ দেশবাসীদিগকে আশ্রয় দান করিয়া,—তাহাদিগের অন্তর-জ্বালা শীতল করিতেছে,—দুর্গতি ও অপসৃতঃ হইতেছে!

সেই জন্ম আমরা সাহসের সহিত বলিতেছি, আমাদিগের দেশে,—বর্ত্তমান যুগে,—যে সকল কর্ম্ম-বীর ভারত-সন্তান ভারতের জাতীয়-সৌধ পুনঃ-সংস্করণ-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে পুণ্য-প্রতাপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মতিলাল শীল,

আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, বর্দ্ধমানাধিপতি, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং বোম্বাই-প্রদেশবাসী গোখলে, টাটা, মহম্মদ ইউসুফ, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহোদয়গণের পবিত্র নাম-মালা ভাবি-কালে—ভারতের জাতীয় সৌধের নির্ম্মাণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর,—তাহার প্রবেশ-মার্গের শিরোভাগে স্বর্ণাক্ষরে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকিবে;—সর্ব্বধ্বংশী কাল সেই পুণ্যপ্রভাব নাম-মালা সাদরে—স্বীয় শিরে—সর্ব্ব কাল সংরক্ষণ করিয়া ধন্য হইবে!



সপ্তম অধ্যায়।

শৈশব-যৌবন-বার্দ্ধক্য।

নীতি-শাস্ত্র-বিশারদ চাণক্যের মতে,—যদি বাল্যে—বিদ্যা যৌবনে—ধন, এবং, প্রৌঢ়কালে—ধর্ম্ম উপার্জ্জিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তির জীবন বৃথা। কৌটিল্যের এই নীতি-বাক্য সত্য-গর্ভ সন্দেহ নাই। কিন্তু, বিদ্যা বাল্য-কালে অর্জ্জিত হইলে, যৌবনে বা প্রৌঢ়ে তাহার পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে না, তাঁহার উপদেশের এরূপ অর্থ নহে। বরং তিনি বলিয়াছেন,—বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত নৃপতির তুলনা হইতে পারে না; নৃপতি কেবল স্বদেশের মধ্যেই পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সম্মান লাভ করেন। বিদ্যা-শিক্ষা শৈশবে আরব্ধ হইয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মহারাষ্ট্র দেশে দিনকর নামে জনৈক অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ-তনয়, শৈশবে মাতৃভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া জীবিকার্জ্জনের আশয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যে গমন করতঃ কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে, কর্ম্ম-প্রার্থীর পারশু ভাষা অবগত থাকা প্রয়োজন। দৃঢ়-সঙ্কল্প দিনকর অনন্যোপায় হইয়া পারশী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তত্রস্থ

রাজ-সরকারে স্বল্প ভৃতিভুক্ মসি-জীবীর কর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। ক্রমে, স্বীয় অনবদ্য চরিত্র গুণে এবং অধ্যবসায়ের ফলে, তিনি হিসাব-রক্ষকের পদে উন্নীত হইলেন।*

কয়েক বৎসর মধ্যে, ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। রাজ্যের মঙ্গল সাধনে প্রকৃতি-প্রিয়-চিকীর্ষ দিনকরের আন্তরিকতার আভাস লক্ষ্য করিয়া গোয়ালিয়র নৃপতি তৎপ্রতি সাতিশয় প্রীত হইলেন। দ্বাত্রিংশৎবর্ষবয়ক্রমে ব্যসন-সমাসঙ্গ-শূন্য দিনকর রাজ্যের প্রধান সচীবের পদে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি দেখিলেন, রাজ-সরকারের সহিত ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি-বাহাদুরের ইংরাজী ভাষায় পত্র ব্যবহার হইয়া থাকে; এবং অনেক সময় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাকে দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। তখন, মহোৎসাহ-সম্পন্ন দিনকর, সেই অতীত যৌবনে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। দিবারাত্র রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া, যখন বিশ্রাম লাভের কাল উপস্থিত হইত, কেবল সেই সময় তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেন। অধ্যবসায় এবং সবিশেষ পরিশ্রমের ফলে, তিনি অল্পকাল মধ্যে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা কহিতে এবং পত্র লিখিতে সমর্থ হইলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, সিপাহী-বিদ্রোহের কালে, যখন কোন কোন অদূরদর্শী সামন্ত-রাজ ভারতের সার্ব্বভৌম প্রভু-শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া অচীরে আপনাদিগের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন সেই সময়ে প্রেক্ষাবান সচীব দিনকর, ভারতের ভবিষ্যৎ যবনিকা অপসারণ করতঃ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনা-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, গোয়ালিয়র নরপতিকে ইংরাজের পক্ষে সাহায্য দান করিতে উপদেশ

দান করিয়া রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁহার সেই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ, তাঁহাকে, বারাণসী জেলার মধ্যে, একটি বহুমূল্যের জায়গীর দান করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার অধীশ্বর গাইকোবাড়ের বিচার কালে ইংরাজ বিচারকগণের সহিত তিন জন দেশীয় ব্যক্তি বিচার-সমিতিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গোয়ালিয়ার এবং জয়পুর নৃপতিদ্বয়ের পার্শ্বে দিনকর রাও স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজা এবং অন্যান্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল বিদ্যা শিক্ষার গুণে তাঁহার প্রতিভা বিকশিতা হইয়াছিল। তাহার ফলে,—জন্ম-ভূমি হইতে দূরে এক অভিনব রাষ্ট্র মধ্যে, প্রাঘুণিক-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্বরূপসদ অধ্যবসায়সম্পন্ন দিনকর গোয়ালিয়র নরেশের পবিশ্রয়ে পর্ষদ্বলগণের শ্রেষ্ঠাসনে প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সার্ব্বভৌম প্রভুশক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজোপাধিতে ভূষিত, অদীন সত্বে পূজাপ্রাপ্ত দিনকর প্রাপ্তপূজা ও আত্মশক্তির উদ্বোধনে প্রভাবান্বিত হইয়া- ছিলেন।

আমাদিগের দেশে যাঁহারা মনে করেন,—যৌবনে বিদ্যা শিক্ষার জন্য যত্ন নিতান্ত বিসদৃশ,—তাঁহাদিগকে, আমরা, বর্ত্তমান কালের —সুন্দরীতরা জননীর সুন্দরীতমা দুহিতা আমাদের ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষাকে যাঁহারা নিত্য নূতন অলঙ্কার দানে ধন্য হইয়াছেন,— তাঁহাদিগের জীবন-চরিত আলোচনা করিতে—অনুরোধ করি। সেই সকল পুণ্য-চরিত মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রধান। তিনি প্রৌঢ় কালে যখন সংস্কৃত স্বারস্বত-মন্দিরের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মাসে মাসে পঞ্চশত মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইতেছিলেন, তখন তিনি দিবসের মধ্য ভাগে

আপনার অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ জনৈক শিক্ষককে লইয়া স্বীয় বিশ্রাম-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করতঃ ইংরাজি-ভাষা শিক্ষা করিতেন। যখন তিনি প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়াম কালেজে পঞ্চাশ মুদ্রা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হইতেই তিনি হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আয়াসসাধ্য সহস্র কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বঙ্গ ভাষায় তৎকৃত কথামালা চরিতাবলী প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থরাজি আমাদের বঙ্গ ভাষার অলঙ্কার পরিবর্দ্ধন করিয়াছে। তাঁহার দ্বারাই ইংরাজী সাহিত্য হইতে ছেদ-চিহ্ন-জ্ঞান বঙ্গ-ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া ইহার সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছে।

ইংরাজী বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে প্রথমে রত্ন নিচয় সংগ্রহ করতঃ বঙ্গ-ভাষা-জননীর অলঙ্কার পরিবর্দ্ধনে বঙ্গবাসীর যে সকল সুসন্তান পরিশ্রম করিয়াছেন, স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। অক্ষয়কুমার বাল্যে ও যৌবনে দরিদ্রতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া,—বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী ভাষায় কৃতিত্ব লাভ করতঃ—সেই বৈদেশীক ভাষাসাগর মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া—সেই ইন্দ্র-নীল-মণি-রাজিত-চরণা সুখদা বঙ্গবাণীর চরণকমলের অলঙ্কারসমষ্টির সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের শ্রম সম্বন্ধে তৎকৃত চারুপাঠ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থনিচয় চিরকাল সাক্ষ্য দান করিবে। সর্ব্ব-ধ্বংশী কাল-স্রোতে আমাদের বঙ্গবাণীর সুসন্তান অক্ষয়কুমারের যশঃশৈল তুঙ্গাচলসদৃশ অচল হইয়া রহিবে।

উত্তমাধম যে কোনও প্রকার শিক্ষার বীজ শিশুর হৃদয়-ক্ষেত্রে

বপন করা যায়, তাহা, বয়োবৃদ্ধি সহকারে অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যৌবন হইতে বৃদ্ধ-দশা পর্য্যন্ত ফল দান করে। একটি অনতিদীর্ঘ শাল্মলীর কাণ্ড-ত্বকে কোন প্রকার চিহ্ন, শস্ত্র-মুখে, দৃঢ়রূপে অঙ্কন করিয়া দিলে, কালক্রমে সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষ যখন মহাদ্রুমে পরিণত হয়, সেই সঙ্গে ইহার ত্বগুপরিস্থ চিহ্নটিও বৃহদায়তন ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

মানব সমাজের অনেক প্রকার মঙ্গল কার্য্য, হিতকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, কৌশি-তত্ত্ব, শিল্প-কলা প্রভৃতির মূল-তত্ত্ব সমূহ, অনেক স্থলে, শৈশব-হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া, বয়োবৃদ্ধি সহকারে,—যৌবনে, বা প্রৌঢ়কালে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক, অথবা শতাব্দীর পরে, বিজ্ঞাননিষ্ঠ অন্যান্য সুধীদিগের দ্বারা, ক্রমিক পর্য্যেষণার ফলে, ক্রমশঃ উন্নত, ক্রমে বিশ্বব্যাপী মানব-মঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

আজ, যে বাষ্পের কার্য্যকরী শক্তির প্রবল সংরম্ভে সাংযাত্রিক-বর্গের পণ্য-সামগ্রী-পূর্ণ অর্ণব-যান সমূহ—ক্ষিপ্র-গামিনী স্রোতোস্বিনীর স্রোতোধারার বৈপরীত্যে বিধূনিত বারি-ভঙ্গ-সঙ্ঘ ভগ্ন করিতে করিতে, এবং, প্রভঞ্জনান্দোলিত ঊর্ম্মি-সঙ্কুল পারিপ্লব যাদঃপতির ভ্রুকুটি-কুটিল কটাক্ষের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে করিতে,—সুবিস্তৃত হ্রদের জীবন-সঞ্চারাভাবে-নিশ্চল জীবন আলোড়ন করিতে করিতে,—নির্ব্বিঘ্নে, স্বল্প কাল মধ্যে, বহুদূরে, বহু জনাকীর্ণ নগরে, বহু পোতাকীর্ণ বন্দরে নীত হইতেছে;—অশ্মসার-সৈন্ধব, শত সহস্র মান। পূর্ণ শকট সমূহ আকর্ষণ করিয়া প্রজকেঙ্গিতে,—অনু-নাসিক হ্রেষা-ধ্বনি করিতে করিতে—জিহ্মগ লৌহ-বর্ত্মের উপর দিয়া,—যে শক্তির আবেগে ধাবিত হইতেছে,—বহু বিস্তৃতা বসুধার বিভিন্ন দিক্‌ সমূহের দূরত্ব যেন কুঞ্চন করিয়া ফেলিতেছে,—অবনীর

ভিন্ন প্রান্তবাসী মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্টতার প্রবর্দ্ধন করিতেছে, —বিশ্ববাসী মানব-জাতি সকলের বিশিষ্ট ইষ্ট-সাধন করিতেছে,—সেই শক্তির মূল-রহস্য শৈশব হৃদয়েই প্রকটিত হইয়াছিল। জননী চা প্রস্তুতের জন্য বারি উষ্ণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের শিশু তনয় ওয়াট, তাহা পান করণ আশয়ে প্রজ্বলিতাগ্নি অধিশ্রয়নীর উপর সংস্থাপিত শরাবাবৃত-মুখ উদক-গর্ভ লৌহ-কুণ্ডের প্রতি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছে। শিশু দর্শন করিল, কি এক অমানবী শক্তির প্রেরণায় ভাণ্ড মুখাবৃত শরাবখানি এক এক বার উৎক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া আবার স্থৈর্য্যতা প্রাপ্ত হইতেছে। বহু শতাব্দী হইতে চা প্রস্তুত হইতেছে। শরাবের উৎক্ষেপণ ও অধঃপতন অনেক বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিই সন্দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু, চিন্তাশীল শিশু ওয়াটের ন্যায় কেহ কখন তাহা প্রেক্ষণ করিয়াছেন কি? কোন্ শক্তির বেগে শরাব উৎক্ষিপ্ত হয়,—তাহা নির্ণয়-কল্পে কেহ কখন সচেষ্ট হইয়াছেন কি? ঐ ক্ষুদ্র শিশুর সেই ক্ষুদ্র ভাবনার ফল তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূরিশঃ পর্য্যবেক্ষণের পর তাহা ভূমণ্ডলস্থ সকল জনপদের সকল জাতির হিতকরী বাষ্প-শক্তির আবিষ্কারে পরিণত হইয়াছিল।

টোরনফোর্ট,—বাল্যকালে,—প্রত্যহ বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে; কখন অরণ্যানি অভ্যন্তরে, সমুরঞ্জি কুসুমিত পাদপচ্ছায়া তলে, কখন বা শাদ্বল শষ্পাস্তরণের উপর পরিভ্রমণ করিতে ভাল বাসিত। পুষ্প-লতা কিশলয়দল সংগ্রহ করিত,—সে সকল গৃহে আনয়ন করিয়া নিরন্তর পরীক্ষা করিত। উদ্ভিদ-বিদ্যার মূল-রহস্যের অঙ্কুর সেই বালক-হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া, ক্রমে, ক্রমে তাহাই পরমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সর্ব্ব দেশের

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে,—সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায়, সেই উদ্ভিদ-বিদ্যা স্থান-লাভ করিয়াছে।

এক অনাঢ্য ব্যক্তি, তাহার কৌমার-যৌবন-সঙ্গমে, স্বাধীনতার লীলা-ভূমি, বিজ্ঞান-বিশারদ বিশ্ব-কর্ম্মাদিগের কর্ম্ম-ক্ষেত্র আমেরিকা-যুক্ত-রাজ্যের কোন এক রেল-ষ্টেসনে সংবাদ-পত্র বিক্রয় করিয়া অতি ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অর্থাভাবে তাহার রীতিমত বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার জননী তাহাকে কথঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছিলেন মাত্র। সেই অপরিচিত দরিদ্র-তনয়, একদা, রেল-ষ্টেসনে সমাচার-পত্র বিক্রয় কালে দেখিল,—দুইটি শিশু লৌহ-বর্ত্মের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে;—সম্মুখে ধাবমান্ রেল-গাড়ীর প্রতি লক্ষ্য নাই। শত শত দর্শক উৎকলিকাকুল-চিত্তে,—স্থির পদে দণ্ডায়মান হইয়া,—"হায়, সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে! শিশু-দ্বয়ের জনক-জননী "কি সর্ব্বনাশ" বলিয়া ভীতি ব্যাকুলিত-নেত্রে তাহাদিগের নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। বিবেচনার সময় নাই;—সেই সংবাদ-পত্র-বিক্রেতা প্রত্যুৎপন্ন-ধী বালক—সংবাদ-পত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া,—দ্রুতপদ-বিক্ষেপে—দীব্যমান শিশু দুইটির সমীপবর্ত্তী হইয়া,—তাহাদিগকে কক্ষ-দ্বয়ে বদ্ধ করিয়া লইয়া আবার নিরাপদ স্থানে পহুঁছিল। শিশু-দ্বয়ের পিতা সেই ষ্টেসনের প্রধান কর্ম্মচারী। সেই দিন,—সেই মুহূর্ত্তে,—তিনি ও অন্যান্য সকলে সেই সংবাদ-পত্র-বিক্রেতার বুদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। সে, সেই দিন হইতে, অবকাশ কালে—চিত্ত-বিনোদনাশয়ে—তারে সংবাদ প্রেরণের কৌশল সন্দর্শন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তড়িৎ-যন্ত্রাগারে প্রবেশ করিত। প্রধান কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সকলে তাহার উপর সন্তুষ্ট

থাকায়, কেহই তাহার তথায় উপস্থিতির জন্য বিরক্ত হইত না। এবং বালকটি—কৌতূহল-পরবশ হইয়া,—তাড়িতের ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে, কর্ম্মচারীরা সন্তোষের সহিত তাহার বুভুৎসা পরিতৃপ্ত করিতেন। ক্রমে সেই বিষয়ে তাহার অনুসন্ধানের আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে,—সেই বালক যৌবনে পদার্পণ করিলে,—তৎসম্পর্কিত পুস্তকাদি আহরণ করিয়া কর্ম্মচারীদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহার জীবিকার উপায়,—সংবাদ-পত্র বিক্রয় স্বয় হইয়া আসিল। কুটীরে তাহার জননীর ও তাহার এক এক দিবস উপবাসে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

বিলয় ভূয়িষ্ঠা তড়িৎ-সুন্দরী,—চির দিন মানবী-শক্তির বাহিরে—দৈব-রাজ্যের অধিকারে ছিল। ক্রমে সে,—সংবাদ-প্রেরণ-কার্য্যে মানবের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে,—এক্ষণে,—এল্‌ভা এডিসনের হৃদয়-নিহিত অনন্তা শক্তির পরিস্ফুরণে, সংবাদ-পত্র-বিক্রেতা অনাঢ্য-তনয় এডিসনের প্রতিভার কঠোর শাসনে,—আঢ্যজন-অধ্যুষিত ধবল মর্ম্মর-প্রাসাদে,—সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে,—অন্তঃপুর-চারিণী, অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গ-ললনার কম কণ্ঠের মধুময় সঙ্গীত-তরঙ্গ, সভ্যতার লীলা-ক্ষেত্র ফ্রান্সে,—জার্ম্মাণীতে,—ইংলণ্ডে,—আমেরিকায়—পৃথিবীর সকল জাতির কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিতেছে;—বসৌকসারা কলিকাতার সুধা ধবলিত প্রতি হর্ম্ম্যে,—চঞ্চলা চপলা-সুন্দরীর সমুজ্জ্বলা কান্তি—সৌন্দর্য্যশালিনী বঙ্গ-কুল-ললনার পঙ্কজাননে প্রতিফলিত হইয়া—মধুরিমা বিশ্লেষণ করিতেছে;—নৈদাঘ-ক্লান্ত বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের শ্রম-বারি-স্নাতঃ দেহ-যষ্টি ব্যজন করিয়া—পরিচারিকার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে;—উন্নতিশালী জার্ম্মাণ-বেলজিয়ান, ফরাশি-ইতালিয়ান, তুর্ক-আর্ম্মেনীয়ান সাধু

কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম-ক্লান্ত-তনু বীজন করিয়া আবার তাহা কর্ম্মোপযোগী করিতেছে। দেব-বালা সরল-হৃদয়া তড়িৎ-সুন্দরী, আপনার অনন্ত শক্তির প্রস্ফুরণে, পার্শি ও মুশলমান, হিন্দু, ও খৃষ্টানকে,—জাতি নির্ব্বিশেষে,—একই যানে বহন করিয়া,—কলিকাতার রাজবর্ত্মে ঘুরিয়া ফিরিয়া—প্রত্যেকের অভীপ্সিত স্থানে,—দ্বার সন্নিধানে—অবতরণ করাইতেছে। ক্ষিপ্র গামিনী সৌদামিনী,—ভারতের শত সহস্র নগরীতে—নাগরিকবর্গের বার্ত্তা বহন করিয়া ছুটিতেছে। সেই তাড়িতের প্রবর্দ্ধমানা কর্ম্ম-শক্তি,—যুবক এডিসনের প্রতিভার গুণে—নিত্য নূতন বর্ত্মে প্রবাহিত হইতেছে।

শিশুরা,—বিদ্যা শিক্ষার সূচনা মাত্রে,—অথচ, দুই চারি বৎসরের মধ্যে,—প্রখরা স্মৃতি বা বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, তাহাদিগের অবিভাবকগণ তাহাদের ভাবী উন্নতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। হয়ত, কেহ কেহ বালকের স্মৃতি-শক্তি পরিবর্দ্ধন করিবার আশায়,—মধ্যে, মধ্যে,—ক্রোধান্ধ চিত্তে নির্দ্দয় রূপে, বালকের পৃষ্ঠে কশাঘাত অথবা তাহাকেতাড়না করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত দোষাবহ। জনৈক ইউরোপীয় পশু-চিকিৎসক তাঁহার বহু দর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহার এক স্থানে, তিনি, অশ্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, লিখিয়াছেন "শ্রেষ্ঠ জাতীয় তুরঙ্গকে যদি কশাঘাত বা তাড়না করা যায়, তবে, তাহার হৃদস্পন্দন বর্দ্ধিত হয় ও তুরঙ্গমটি পীড়িত হইয়া থাকে।" যদি ঘোটকের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটে, তবে, এই বিশ্ব মাঝে অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের পক্ষে,—বাল্যকালে, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং হৃদযন্ত্র পূর্ণতা ও পরিপুষ্টতা লাভের পূর্ব্বেই,—সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক গুরুতর দণ্ড ভোগ করিলে, সে সকল

যন্ত্র পীড়িত এবং সঙ্কুচিত হইতে পারে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি!—তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতি, উদ্যম ও অধ্যবসায় বিমর্দ্দিত ও চমকিত হইবে, তাহাতে আর অসম্ভাবনা কি? তাহার ফলে,—বহুকালের জন্য—সেই বালকের উন্নতির বর্ত্ম রুদ্ধ হইতে পারে,—তাহার দেহ ও মনের পরিবর্দ্ধন স্থগিত হইতে পারে—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বালক,—যৌবনেপদার্পণ করিয়া,—কুল-প্রদীপ অথবা কুল-পাংশুল হইবে,—স্বাধীন জীবিকা আশ্রয় করতঃ স্বপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া—বুভুক্ষু দীন জনের অন্নদানে পরিতৃপ্তি সাধন করিবে, অথবা, সন্ধি-জাবক কর্ম্মণ্যভুক হইয়া কায়-ক্লেশে পরিবার প্রতিপালনেই দিবস যামিনী অতিবাহিত করিবে, কিম্বা, কর্ম্মন্দিন-বৃত্তি আশ্রয় করতঃ দ্রবিনের দায়স্থ হইবে,—তাহা,—তাহার বাল্যকালে তৎপ্রতি গুরু-জনের আচরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাঙ্গালী সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়, ইংলণ্ডের ভক্তিভাজন উদার চরিত আর্ণল্ডের ন্যায় আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন উত্তর-পাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন, সেই বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর জনৈক শিক্ষক একটি সুকুমার শিশুকে অযথা পরিমানে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। আঘাত-জর্জ্জরিত শিশুর আর্ত্তনাদ শ্রবনে—প্রধান শিক্ষক মহাশয়,—তাহার নিকট উপনীত হইয়া, মধুর বচনে তাহাকে শান্তনা করিতে লাগিলেন। তাহার সুকুমার অঙ্গে ক্ষত-স্যন্দিনী শোণিত-ধারা যখন তিনি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রু-সিক্ত হইল। তিনি বাষ্প-গদ-গদ-কণ্ঠে সেই শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কোন্ প্রাণে এই শিশুর সুকুমার

অঙ্গে একরূপ ... নির্দ্দয় ভাবে বেত্রাঘাত করিলেন? আপনি কি অবগত নহেন, যে, এই বিদ্যালয়ের এক একটি বালক এক একটি বংশধর। যাহাতে পিতার কুল-প্রদীপ হইতে পারে, তাহার উপায়-বিধান-কল্পে প্রত্যেক বালক আমাদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে”॥

ভাস্কর-যেরূপ, একটি অপরিচ্ছন্ন প্রশস্ত মর্ম্মর কর্ত্তন করিয়া, স্বীয় কল্পনা বলে,—হস্তস্থিত অস্ত্র-চালনা কৌশলে,—শিল্প-চাতুর্য্যে নয়ন-রঞ্জিনী দেবী-মূর্ত্তি, অথবা, বীভৎস-দর্শনা বিকট-দশনা রাক্ষসী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেই নির্ম্মাণ কার্য্যে—সিতাসিত উপল খণ্ডের দোষগুণ—মূর্ত্তিটির পরিপাট্যতা বিকাশকল্পে কথঞ্চিৎ সাহায্য দান, অথবা, অন্তরায় সাধন করে বটে, কিন্তু, অকুণ্ঠ ভাস্করের মর্ম্ম-স্পর্শিণী বাসনা ও দক্ষতার উপর অধিকাংশ নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাল্যকালে, স্বভাবের বশে, সুকুমার বালকের হৃদয় অনুকরণ প্রিয়। সেই সময় মাতা পিতা গুরুজন, যদি, ক্রোধ-পর্য্যাকুল-লোচন হইয়া, বালককে পীড়া দান করা দূরের কথা, তাহার সম্মুখে দাস-দাসীকে পর্য্যন্ত অকথ্য ভাষায় তাড়না করেন, তবে, তাহাও, অজ্ঞাতসারে শিশু-হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় করিবার পক্ষে সহায়তা করে।

মনুষ্যের স্থান—ভগবান কর্ত্তৃক—পশু-জগৎ ও দেব-জগতের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, মানব যে গরিষ্ঠ গুণাবলীর গুণে এই বিপুলা উদধি-মেখলার সকল প্রকার পশুর শীর্ষদেশে স্থান-লাভ করিয়াছে,—যে গরীয়স্ গুণ-সমষ্টির জন্য সর্ব্বজীব হইতে তাহার পার্থক্য নির্ণীত হইয়াছে,--সন্তানকে ভাবী জীবনে সেই সকল মহত্তর গুণে গুণশালী করিবার জন্য, মাতাপিতাকে—বালকের সম্মুখে,—দেবতার আসন সর্ব্বক্ষণ অধিকার করিয়া থাকিতে হইবে। মিষ্ট-

বাক্যে, কারুণ্যরসাভি সিঞ্চনে,—শিশুর কোমল হৃদয় অধিকতর কোমল করিয়া,—তাহা ক্রমে দেবত্বে পরিণত করিতে হইবে। শৈশব-কৌমার-সঙ্গমেই তাহাকে কুসঙ্গের দোষ বুঝাইয়া—সৎসঙ্গ নির্ব্বাচন করিয়া দিতে হইবে,—তাহার সঙ্গীদিগের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মিথ্যা বাক্য ও অসদাচরণের প্রতি বীতরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে,—তপঃ শিখাইতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক তপঃ-সাধনায়—কলিযুগে—উপবাসের পরিবর্ত্তে, জ্ঞান-দাতা আচার্য্য এবং মাতাপিতার সন্তোষ বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর্য্য-সন্তানের পক্ষে যম নিয়ম আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মার প্রসরণ-মার্গ মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ত্যাগই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সাধনে মাৎসর্য্য গুণের সংকোচন এবং, উপ-চিকীর্ষার পরিগ্রহ সম্পাদনের ব্যবস্থা যৌবনোন্মেষের প্রথমেই করিতে হইবে। আত্মত্যাগ অর্থে—স্বীয় স্বার্থত্যাগের দ্বারা পর মঙ্গল সাধনের চেষ্টা। ইহার দ্বারা স্বীয় হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত হইয়া, আত্মার বন্ধন রজ্জু শিথিল করতঃ ইহাকে বিসরণ করে। ত্যাগের বিমলা দর্শের পরিস্ফুরণে—তাহার ভাবী জীবনে—যৌবনে প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে—আত্ম-প্রসাদ লাভ হইবে,—ভোগের বাসনা তিরোহিত হইবে, ধনধান্তের উপার্জ্জনে বাধা জন্মিবে না, প্রাচুর্য্যতায় পতনের কারণ—অহঙ্কার—জন্মিবে না,—অভাবেও ক্লেশানুভূতি হইবে না। লুব্ধ আশা আর মুগ্ধ বাসনা, তাহাকে,—ভাবী জীবনে সন্ত্রস্ত করিতে পারিবে না। তাহার ফলে, ভাবী জীবনে,—যৌবনে—পদার্পণ করিয়া সেই সন্তান-জনক—জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে;—আজীবন তাঁহাদিগের সেবা করিয়া,—সাধারণের মঙ্গল সাধিয়া,—মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে কৃতার্থ হইবে—বংশের গৌরব বর্দ্ধন

করিবে,—মাতা পিতার মুখোজ্জ্বল করিবে সন্দেহ নাই।

শিশুকে তিরস্কার করিবার যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে তাহা অবশ্য করিতে হইবে,—কিন্তু, যত মৃদুভাবে তাহা সম্ভব হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। গুরুজন, রোষ-কষায়িত-লোচনে স্ফুলিঙ্গ লেহন করিতে করিতে, বালককে তাড়না করিলে তাহার ফল শুভ হয় না। ক্রোধবশে আত্মহারা হইয়া, অভিভাবককে কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়,—তাড়নার সময়ে, উপদেশের কথা তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হয়। বালককে অবমর্ষ-পরিশূন্য-চিত্তে আবশ্যক মত শাসন করিতে হইবে,—নিশ্চয়; কিন্তু, কর্ত্তব্যের পন্থা সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন করিয়া দিতে হইবে। অন্তরে, ক্রোধের লেশ উদিত হইবা মাত্র, শাসন-কার্য্য সেই মুহূর্ত্তে স্থগিত হওয়া বিধেয়।

বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক—বালককে অন্যায় রূপে দণ্ড দিয়াছেন, এইরূপ বাক্য বালক বা তাহার সতীর্থের নিকট শ্রবণ করিলে,তাহার অভিভাবককে তৎক্ষণাৎ সে কথা চিত্ত হইতে অপসৃত: করিতে হইবে। বালককে তখন এরূপ উপদেশ দান করা প্রয়োজন,—যাহাতে—সে আর কখনও শিক্ষকের অনভিপ্রেত কার্য্য না করে;—যাহাতে সে—স্বীয় উন্নত চরিত্র এবং মার্জ্জিত কার্য্য-প্রণালীর গুণে অন্যান্য ছাত্রবর্গ অপেক্ষা,—শিক্ষক মহাশয়ের নিকট শ্রেষ্ঠ ছাত্র রূপে পরিগণিত হইতে পারে। হর্ম্ম্যপলিবে মর্ম্মরোৎকীর্ণ শাল ভঞ্জিকার ন্যায় বালকের মর্ম্ম-স্থলে এরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে, যেন-পাঠ্য জীবনে—সে কখনও তাহা উন্মূলন করিতে না পারে। তাহাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে হইবে, যে, জনক-জননী তাহাকে জীবন দান করিয়াছেন,—অন্ন বস্ত্রদানে তাহার শারীরিক অভাব দূর করিতেছেন,—আর, শিক্ষক মহাশয়গণ —এই মর্ত্তধামে—তাহার

উপচীয়মান জীবনকে সাফল্য লাভের উপযোগী করিতেছেন,—জ্ঞান-দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য,— সংসারে বিসর্পিত ও বিভিন্ন সরণির উন্নতানত, কঙ্কর ও কণ্টকময় বিপদাচ্ছন্ন স্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি দান করিতেছেন,—জীবনকে উন্নতির শিখরে উত্তোলন করিবার উপযোগী করিয়া দিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার বালার্ক-কর-প্রতিভাত এই আনন্দের দিনে—যেন একটি দুঃখের কৃষ্ণ-মেঘ আমাদিগের আশার গগন বিমলিন করিতেছে। সেটা শিক্ষক ও অধ্যক্ষ মহাশয়গণের প্রতি বালক ও যুবক ছাত্রগণের মর্ম্মোদ্ভূতা শ্রদ্ধার অভাব। প্রাচীর সেই দেব-স্বভাব-সুলভ কোমলতার স্থানে,—মধুরিমাময় বিনয়ের স্থানে,—প্রতীচীর পরুষতা,—অহঙ্কার-দুষ্ট কঠোরতা—আমাদিগের ছাত্রবৃন্দের হৃদয়ে স্থান লাভ করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এই খানে আমাদের দেশের অতীত যুগের একটি অন্ধ-বিশ্বাসের স্মৃতি মনে পড়ে!—হউক তাহা অন্ধ-বিশ্বাস, তথাপি যেন তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই অতীত যুগে এক স্থানে জন্মদাতা জনক ও জ্ঞানদাতা আচার্য্য উপস্থিত থাকিলে, বিদ্যা-বিনীত বালক বা যুবক ছাত্রকে অষ্টাঙ্গ ভূমিতে লুটাইয়া প্রথমে শিক্ষা গুরুকে পরে পিতাকে প্রণাম করিতে হইত। এই জন্য সাধ হয় মনে,—বর্ত্তমান কালোপযোগী পাশ্চাত্য-প্রভাব-দ্যোতক শিক্ষা-প্রণালীকে দেশ ও পাত্রোপযোগী করিয়া লইতে,—প্রাচ্যের,—প্রাচীন ভারতের গুরু-ভক্তি ও আশ্রম-প্রণালী-সম্মত-শিক্ষার সহিত সম্মিলন করিতে,—মণি-কাঞ্চনের সংযোগ সাধন করিতে।

শিক্ষক মহাশয়ের সমীপে, অভিভাবককে স্বীয় বালকের

সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে, বক্তব্য বিষয় গুরুজন কর্ত্তৃক অতি সম্মান সহকারে—সবিনয়ে নিবেদিত হওয়া প্রার্থনীয়। অনেক প্রতীপদর্শী গুরুজন—স্নেহ-বশে—এই প্রণালীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদিগের বালকগণের ভাবী-জীবন বিষাদ-কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়াছেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গৃহে, শিক্ষাদাতা-জনক, বা অন্য গুরুজন, বালক-হৃদয়ে স্বীয় উন্নত চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে, হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইলে,—তখন, তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অধিক পরিমাণে ফলদান করে। গণিত-বিদ্যা-পারদর্শী শিক্ষাদাতা অনেক সময়ে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, যে বহু দিবসের—বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে, প্রচুর যত্ন, অধ্যবসায়, এবং, বহুদর্শীতার পরে তিনি গণিত-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন।

বয়োবৃদ্ধির ফলে এবং শারীরিক সামর্থ্যের গুণে,—তাহার প্রাণে প্রচুর বল সঞ্চার হইয়াছে। সেই প্রাণের বলে তিনি কঠিন গণিত-শাস্ত্রের কূট রহস্য-জাল অপসারণে সিদ্ধহস্ত, কঠিন প্রশ্ন তাঁহার নিকট সরল বলিয়া অনুভূত হয়;—না হওয়াই বিচিত্র।

বালক,—স্বভাবের নিয়মে,—শিক্ষা-ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভীতচিত্তে দর্শন করিয়া থাকে। বহুদর্শী শিক্ষক মহাশয়ের মন-প্রাণ-বিমোহন, আনন্দ-ঘন জ্ঞানারণ্যে শিশু-পান্থ দিশাহারা হইয়া পড়ে। অনভ্যস্ত মার্গে অগ্রসর হইতে, প্রতি পদ-বিক্ষেপেই শঙ্কিত হয়;—না হওয়াই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক!

প্রত্যেক নূতন বিষয়ের শিক্ষার আরম্ভে, মিষ্ট কথায়,—অতি কৌশলে, শিক্ষার পথে—বালকের হস্ত ধারণ করিয়া, ধীর পদে, গৃহ'

শিক্ষককে অগ্রসর হইতে হইবে। পারিপার্শ্বিক বস্তু নিচয়ের সহিত তাহাকে—গল্পচ্ছলে—পরিচিত করিতে করিতে,—বালকের কৌতুহল পরিবর্দ্ধিত করিতে করিতে,—তাহার বুভুৎসার পরিতৃপ্তি বিধান করিতে করিতে—তাঁহাকে ধীরে ধীরে চলিতে হইবে। বিদ্যালয়,—বালকদিগের পরস্পরের জ্ঞানার্জ্জনের সম্বন্ধে বল পরীক্ষার,—ধাবন প্রতিযোগিতার,—বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া প্রতিদ্বন্দিতার—বিস্তৃত আগার মাত্র। গৃহস্থের গৃহই শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান। গৃহেই শিক্ষার প্রতি বালকের অনুরাগের সঞ্চার করিতে হইবে। জ্ঞানারণ্যে পরিভ্রমণ কালে, প্রথমে,—বন্ধুর মার্গে—শিক্ষার্থীর পক্ষে পদচ্যুতি না হওয়াই বিস্ময়ের কথা—একথা শিক্ষাদাতা গুরুজন সর্ব্বক্ষণই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। সে পথে প্রতি-পদ-সঞ্চারে—অভিনব মূর্ত্তিনিচয় পরিদর্শনে, প্রথমে, বালকের প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আশঙ্কা জাগিয়া উঠে! প্রাণের ওজস্বিতা নিষ্প্রভ হইয়া যায়! তখন তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে হইবে, আশার কথায়,—বিচিত্র আদর্শে তাহার প্রাণে বল-সঞ্চার করিতে হইবে। ভারত-লক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র প্রফুল্ল চন্দ্রের রসায়নাগারে, অথবা, ভারতের সুসন্তান বিজ্ঞান-বিশারদ জগদীশ চন্দ্রের বিজ্ঞানাগারের সাধিত প্রক্রিয়া অপেক্ষা—বালক-হৃদয়কে দেব-হৃদয়ে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া,—তুলনায় স্বল্প গুরুতর কিনা—তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু, অপরিণত বালক-হৃদয় লইয়া,—তাহাকে কোমল করিয়া—দেবমূর্ত্তিতে পরিণত করা,—মনুষ্যত্বের পরিবর্দ্ধন করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বালক জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে, যখনই কোন স্থানু বা অভিনব দৃশ্য দর্শনে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, তখনই, তাহার হস্তধারণ করতঃ সেই স্থানু বা দৃশ্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া,—

তাহার হস্ত দ্বারা উহাকে স্পর্শ করাইয়া,—তাহার অন্তরের ভীতি দূর করিতে হইবে। সেই ভীতিপ্রদ স্থানের চতুর্দ্দিকের বেষ্টনী,—বালকের হস্ত ধারণ করিয়া পরিক্রম করিতে হইবে। কতক্ষণ ?—যতক্ষণ না শিক্ষার্থীর হৃদয় হইতে শঙ্কা দূরীভূত হয়,—সেই শিক্ষণীয় বিষয় নিতান্ত সহজসাধ্য হয়। একবার সহজসাধ্য হইলে বালক দ্বিগুণ উৎসাহে আনন্দোদ্বেলিত প্রাণে ত্বরিত পদবিক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। শিক্ষার বিষয়গুলির সারল্য সম্পাদনে—সে সকলের সরলতার কথা—বুঝাইয়া দিতে হইবে। ওজোস্বিতার হীনতায়,—বালকের প্রকৃতিগত অনুকরণ-প্রবৃত্তির সাহায্য গ্রহণে,—যাহাতে তাহার ক্লান্ত প্রাণে উৎসাহবহ্নি সন্ধুক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

একদা, জনৈক শিক্ষক কতকগুলি শিশু ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া, অদূরবর্ত্তী এক উচ্চাবচ অদ্রি-তটে—শ্যামায়মান নিসর্গ-শোভা সন্দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। উন্নতানত দ্রোণি-মধ্যে পরিক্রম করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বালার্ক-কর-প্রোদ্ভিন্ন-কান্তি-সমুজ্জ্বল বালকেরা,—প্রত্যাগমন কালে—পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহাদিগের অর্দ্ধ-প্রস্ফুট-কমলানন বিমলিন হইল;—সকলে এক স্থানে বসিয়া পড়িল। সন্নিকটে কোন স্থানে অশ্ব বা গো শকট অথবা কর্ণীরথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষক মহাশয় শিশু ছাত্রদিগের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুদ্ধিমান শিক্ষক মহাশয়, এক অভিনব উপায় গ্রহণ করিয়া তাহার পরীক্ষার জন্য উদ্যোগী হইলেন। পথ-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ হইতে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুভার বিটপি-শাখা ভগ্ন করিয়া প্রত্যেক বালকের হস্তে প্রদান করতঃ—তাহাদিগকে নানাবিধ কৌশলময় বাক্যে

উৎসাহদান করিয়া,—প্রত্যেকের প্রাণে, এক একটি শাখা যেন এক একটি সুন্দর তুরঙ্গম এইরূপ কল্পনা জাগাইয়া তুলিলেন; তার পর বলিলেন—"এই দেখ এটি যেন আমার ঘোড়া। এই আমি চড়িলাম! এই প্রশাখা আমার যেন চাবুক,—এই আমার ঘোড়াকে চাবুক মারিলাম। তোমরা—তোমাদের ঘোড়া ছুটাইয়া—আমাকে ধর দেখি কেমন পার। ঘোড়া, ঘোড়া, হট্ হট্!" শিক্ষক মহাশয়,—হাস্য মুখে, কল্পিত বল্লভে আরোহণ করিয়া দ্রুত-পদ-সঞ্চারে অগ্রসর হইলেন। শ্রান্ত বালকেরা শ্রান্তির কথা একেবারে বিস্মৃত হইল। শ্রান্তি-চিন্তার স্থানে অশ্ব পবিচালনের পরিকল্পনা স্থান গ্রহণ করিল। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে, কল্পনার অশ্ব পরিচালন করিতে,—করিতে,—পরস্পরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে করিতে,—কৌমুদি-দীপ্ত অদ্রি-বর্ত্ম অতিক্রম করতঃ গন্তব্য স্থানে পহুঁছিল।

কোন কোন বালকের শিক্ষাদাতা পিতা, ভ্রাতা, বা গুরুজন,—পাটীগণিত, জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি দুরূহ বিষয় শিক্ষাদান কালে,—তৎপ্রদত্ত উপদেশাবলীর মর্ম্ম, বালক, তাঁহার বাসনানুযায়ী কালের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি বালকের ভাবী উন্নতির সম্বন্ধে আশাশূন্য হইয়া থাকেন। সকলবালকের একই বয়সে প্রখরা বুদ্ধি বা স্মৃতি-শক্তি লাভ হয় না,—হইতেও পারে না। তাহা অনেক পরিমাণে সুস্থ দেহ এবং বহুদিবস ব্যাপী বিদ্যালোচনা ও চেষ্টার পর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতা হইয়াথাকে। এবং,—যথাকালে—শারীরিক যন্ত্রাদির পূর্ণতার সহিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আবার, অনেক স্থলে, অনেক যুবক-শিক্ষার্থীর অকৃত-কার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে, যুবকটি

সহাধ্যায়ীদিগের সহিত, হয়ত, পাটীগণিতের জটিল ভগ্নাংশের দুই চারিটি প্রশ্নের সমাধান করিতেছে; দুই পাঁচটি অঙ্ক সমাধান করিতে দুই চারি বার মুছিতেছে,—দুই চারি বার আবার কষিতেছে, তাহাও আবার লঘু হস্তের ফলে নহে;—আর অধিকাংশ স্থলেই অকৃতকার্য্য হইতেছে। সেখানে সামান্য ভগ্নাংশের সঙ্কলনের মধ্যে,—হয়ত লঘু-করণের মধ্যে পুঞ্জীভূত গলদ রহিয়াছে! জ্যামিতির প্রথম ভাগের বিংশ প্রতিজ্ঞাটি কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ-ফলকের উপর অসম্পূর্ণ অঙ্কন করিয়া, উৎকলিকাকুল-চিত্তে, খড়ি হস্তে, যুবক দণ্ডায়মান আছে। সেখানে—হয়ত—পূর্ব্ববর্ত্তী দুই একটি প্রতিজ্ঞা, দুই দশটি সংজ্ঞা স্মৃতিগত করণে সে অসমর্থ হইয়াছে। শিক্ষার সকল বিষয়েই, কোন না কোন স্থানে, এইরূপ দোষ সমূহ পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। সে সকল দোষ অগ্রে অপসারিত হউক, অথবা ছাত্রটিকে সেই বিষয়ের প্রথম স্থান হইতে শিক্ষাদান কার্য্য আরব্ধ হউক, তাহার পর, সেই ছাত্র—দুই এক মাসের মধ্যে—সতীর্থ-সংহতির সঙ্গে হাস্য মুখে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের শিক্ষা-প্রণালী পাশ্চাত্য দেশ হইতে গৃহীত। আমাদিগের দেশের ছাত্রের পক্ষে সে শিক্ষা বড়ই কঠিন তাহা অনেক শিক্ষকই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানানন্দ-সঙ্গমের ঘাত-প্রতিঘাতোদ্ভূত উচ্ছ্বাস-লহরি লীলা—পাশ্চাত্য-শিক্ষায় দীক্ষিত পরিণত-ধী শিক্ষকের প্রাণে শাশ্বত মাধুরি ধারা ঢালিয়া দেয়। কিন্তু, এই অভিনব পাশ্চাত্য-জ্ঞান-বিবস্বানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রচণ্ড বিজ্ঞান রশ্মি মালায় অবরুদ্ধ-দৃষ্টি শিক্ষার সঙ্কট-বেলায় দণ্ডায়মান অপরিণামদর্শী শিক্ষার্থী—সেই জ্ঞান-সাগর সঙ্গমের উদ্বেল তরঙ্গাবতি সন্দর্শনে,

ভীতি-চকিত-প্রাণে,—কম্পিত চরণে,—প্রথমে প্রতিক্ষণেই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

কৌমার-যৌবন-সঙ্গমে—শিক্ষার্থী যখন সংসার সমরাঙ্গণে প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে,—তৎপূর্ব্বেই তাহাকে সংসার রণ-ক্ষেত্রে যাত্রী হইবার উপযোগী করিয়া দিবার জন্য গুরুজনগণকে বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিতে হইবে। যুবককে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে,—সংসার-ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিচয়ের সহিত সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। সেই জন্য সর্ব্বক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিপদে কোনও মতে মুহ্যমান হইলে চলিবে না। জ্ঞান সত্ত্বে মৌনী, শক্তি সত্ত্বে ক্ষমা, দান করিয়া আত্মশ্লাঘা না করা, প্রয়োজন। আশক্তি-শূন্য হইয়া বিষয় ভোগ করিতে হইবে, লোভহীন হইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে হইবে, ভীতির কারণ উপস্থিত হইলে ভীত না হইয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে, এবং, রুগ্ন ও বিপদার্ত্ত না হইয়াও নিত্য মনুষ্যত্ব বিধায়ক নিয়ম পালন ও ভগবৎ সেবা করিতে হইবে, এবং রন্ধ্রান্বেষণ-দক্ষ বাহ্যাভ্যন্তর স্থিত রিপুদল হইতে, আত্ম-রক্ষার জন্য-সারা জীবন,—বার্দ্ধক্য-দশা,—এমন কি নাসারন্ধ্রের শেষ শ্বাস গ্রহণের সামর্থ পর্য্যন্ত—ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে।





অষ্টম অধ্যায়।

——:০:—

প্রতিভা।

বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে, শিশুরা যদি সংবৎসর মধ্যে, শতাধিক সংকলন ব্যবকলন প্রশ্নের সমাধান করিয়া থাকে,—আর একটি শিশু, সেই শ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই বিষয়ে দুই দশটার অধিক প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারে, তবে সকলে তাহাকে গর্দ্দভ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গর্দ্দভ পদবী প্রাপ্ত শিশুকে—সেইরূপ দশটি প্রশ্ন বুঝাইয়া দেওয়া হউক,—পঞ্চবিংশ প্রশ্নের সমাধান কালে তাহাকে সাহায্য করা হউক,—বৎসরের মধ্যে তাহাকে সেইরূপ দুই শত প্রশ্ন বিনা সাহায্যদানে সমাধান করিতে বাধ্য করা হউক,—তার পর,—দুই তিন বৎসরের মধ্যে, সেই শিশুই প্রতিভাশালী বলিয়া পরিচিত হইবে,—ক্রমে বাৎসরিক পরীক্ষায় স্বশ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের সংখ্যা জগতে অল্প। সত্য কথা। কিন্তু তাঁহাদিগের অবগত থাকা উচিৎ যে,—সে কথাও যেরূপ সত্য, জগতে আজন্ম জড়ভরত, বুদ্ধিহীন 'রাসভ' বাল-

কের সংখ্যাও তদ্রূপ, অথবা তাহা অপেক্ষাও স্বল্প। ভগবানের আজ্ঞায় পশু জগতের উর্দ্ধতম প্রদেশে মানবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর মানব শিশুই—ক্রমে বালক, পরে যুবক ও অবশেষে বৃদ্ধ মানবে পরিণত হইয়া থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় শ্রেণীর বালকের মধ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেধাবী বালকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গুরুজনের যত্নের অভাবে ও শিক্ষার প্রণালীর দোষে, সেই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে, তৃতীয় শ্রেণীর জড়ভরত বা গর্দ্দভ বালকের সংখ্যা পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য প্রেরিত হয়। তাঁহাদিগের যত্নে ও শিক্ষা-প্রণালীর গুণে,—সেই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে—অধিকাংশ বালক অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া প্রথম শ্রেণিস্থ প্রতিভা-সম্পন্ন বালক-বৃন্দের পার্শ্বে স্থান লাভ করে।

'প্রতিভা' জিনিসটা কি? শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বৈজ্ঞানিক উক্তির, আলোচনা না করিয়া, সাধারণে যেরূপ অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। বালকের—ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে সকল বিষয় বুঝিবার যে শক্তি—তাহাই তাহার বুদ্ধি; আর সেই বুদ্ধি,—অধীত বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার ফলে,—তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে, সে যখন অতীত কালের অধীত বিষয় গুলি যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে, তখন, আমরা তাহার প্রখরা স্মৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আর বালকের সেই বুদ্ধিবৃত্তি,—সেই প্রখরা স্মৃতি যখন পাঠ্য বিষয়ের আলোচনায় পুনঃ পুনঃ মার্জ্জিত হইয়া দীপ্তিমতী হয়,—সেই বালকের অনন্য সুলভ প্রতিভার আবেগময় বিকাশ তখনই আমাদিগের নিকট উপলব্ধি হইয়া থাকে। বুদ্ধি নূতন শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে। স্মৃতি

অতীতের আলোচনা করে। আর প্রতিভা সেই গৃহীত শিক্ষা দীক্ষার পুরাতন তথ্যে নিমগ্ন হইয়া,—সে সকল নিজস্ব করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নবীন তথ্য নির্ম্মাণে শক্তি দান করে। তবেই দেখা যাইতেছে, প্রতিভা লাভ করা,—সাধারণ-স্বাস্থ্য-সম্পন্ন-বালকের পক্ষে—অসম্ভব নহে। স্বল্প বুদ্ধিমান্ বালক অথবা যুবক ছাত্রকে, প্রথমে,—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—স্বীয় পাঠ্য বিষয় গুলির প্রতি প্রীতি সংস্থাপন করিতে হইবে। তাহার উপায়—যাহার সহিত অধিক কাল ব্যাপিয়া নিত্য সম্মিলন ঘটে—কোন বিষয়ের আলোচনা হয়, —তাহারই সহিত,—প্রকৃতির নিয়মে—প্রীতি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। তারপর,—প্রত্যহ অধিকক্ষণ প্রীতির সহিত কোন এক বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকিলে, তাহার ফলে—আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহ সহজ সাধ্য হয়। ইহাও প্রকৃতির নিয়ম। পাঠ্য বিষয় গুলি শিক্ষার জন্য অনুরাগ না জন্মিলে শিক্ষার্থীর উপায়ান্তর নাই। নিত্য, যে পাঠ অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া আলোচিত হয়, তাহা পুনরায় আলোচনা করিবার জন্য,—অভ্যাসের ফলে—স্বতঃই অনুরাগ জন্মে, —আগ্রহ হয়। তৎপরে—যখন তাহার মর্ম্ম গৃহীত হয়, তখন পাঠে আনন্দ লাভ হয়। নূতন নূতন তত্ত্বের আলোচনায় প্রাণে আনন্দের প্রবাহ স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তৎপরে, সূচীক যেরূপে আপনার কার্য্যালয়ে উপবিষ্ট থাকিয়া—স্বীয় পাদ বিতাড়নে—এক মনে—শিল্প-যন্ত্র-সংলগ্ন সূচীকে অনুক্ষণ সঞ্চালন করে, যতক্ষণ সীবন কার্য্যটি সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ,—অনুক্ষণ—সীবনী হেলিয়া দুলিয়া,—এদিকে ওদিক না ফিরিয়া, সম্মুখে,—কেবল সম্মুখে —আশ্রিত বস্ত্র মধ্যে নিরন্তর চলিতে থাকে;—বালক বা যুবককে, সেই রূপে, যে পাঠ অভ্যাস করিতে হইবে, যতই গুরুতর হউক না,

যতই দীর্ঘ হউক না, তাহার জন্য চিন্তা নাই,—বিরাগ নাই, কেবল সেই পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া—মনটিকে সূচীটির মত হেলাইয়া দুলাইয়া, সম্মুখে—কেবল সম্মুখে,—যন্ত্রবৎ পাঠ্য বিষয়টির অভ্যন্তর দিয়া পরিচালনা করিতে হইবে। কতক্ষণ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরব্ধ সাধনা সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ!—ততক্ষণ উদরের ক্ষুধা প্রভাব প্রকাশে সমর্থ হইবে না,—সম্মুখে রক্ষিত রসনা-তৃপ্তিকর উষ্ণ ভোজ্য শীতল হইয়া যাইবে,—নিদ্রাদেবী প্রভাব প্রকাশ করিতে আসিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিবেন। সংসারের সুখ দুঃখ আত্মীয় স্বজনের অস্তিত্বের কথা—সেই কালের জন্য—বিস্মৃত হইতে হইবে। ততক্ষণ, সেই পাঠ্য বিষয়টির মধ্যে মনোরূপী সূচী অনুক্ষণ সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিদ্ধ করিতে করিতে—কেবল সম্মুখে অগ্রসর হইবে। কেবল অভ্যাসারম্ভে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেক্ষণে যে মুহূর্ত্তে পূর্ব্বাভ্যাস-বশীভূত বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত চিত্ত পূর্ব্ব বিষয়ের প্রতি ধাবমান্ হইবে, সেইক্ষণে—সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিবর্ত্তন করতঃ পাঠের প্রতি নিয়োগ করিতে হইবে। তারপর সিদ্ধি করতলগত হইবে। এইরূপে, সিদ্ধি—বালকের বুদ্ধির মধ্যে,—প্রতি আশ্রিত বিষয়ের আলোচনায় যখন নিরন্তর আত্ম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, তখন আমরা বলিব—"প্রতিভা"। প্রতিভা একটা আশ্চর্য্য জনক, বা অপ্রাপ্য কিছু নহে। ইহা সকল বালক বা যুবকের পক্ষে সাধনার বলে লাভ করা সম্ভবপর কিন্তু, যিনি, দুরারোহ সহ্যাদ্রি- শিখরে অবস্থিত জ্ঞান- রাজ্যে আরোহণ করিবার জন্য, অদ্রি-তট-সংলগ্ন অধি-রোহণীর সর্ব্ব নিম্ন সোপানে পদার্পণ করিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে না চাহিবেন, তাঁহার পক্ষে সেই শিখরোপরি

অবস্থিত জ্ঞান-রাজ্যে অধিষ্ঠিতা প্রতিভা দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ অসম্ভব!

যে সকল বালক বাল্যকালে বিদ্যালোচনায় যত্ন করে নাই,—প্রতিভা-পরিস্ফুরণের চেষ্টা করে নাই, তাহাদের মধ্যে অনেকে, যৌবনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া—প্রতিভার বিকাশে ধন্য হইয়াছে—এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে—কলিকাতার উপকণ্ঠে—খিদিরপুরে, মাতামহের গৃহে কাশী প্রসাদ ঘোষের জন্ম হয়। বাল্যে শরীরের শীর্ণতা এবং মাতামহের স্নেহাধিক্য বশতঃ তাহার বিদ্যারম্ভ হয় নাই। দ্বাদশ বর্ষে গৃহশিক্ষক, কাশী-প্রসাদকে মাতৃভাষার বর্ণ পরিচয় শিক্ষা দিবার জন্য ছয় মাস চেষ্টা করিয়া, কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইলেন। একদা তাঁহার পিতা, তথায় আগমন করিয়া পুত্রের বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষাগ্রহণ করতঃ, কাশীকে গর্দ্দভ শ্রেণিভুক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। পিতা প্রস্থান করিলে, কাশী প্রসাদ মাতামহের নিকট ক্রন্দন করিয়া কলিকাতার কোনও বিদ্যালয়ে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মাতামহ বুঝাইলেন যে তাঁহার পিতা যথেষ্ট ধনবান; কাশীকে কর্ম্মণ্যভুক হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না। অনেক সাধনার পর মাতামহ, তাঁহার পল্লীস্থ পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কাশী বয়োবৃদ্ধি বশতঃ তথায়--পরিচিত স্বল্প বয়স্ক বালকবৃন্দের সহিত পাঠ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অনেক ক্রন্দনের পর, তাঁহার মাতামহ জামাতাকে বলিয়া কলিকাতার হিন্দু-স্কুলে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। পাঠে আগ্রহ, ও অধিক বয়সের জন্য অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পূর্ণতা বশতঃ, এবং, অধ্যবসায় গুণে—কাশী প্রসাদ—সর্ব্ব নিম্ন

শ্রেণীতে পাঠারম্ভ করিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিচয় দান করিতে করিতে—উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে কাশী প্রসাদ,—"যুবা কবির প্রথমে উদ্যম" নাম্নী একটি কবিতা ইংরাজীতে রচনা করিয়া,—শিক্ষকগণের নিকট প্রশংসা লাভ করিলেন। অষ্ট বৎসর মাত্র শিক্ষার পর, তিনি, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালের ইংরাজী-সাহিত্য-রথী কাপ্তেন রিচার্ডসন্—বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ-কবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে,—কবিতা কুসুম চয়ন করিয়া যে ছুইটিমাল্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে, বাঙ্গালী কাশী প্রসাদের রচিত কয়েকটি ইংরাজী হৃদয়গ্রাহী কবিতা-প্রসূন স্থান লাভ করায় বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

বিশ্ব-বিখ্যাত সেনাপতি ক্রমওয়েল বাল্যে বা যৌবনে,—কখনও অস্ত্র চালনা করিতে শিক্ষা করেন নাই। আবার তিনিই প্রৌঢ় কালে রণ-রঙ্গে যোগদান করিয়া, ক্রমে—অধ্যবসায়ের গুণে—প্রতিভার বিকাশে অন্তঃসুপ্তা শক্তির পরিস্ফুরণে প্রধান সেনাপতির পদ অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা অধিকারে রাখিয়াছিলেন।

এই জন্য বলিতেছিলাম, বালককে প্রথমে বুদ্ধিহীন বলিয়া বোধ হইলেও তাহার উন্নতি সাধক কার্য্যে ক্রমিক চেষ্টায় বিরত হইলে চলিবে না। জনক-জননীর অবিমৃষ্যকারিতার ফল,—অনেক সময়ে,—সন্তানকে ভোগ করিতে হয়। তাঁহারা চাহেন—বালকের উন্নতি। কার্য্যে হয়ত তাহার অবনতি সাধনের অনুকূল কার্য্য-প্রণালী তাঁহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুস্থ-কায় বালক,—

উন্নতির বর্ত্মে স্বভাবের ক্রমে স্বতঃই পরিচালিত হইতে বাধ্য। যে সকল কার্য্য সেই উন্নতির বর্ত্ম রোধ করিতে পারে, তাহা গুরুজনের করা অনুচিত। যে সকল প্রক্রিয়া সেই উন্নতির গতির পরিপাষ্টু সংসাধনকরে,—ক্রমে উন্নতির প্রবাহ বলবান করে তাহাই করণীয়। যখন বালকের পেশী-মজ্জা, শিরা ধমনী, স্নায়ু এবং স্নায়ু কেন্দ্র সমূহ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই,—পাকস্থলী হৃদয় শ্বাস-যন্ত্র যখন প্রচীয়মান প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র,—সেই সময়ে বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য সাধনে—মাতা, পিতা আশার উৎপীড়নে,—তাহাকে নিয়োগ করিলে,—তমোগুণের পরিবর্দ্ধনে জীবের সত্ব ও রজোগুণ যেরূপ রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ,—তাহার উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যায়,—তাহার ধ্বংশের বর্ত্ম পরিস্কৃত হয়। উপরোক্ত যন্ত্রনিচয় অগ্রে পরিপুষ্ট হইলে,—শরীর-তত্ত্ব-বিশারদগণের মতে, তবে মস্তিষ্ক বলবান হয়। প্রকৃতির অনুশাসনে,—সেই কারণে,—প্রৌঢ়জন অপেক্ষা যুবার শরীরসঞ্চালন-ক্রিয়ার অধিক আবশ্যক, সেই জন্য যুবা অধিক চঞ্চল, অতিশয় ক্রীড়া-শীল, অত্যধিক হাস্য-রসপ্রিয়। বালকের শরীর সঞ্চালন-ক্রিয়ার প্রয়োজন আরও অধিক,—সেই জন্য,—বালক আরও চঞ্চল, আরও ক্রীড়া-শীল,—ধাবন-কুর্দ্দন তৎপর। বালকের পক্ষে—শারীরিক ব্যায়াম অগ্রে,—তৎপরে—তাহার মানসিক শ্রম-সাধ্য অধ্যয়ন। দৈনিক, এই দুইটী যাহাতে কালের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া, সুশৃঙ্খলে অনুষ্ঠিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা অভিভাবকের কর্ত্তব্য। বালকবৃন্দের নির্দ্দোষ হাস্যের রোলে, উল্লাস তরঙ্গে প্রতি দিন গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতে থাকিলে জনক-জননীর বিরক্তির পরিবর্ত্তে আনন্দ হওয়া উচিত। বালকদিগের প্রফুল্ল পঙ্কজ

কান্তি সমুজ্জল হাস্য-প্রস্ফুট আনন, হৃদয়ে আনন্দ ও শারীরিক ব্যায়াম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের পরিশ্রম, তুলাদণ্ডে পরিমাণ করার ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা ফল ;—পাকস্থলীর বেদনা, উদরাময়, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, অস্থিরতা, ক্রোধ, দৃষ্টির অপ্রসন্নতা। তাহার পর আরও মানসিক পরিশ্রম করিলে চির রুগ্ন দেহ, অকাল বার্দ্ধক্য ;—শেষ ফল—অকাল মৃত্যু।

শিক্ষার উদ্দেশ্য,—কেবল যে কতকগুলি বাহ্যিক জ্ঞান মানসপটে চিত্রিত করা, স্মৃতিকে অযথা ভারাক্রান্ত করা,—তাহা নহে। সেই জ্ঞানগুলির প্রসরতা সংসাধন, অন্তর হইতে বহির্দ্দেশে তাহাদিগকে শতগুণে বহির্গত করিবার শক্তি লাভ করা, এবং হৃদয়ে শ্রান্তি ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে ভূমানন্দ লাভ করা। শিক্ষা মানুষকে অন্তরে বাহিরে বর্দ্ধিত করে, দোষনিচয় অন্তর হইতে উন্মূলিত করিয়া দেয়, মনুষ্যত্বের সৃষ্টি করে, পুরুষত্বের পরিবর্দ্ধন করে। উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিবার উপযোগিনী শক্তি দান করে।

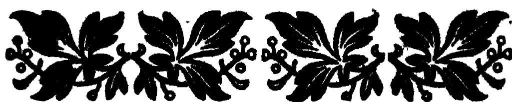
বাল্য-জীবনে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও প্রবলা স্মৃতি অপেক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, অধ্যবসায়, মনোনিবেশ ও গুরুজনের আজ্ঞাপালন এবং ভাবি-জীবনে সংসার সমরাঙ্গণে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার কালে আত্মরক্ষার প্রধান সহায় পবিত্র চরিত্ররূপ সুদৃঢ় সন্নাহে আবৃত হইবার অভ্যাস সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

উপরোক্ত গুণ নিচয়ের ফলে ধরাবাসী কত বালক কত যুবক উন্নতিলাভ করিতেছে। শিক্ষার আলোক প্রবাহ সাধুচিত্ত পাশ্চাত্য বুধ মণ্ডলীর দ্বারা নিত্যনববর্ণাঙ্কুররঞ্জিত হইয়া তাহাদিগের অধ্যবসায়ের ফলে ধরণীর সর্ব্বদেশে আলোক তরঙ্গ প্রেরিত হইতেছে, যে

সকল দেশের নাম কয়েকশতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশ বাসীরা জানিত না, সে সকল দেশের দূর যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, দেশের কত দুঃখ অপসারিত হইতেছে,—দেশবাসীর সুখের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কোথায় নব অভ্যুত্থিত আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শিরোমণি এলভা এডিসন,—আর কোথায়—কত দূরে আমাদের স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমির আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণা-পথে ?' এডিসনের অনুগৃহীতা সৌদামিনী ধনিকার লাস্য-লীলা। কোথায়, কতদূরে বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ মার্কনির ক্রীড়াগার নব জাগ্রত ইটালী—আর কতদূরে—আমাদের এই প্রাচীন ভারতে, বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদান-ক্রিয়া! কোথায়—কোন দেশে—ব্যোম্‌যানের,—বাইপ্লেনের আবিষ্ক্রিয়া,—আর কত দূরে ভারত-গগনে গগন-বিহার! কোথায়—কোন্ অজানিত সন্ধে—নগন ক্রাইষ্টের সুতিকাগার,—কোথায়, কোন্ অপরিচিত গিরিতটে অনশন ক্লিষ্ট হেষ্টিংসের বাল্য-কালের দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্কের কল্পিত লক্ষ্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র,—আর—কোথায় কতদূরে প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান জাতির প্রতাপ ও মহারাষ্ট্র শক্তির সহিত সংঘর্ষণ-ক্ষেত্র—বিপুলার বসোকসারা—এই ভারতে তাঁহার মার্জ্জিত লক্ষ্যের প্রকৃষ্ট বিকাশ,—হৃদয় নির্ঝর নিঃসৃত অশান্ত শক্তি-তরঙ্গিনীর অফুরন্ত লীলা!—কোথায়—কতদূরে দার্শনিক চূড়ামণি-ষ্টীফেন, সাহিত্যরথী টনী, হেনরী জেম্‌সের জন্ম-ভূমি,—আর কতদূরে—ঘনাচ্ছন্ন ভারতে তাঁহাদিগের প্রশান্ত প্রতিভালোকের অনন্ত তরঙ্গ-ধারা ভারতবাসীর আলস্য বিমলিন হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিলীন করিতেছে, কত শত নূতন কেন্দ্রে জ্ঞানের দীপ এখনও প্রদীপ্ত করিতেছে,—রহিয়া রহিয়া—এখনও তাঁহাদিগের প্রতিভা-তরঙ্গ—বহিয়া বহিয়া—ভারত-

বাসীদিগকে এত সুখ দুঃখ, শিক্ষা দীক্ষা, একই আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমবেদন-সূত্রে গ্রথিত হইবার উপায় প্রদর্শন করিতেছে! এ সকলই ভিন্ন, ভিন্ন মানবের বাল্যকালের, যৌবনের, ও প্রৌঢ় কালের শিক্ষা-দীক্ষা ও অধ্যবসায়ের চরম ফলসম্ভবপর হইয়াছে!





নবম-অধ্যায়।



বিলাস-বিদগ্ধা বসুন্ধরার শান্তি নির্ঝর ভারতের হবির্গন্ধামোদিত চির-শান্তি-পরিমলময় তাপসারণ্য হইতে,—একদা.—অতি প্রাচীন যুগে, যোগীশ্বর পতঞ্জলীর ভাবাবেশ-বিহ্বল আবেগ-বিকম্পিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—"ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এই অমৃতনিভ ঋষি-বাক্য মূল্যবান ও সত্য-গর্ভ সন্দেহ নাই। উক্ত বাক্যে নির্ভর করিয়া, আমাদিগের দেশের,—বর্ত্তমান কালে,—কোন কোন ব্যক্তি আপনাদিগের উন্নতির জন্য অস্থির; অথচ সিদ্ধিলাভে ব্যর্থমনোরথ! ইহার কারণ কি ?

কারণ, তাঁহারা ঋষিবর পতঞ্জলীর ঐ বাক্যে তাঁহার উপদেশটীর পরিসমাপ্তি করিয়া থাকেন। মহর্ষি যে সেই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে যম, নিয়ম সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন তৎপ্রতি তাঁহারা কর্ণপাত করিতে চাহেন না। যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলীর সাধন-প্রণালীর সাহায্যে পূর্ব্বকালে সাধকবর্গ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অনেকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহার বাক্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ইহজীবনের উন্নতি

চেষ্টাতেও ব্যর্থ হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি আছে?

ঐ সকল ব্যক্তিগণের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় বিনা পণ-বিনিময়ে অভিলষিত দ্রব্য লাভের অভিলাষ। তাঁহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যবহারজীবী আছেন, যাঁহারা পণ্ডিতবর রাস বিহারি ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, বৈদ্যনাথ দত্ত, নীলমাধব, অথবা নলিনাক্ষ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীবীকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা কর্ত্তব্যই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের সাধনায় বাসনা নাই, উক্ত মনিষীবর্গের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতে, কার্য্য শিক্ষা করিতে, সাধনা করিতে অর্থোপার্জ্জনের পথে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার বাসনা নাই। এরূপ অনেক নবীন চিকিৎসক হয়ত আছেন, যাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ সারদা প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সুন্দরীমোহন দাস, নীলরতন সরকার, ব্রহ্মচারী, কেদারনাথ দাস বা বামন দাস মুখোপাধ্যায় এবং প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি খ্যাত-নামা প্রচুর অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ-চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদগণের ন্যায় অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জন করিবার জন্য অস্থির, উন্মত্তপ্রায়। তাঁহাদের গৃহীতাদর্শ-সমূহ যথার্থ হইয়াছে। সেরূপ আকাঙ্ক্ষাও নিন্দনীয় নহে, নিশ্চয়ইপ্রশংসনীয়। কিন্তু ঐ সকল সাধুচরিত চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিৎগণের ন্যায় অধ্যয়নশীল, অনুসন্ধিৎসু, ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইয়া, তার পর তাঁহারা আপনাপন অকৃত-কার্য্যতার কথা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কি? অনেক যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। হয়ত পণ্ডিতবর আরশল্ডকে, বা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কল্যানবুদ্ধি মনিষীদিগকে

লক্ষ্যের আসনে বসাইয়াছেন। উত্তম কথা, আনন্দের বিষয়। কিন্তু, ঐ মনিষীদিগের সাধনার মত সাধনা, যত্ন, শ্রমশীলতা কোথায় তাঁহাদের! এ ভারতে যশঃ বা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, পরোপকার সাধনের জন্য, জ্ঞান বিস্তারের জন্য বহদূর বিস্তৃত বিবিধ কার্য্য-ক্ষেত্র সমূহ পতিত রহিয়াছে। অভাব কেবল যম-নিয়ম-অভ্যাস-তৎপর উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সাধকের।

বিফলমনোরথ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা, আপনাদের সৌভাগ্য বশতঃ যখন উন্নতি-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তখন তাঁহারা সাধনা আরম্ভ করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" উন্নতি-প্রয়াসী অথচ আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা এরূপও মনে করেন, সুযোগ যখন আপনা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইবে, তখনই, কেবলই তখনই তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, সর্ব্বান্তকরণে কার্য্যে ব্রতী হইবেন। ইনি ভাগ্যধরগণের ন্যায় উন্নতি লাভ করিলে তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবেন!

কথাটা একবারেই মূল্যহীন। সুযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হয় না; আর উপস্থিত হইলেও, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি চাই। গ্রহণের পর সুযোগের ব্যবহার আবশ্যক। ইহা আপনা আপনি কখন উপস্থিত হইলেও, উন্নতি কখনও স্বয়মাগত হয় না। লৌহ স্বাভাবিক অবস্থায় নিতান্ত কঠিন। ইহাকে প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ করিলে, যখন তাহা সিন্দুর বর্ণ ধারণ করে, তখনই

উহাকে মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিয়া আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী আকারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। সেই রক্তিমাৎ উত্তাপাবস্থা বিগত হইলে শতগুণ আঘাতেও আর তাহা কার্য্যোপযোগী হয় না। কালের সহিত-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, লক্ষ্যানুবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, আমাদের চেষ্টা যত্ন ও জীবনী শক্তির সংঘর্ষণ ফলে, কার্য্য করিতে করিতে সুযোগের উদ্ভব হয়। আর তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগকে ব্যবহারে আনিয়া উন্নতির পথে নিয়োগ করিতে হয়। সুযোগকে যদি একটি সুন্দরী রমণীর ন্যায় কল্পনা করা যায় তবে বলিতে হইবে সে অতি সতর্কতার সহিত সকলের সম্মুখ দিয়া গতায়াত করে। দূর হইতে আসিবার সময় তাহাকে চিনিতে পারা যায় না। তাহার মস্তক ইন্দ্রলুপ্ত রোগাক্রান্ত। কিন্তু সুন্দর সীমন্ত প্রদেশটি প্রচুর চিকুরজালে সুশোভিত। সম্মুখে আসিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারা যায় কিন্তু অনতিবিলম্বে দ্রুত পদসঞ্চারে পলায়ন করে। তাহাকে চিনিবামাত্র তাহার সীমন্ত প্রদেশের কেশগুচ্ছ সবলে ধৃত করিতে পারিলেই তবে সে ধরা পড়ে। নতুবা এক অঙ্গুলিমাত্র পশ্চাতে তাহার ইন্দ্রলুপ্ত রোগাক্রান্ত বৃহৎ মস্তকোপরি হস্ত পতিত হইবামাত্র সেই সুযোগ-সুন্দরী রঙ্গভরে দর্শকের প্রতি হাস্য করিয়া বনশোভনা হরিণীর ন্যায় চকিতে বহুদূরে পলায়ন করে।

যখন ইউরোপের নৃপতিবর্গ একত্রিত হইয়া মহাবীর নেপোলিয়ানকে দমন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকার হইয়াছিলেন তৎকালে এক দিবস ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজ মিলিত সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য এক পর্ব্বতের উপর দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। ফরাসী বীরকুলর্ষভ বৃদ্ধ সেনাপতি সোল্ট সসৈন্যে সরোবরন্ নগরে অবস্থিত বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিবার

উদ্দেশ্যে নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। সোল্টের কুট রণকৌশল ও অদম্য সাহসের বিষয় সকলেই অবগত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার রণোন্মত্তভাব দর্শনে বিপক্ষ পক্ষের সেনানায়কবৃন্দ ভীত, ও চমকিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কে এই মহাবীরের কুট সৈন্য-পরিচালনা বুঝিতে সমর্থ হইবে? কে তাঁহার রণোন্মত্ত সৈন্যদলের ভীম আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে? চির বিজয়ী সোল্টের বিশালাবাহিনী আর অর্দ্ধ দণ্ড মধ্যে তাহাদিগের মিলিত সৈন্যদলের উপর আপতিত হইয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে এই চিন্তায় সকলেই আকুল। বিচক্ষণ সেনানীগণ বলিতে লাগিলেন কে সাহস দানে সৈন্যদলকে উত্তেজিত ও সোল্টের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ? যদি ওয়েলিংটন এক্ষণে এ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন।" এমত সময়ে জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনাপতি দূরবীক্ষণ যোগে চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দূরে পর্ব্বত গাত্রে খোদিত কাল ভঙ্গিকাবৎ অশ্বারোহী ওয়েলিংটনকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। বীরবর ওয়েলিংটন দূরবীক্ষণ সাহায্যে ফরাসী সেনা নায়কের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ সঙ্গী পথ প্রদর্শককে কহিলেন "দেখ! দেখ! প্রভূত পরাক্রমশালী ঐ মহাবীর সোল্ট আমাদিগের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার জন্য বীরগর্ব্বে অগ্রসর হইতেছেন। বীর কেশরী সোল্ট! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রতিষ্ঠা। এমত সময়ে ওয়েলিংটনের আগমন বার্ত্তা উভয় সৈন্যদলের মধ্যে মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন সেই সম্মিলিত শক্তি-সংহতির আনন্দের রোল গগন প্রান্তর ছাইয়া ফেলিল। রণ কুশল সতর্ক দৃষ্টি ফরাসী সেনানায়ক রনোন্মত্ত ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া শত্রু পক্ষীর আনন্দোচ্ছাসের

কারণ-তত্ত্ব নির্ণয় করে নিযুক্ত হইলেন। রণদক্ষ ওয়েলিংটন উৎসাহ সহকারে কহিলেন সতর্ক বুদ্ধি বীর চূড়ামণি, তোমার অদ্যকার লিখিত রণ বিজয় তোমার অতি সতর্কতারূপ ছিদ্র দিয়া পতিত হইল! তুমি তাহা দেখিতে পাইলে না? সম্মিলিত সৈন্যদল আমার আগমনে উল্লাসিত হইয়া তারস্বরে যে চীৎকার করিয়াছে, তাহা তোমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ মাত্র তুমি আক্রমণ কার্য্য স্থগিত করিয়াছ। ঐ আনন্দ রোলের কারণ অবধারণ না করিয়া আর তুমি এক পদও অগ্রসর হইবে না। এই সময়ের মধ্যে আমাদের সাহায্যকরী ষষ্ঠ সংখ্যক সৈন্যদল আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই দুর্ব্বল সৈন্যদলে বল বর্দ্ধন করিবে। আমিও তোমার বীর বাহিনীর বিজয় গৌরব চূর্ণ করিতে সমর্থ হইব।" তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈন্যদলে উপস্থিত হইলেন। রণ কুশল চির বিজয়ী সোল্ট অত্যন্ত সতর্কতার জন্য স্বীয় স্বর্ণ সুযোগ হারাইলেন; আর সেই একই ক্ষেত্রে ওয়েলিংটন ফরাসী সেনানীর ভ্রমোৎপন্ন সুযোগের গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার করিয়া স্বদেশের কল্যান সাধনে এবং আপনার যশঃ বর্দ্ধনে সমর্থ হইলেন।

মহাবীর নেপোলিয়ান যে এত অধিক যুদ্ধজয় করিতে সমর্থ হইতেন, তাহার কারণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং বুদ্ধিবলে সুযোগের সৃষ্টি করিতেন, এবং সেই স্বসৃষ্ট-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, স্বীয় বাহিনীর পশ্চাতে—কিয়দ্দূরে—কোনও উচ্চতর স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেনাপতিগণকে সদুপদেশ দান করিতেন, এবং দূরবীক্ষণ যোগে সেই উপদেশের কার্য্য-ফল সন্দর্শন করিতেন। যখন, বিপক্ষের কোনও সৈন্যদল একটু মাত্র চঞ্চল-হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, সেই মুহূর্ত্তে—তাহার সঙ্কেতে

সকল কামান সেই একই দিক লক্ষ্য করিয়া গভীর গর্জ্জনে ডাকিয়া উঠিত—সকল সৈন্য সেই একই দিকে বন্দুকের গুলি বর্ষণ করিত। তখন বিপক্ষের সেই চঞ্চল সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত। যে অশ্বারোহী সৈন্যদল এতক্ষণ বিশ্রাম উপভোগে বিরক্ত হইয়া রণাকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সবেগে সেই প্রক্রুত্ত শক্রসৈন্যের উপর বীরবিক্রমে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে মথিত, বিত্রাসিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত। এই রূপে স্ব সৃষ্ট সুযোগের ফলে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের রণ জয় হইত।

পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া অনন্ত কালের অংশরূপ মুহূর্ত্ত-নিচয়ের সদ্ব্যবহার করিয়া সবিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে "মহাজনো যেনঃ গতঃ স পন্থা" নীতি আশ্রয় করতঃ অসামান্যাধ্যবসায়-সম্পন্ন জনগণ সেবিতা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর শুভোদকমণি-মণ্ডিত মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করিতে হয়। উৎকটোৎসাহ সম্পন্ন ধৃতিমান সাধক স্বীয় প্রযত্নে সেই আলস্যবিলাসোজ্জ্বল বন্ধুর খণ্ডাকীর্ণ বাধা-বিঘ্ন-বহুল বর্ত্মে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার প্রতি নির্ঋতি প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ক্রমে অসময় সুসময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে আরব্ধ হয়। তখন সেই অবজ্ঞাতানুরোধ নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান কাল সাধকের সহিত সুযোগের সম্মিলন সংসাধনের পক্ষে সাহায্য করে। ক্রমে অতিক্রান্তা-ন্তরায় দুরাধর্ষ সাধকের পক্ষে বহুদিনানুধ্যাত উন্নতি শিখরে আরোহণ এবং নিরালস্য মনুষ্যবশীকার্য্যা কমলালয়ার আলয় সন্দর্শন সুলভ হইয়া থাকে। প্রবল পরাক্রান্ত দুর্ভাগ্য-রক্ষেসের মস্তে বিপাটনের ইহাই গুপ্ত রহস্য।

কালের সদ্ব্যবহারের সহিত সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিতে

পারিলে, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সত্বরে সংমিশ্রণ করিতে সমর্থ হইলে, সাধকের শ্রেয়োলাভ ঘটিয়া থাকে। অবশ্য প্রতিপাল্য পরিবারবর্গের প্রতিপালন, আত্মীয় নির্ব্বিশেষে প্রতিবেশীগণের উপকার-সাধন, ক্ষুধা-ব্যাধি-তরক্ষুর ভীষণাক্রমণ জর্জ্জরিত কলেবর অনাথের দুঃখ দূরীকরণ, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ন্যায়বান ক্ষিতীশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির প্রতি আপনাদিগের সচ্চরিত্রতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের দ্বারা কর্ত্তব্য পালন, ন্যায়ের পথে—ধর্ম্মের বর্ত্মে অর্থোপার্জ্জন এবং বহু সাধনার ধন জ্ঞানের অর্জ্জন প্রভৃতি শুভ কার্য্য সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইলেই সেই সুযোগে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। রাজ-বর্ত্মে,—রম্য প্রদোষ কালে, স্বেচ্ছা-পরিক্রম সময়ে অনৈক মার্গান্তর জিগমিষু অন্ধ ব্যক্তির সহিত সন্দর্শন ঘটিলে, হয়ত, অর্থাভাব বশতঃ তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারা যায় না। কিন্তু, তাহার সেই অবিরতানুগ্রহগ্রহণাভ্যস্ত হস্ত ধারণ করিয়া অশ্ব-গো শকট ভূয়িষ্ঠ জন-সঙ্কুল চতুষ্পথ উত্তীর্ণ করাইয়া তাহার অভিপ্রেত নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলে, তাহা সম্পন্ন করতঃ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই সমীচিন কার্য্য। এই প্রকার সাধুজনাভিনন্দিত কার্য্য সমূহের দ্বারা সাহায্য-গ্রহীতার অপেক্ষা সাহায্য-দাতার সমধিক উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ কার্য্যনিচয়ের অভ্যাস ফলে সন্মার্গাবলম্বী সাধকের আত্ম-প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে এবং তদীয়, হৃদয় নিহিতা শুভ প্রবৃত্তিরাজিও প্রমুদিতা হইয়া উঠে। আর্ত্তের পরিত্রাণেচ্ছা হৃদয়ে-পোষণ ও সেই ইচ্ছায় কার্য্যে পরিণতির চেষ্টা, এবং, অন্যান্য নানাবিধ সচ্চিন্তা-চর্চ্চিত-হৃদয়ে, সাধকের

জীবনকে অমরত্বের পথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য শুভ কর্ম্মের সম্পাদন-চেষ্টার ফলে, সময়ে, আপনারই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। যে হেতু, কর্ম্মানুরূপ-ফল-বিধাতা বিশ্বেশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে অবিচার নাই—শুভ চিন্তা ও শুভ কর্ম্মের নিস্ফলতা নাই।

সুবিখ্যাত পলাশী রণক্ষেত্রে রণাভিনয়ের কয়েক মাস পূর্ব্বে, বিবিধ পণ্যপূর্ণ রঞ্জিত নিষদ্যাশ্রেণি-শোভনা নগরী কাশীম বাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক সমিতির মূল্যবান কুঠী প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব সিরাজু উদ্দৌলার প্রবল পরাক্রান্ত সেনা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পর, তাহারা উত্তেজিত হইয়া তথাকার ইংরাজদিগকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কয়েক জন যবনসৈন্য কর্ত্তৃক অনুদ্রুত জনৈক স্বল্প-ভৃতি-ভুক ইংরাজ-ভৃত্য, প্রাণভয়ে পলায়নপর হইয়া, কাশীম বাজারের কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া,—অবশেষে একটি ক্ষুদ্র পণ্যবীথিকাভ্যন্তরে বিবিক্ষু হইয়া কুটীর-দ্বারে উপনীত হইল। সেই বেগমান ইংরাজ যুবকের ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস. শ্রমবারি-সিক্ত-পরিচ্ছদ, এবং আচঞ্চলা দৃষ্টি সন্দর্শনে সেই দরিদ্র আপনিক তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল। অবিলম্বে সে বুঝিল. ইংরাজ-যুবকের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন, এই জন্য সেই বণিক-ভৃত্য তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থী। আরও বুঝিল, সেই মুহূর্ত্তে আশ্রয় দান না করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়;—আর আশ্রয় দিলে, তাহা প্রকাশ হইবারও সম্ভবনা, শেষ ফল, সেই অপরাধে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার প্রবল-বল-দর্পিতাধিপতি নবাবের আজ্ঞায় তাহার ও তদীয় পরিবারবর্গের মুণ্ড সকল ও

কক্ষচ্যুত হইয়া ধরাতলে পতিত হইবে, আশ্রয়-হীন সম্পত্তি-হীন পাশ্চাত্য যুবকের নিকটেও কোন উপযুক্ত পুরস্কারের আশা নাই। সমস্যা বড়ই গুরুতর ;—একদিকে নিস্বার্থ অতিথি-সৎকার, শরণাগতের প্রাণরক্ষা,—অন্যদিকে সপরিবারের আসন্ন মৃত্যু বিভীষিকা। এই দুই বিরোধ চিন্তার নিষ্পেষণে তাহার প্রাণ অস্থির হইল। অবিলম্বে, সেই দরিদ্র আপনিক আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দানই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল ; এবং সেই শঙ্কাকুল বৈদেশিককে স্বীয় বিপনি মধ্যে প্রতিসীরান্তরালে মলিন কন্থা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, স্বয়ং উৎকলিকাকুল চিত্তে, পণ্যবিক্রয়ের ব্যপদেশে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। কয়েক দণ্ড অতীত হইলে পর এই অজ্ঞাত-কুল-শীল প্রতীচীন মসিপণ্য,—নিবিড় তমস্বিনী রজনীতে—সুযোগ বুঝিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল।

কয়েক মাস পরে পলাশী ক্ষেত্রে রণাভিনয় হইয়া গেল। তাহার পরেও, দিন, মাস, বৎসর ও যুগ অনন্ত কালের তরঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কোন্ অতীত দেশে—বিস্মৃতির রাজ্যে যাইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল। শরণাগত বৎসল দরিদ্র কান্ত মুদি সেই বৈদেশিক যুবকের কথাও বিস্মৃত হইল। একদা, অশান্তি-আশঙ্কা-নিশান্ধকার পরিব্যাপ্ত ভারত খণ্ড, জনৈক ইংরাজের প্রখর প্রতিভার কিরণ সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নগর-প্রান্তর মরু-কান্তার নদ-নদী পর্ব্বত মালা সহ আসমুদ্র ভারত "রুল ব্রিটেনিয়া" নিনাদে মুখরিত হইল। সহস্র কামান সহস্র মুখে গর্জ্জন করিয়া হেষ্টিংসের জয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে, সেই দরিদ্র আপনিক—কান্তমুদি হেষ্টিংসের মহানুভবতা গুণে, কাশীম-

খাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত বাবু নামে ভারতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ কান্ত নন্দীর জীবনে, উন্নতির সুযোগ মুহূর্ত্ত কালের জন্য দেখা দিয়াছিল। তিনি, সেই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তে, চঞ্চল-চরণা সুযোগ-সুন্দরীর পশ্চাদংশ—কেশ-শূন্য-মস্তকের সীমন্ত-সংলগ্ন কুন্তলাগ্র—ক্ষিপ্র মুষ্টিতে ধারণ করিয়া স্বীয় উন্নতির বত্ম অজ্ঞাতে সম্মার্জ্জিত করাইয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে, দাসী রূপে তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিয়া,—সুযোগ-সুন্দরী, তাঁহার জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্র,—সম্মার্জ্জনী-করে—শত বার মার্জ্জন করিয়া দিয়াছিল।

বেলা-বপ্র-বলয় ইংলণ্ডের এক জনপদে, কোনও সময়ে, একটি ইংরাজ বালক,—তদীয় পিতার ঋণের দায়ে বিক্রীত প্রকাণ্ড ভূমি-সম্পত্তির একাংশে শয়ন করিয়া, প্রাতে—মধ্যাহ্নে—সায়াহ্নে চিন্তা-মগ্ন থাকিত। কখন বা তাহার পিতার পূর্ব্বাধিকৃত সিতা-সিতোপল-খণ্ড-বিনির্ম্মিত অভ্র-ভেদী সৌধের তাম্রকায় শীর্ষ দেশের প্রতি,—প্রতিভা-স্ফুরিত নেত্রে বারম্বার দৃষ্টি পাত করিত, কখন বা পৈত্রিক প্রজাদিগের পুত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিত। সেই সময়,—স্বায় আভিজাত্য জন্মের কথা,—পৈত্রিক বৈভবের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিত—"আমাদের দেশে এক প্রবচন প্রচলিত আছে—ইচ্ছা থাকিলেই পথ আছে,—চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। তবে আমি চেষ্টা করিলে,—সাধনা করিলে, ঐ বিপুলকায় হর্ম্ম্য,—এই বিস্তৃত ভূমি-সম্পত্তি কেন পুনরায় হস্ত-গত করিতে পারিব না? দেখিব,—চেষ্টা করিব,—সাধনা করিব। এক দিন ঐ বিশাল-কায় সৌধোপরি দণ্ডায়মান হইব,—বলিব 'ইহা আমার"। বালকের এইরূপ দৈনন্দিন চিন্তার ফলে, মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল,—যেরূপ ইচ্ছা থাকিলে পথ প্রাপ্ত হওয়া

যায়—সেইরূপ ইচ্ছা—সৃষ্ট হইল। বালক, ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক এক সাংযাত্রিক সঙ্ঘের অধীনে একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়া,—স্বীয় লক্ষ্যানুবর্ত্তনের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল। ইনিই সেই ইংরাজ বালক ;—ইহাঁরই নাম হেষ্টিংস। হেষ্টিংস এক দিন—বিগত যৌবনে, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া—সেই পিতৃ-সম্পত্তি ক্রয় করতঃ সেই সুবৃহৎ সৌধে উঠিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—"ইহা আমার।"

যে দেশ যত উন্নত,—যে দেশে নীলেন্দীবরলোচনা ইন্দিরার করুণা যত অধিক পরিলক্ষিত হয়, সেই দেশের অধিবাসিগণ সুযোগের তত অধিক সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারা শত্রুর প্রতিও কর্ত্তব্য সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সুইডেন ও ডেনমার্ক নৃপতিদ্বয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া, অষ্ট বৎসর কাল তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। একদা বিজয়-শ্রী—ডেনমার্ক-ভূপতির প্রতি প্রসন্না হইলে, রণ-শ্রান্ত অরাতি-চমূ, হতাহত বহু সংখ্যক সৈন্য রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, দূরে পলায়ন করিল। ফ্লেন্‌বার্গ নিবাসী এক জন আহত দিনেমার পদাতি সৈন্য,—তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া—সমরাঙ্গণে উপবেশন করতঃ তদীয় কটি-বিলম্বিত দারুময় ভাণ্ড হইতে পানীয় পান করিবার উপক্রম করিতেছেন ;—এমত সময়ে,—সেই ভীষণ রণ-ক্ষেত্রে নিপতিত আহত সৈন্যগণের মর্ম্ম-যাতনা-বিষাদ-ক্লিষ্ট তুমুল সংরাবের মধ্য দিয়া,—অনৈক মুমূর্ষুর কাতর ক্রন্দন-রোল তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মরমের ভাষায় মর্ম্মে নিবেদন করিল। যে দিক হইতে সেই কাতর-ধ্বনি আসিতেছিল. সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—আহত দিনেমার দেখিতে

পাইলেন,—শস্ত্রাহত-যন্ত্রণা-নিপীড়িত জনৈক অরি-সৈন্য—নিদারুণ তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া,—তাঁহার নিকট পানীয় চাহিতেছে। প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণোপহত আহত দিনেমার বুঝিলেন আতুর শত্রুর প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের সুযোগ উপস্থিত। কর্ত্তব্য-পরায়ণ উদার-হৃদয় সিপাহী অতি কষ্টে মুমূর্ষু-শত্রুর সন্নিকটে উপনীত হইয়া কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! আমি আহত ও পিপাসার্ত্ত; তুমি ততোধিক আহত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমিই ইহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ কর।" এই কথা কহিয়া তিনি যেমন প্রসারিত করে শত্রুকে সেই পানীয়পূর্ণ ভাণ্ডটি প্রদান করিবেন, তৎক্ষণাৎ সেই তৃষ্ণার্ত্ত অরির হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নালীকাস্ত্রের মুখ-বিনির্গত সন্ধান তাঁহার অংসদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল। সুইডির কম্পিত-কর-বিনির্গত সন্ধান লক্ষ্যিত বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া সদাশয় দিনেমারকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইল না। ক্ষণকাল মধ্যে উদার-চরিত দিনেমারের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল। তদীয় পিধান-বদ্ধ অসি অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত হইয়া—আবার তাহা কোষ-নিবদ্ধ হইল। সাধু চরিত বীর-পুঙ্গব ঈষৎ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "রে দুষ্ট! তোমাকে বন্ধু সম্ভাষণ করিয়া, অসন্দিগ্ধ চিত্তে তোমার সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া—তোমারই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহার এই প্রতিদান! তোমায় ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। তোমারই সম্মুখে এই পানীয় পান করিয়া তোমার পিপাসার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি করাইব।" এইরূপ বলিয়া তিনি ভাণ্ডস্থ পানীয় ধীরে ধীরে পান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অর্দ্ধেক পান করিয়া, পুনরপি তিনি শত্রুকে কহিলেন "পূর্ণ ভাণ্ডের পরিবর্ত্তে এক্ষণে

এই অর্দ্ধ ভাণ্ড মাত্র পানীয় পান কর। তীব্রতরা তৃষ্ণায় তুমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছ। তোমার দণ্ড যথেষ্ট হইয়াছে।" এই সমাচার,—যথাকালে—ডেনমার্ক-নরপতির কর্ণ-গোচর হইল। তিনি সাধুচরিত সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্টের শিরশ্ছেদ করিলে না কেন?" সিপাহী করযোড়ে বিনয় নম্র বচনে উত্তর করিলেন "প্রভো! আহত শত্রুর প্রতি অস্ত্র-চালনা করিতে তো কখনও আপনি উপদেশ দেন নাই।" ডেনমার্ক-পতি কহিলেন, "তুমি একজন নিম্ন শ্রেণীর সিপাহী বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় আভিজাত-সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষিত মহিমায় বিমণ্ডিত। আমি তোমাকে এই দণ্ডে আভিজাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ উপাধি দান করিলাম।" এবং, নরপতি এই ঘটনার অভিজ্ঞান স্বরূপ একটি শর-বিদ্ধ দারুময় ভাণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

বিদ্যা, ধন, যশঃ বা প্রতিভা,—এমন কি সুযোগের অভাবেও, কেবল সাধনার দ্বারা—সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নহে। উন্নতিকামী পুরুষের সাধনার ফলে, ধন যশঃ প্রতিভা, সাধনার যত্নে অর্জ্জিত হয়। উন্নতির সুযোগের সহিত,—সাধন-ক্ষেত্রেই, সাধকের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে! শুদ্ধ চিত্তে, প্রশান্ত অন্তরে, নিয়মিত কাল ব্যাপিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সাধিত কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাকেই আমরা সাধনা বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করিতে করিতে,—সিদ্ধির পূর্ব্বে—সুযোগ আপনি আসিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে সাধকের সম্মুখ দিয়া গমনাগমন করে। সেই সময় সাধকের হৃদয়ে শক্তির উৎস উথলিয়া উঠে। সুযোগকে ধরিবার,—তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য জন্মে। ক্রমেই সিদ্ধি নিকটস্থ হয়। তখন—সেই সাধনার পথে, সাধকের

পক্ষে—উন্মেষশালিনী প্রতিভা,—প্রচীয়মানা মেধা,—প্রচুর ধন,—চিরস্থায়ী গৌরব,—স্বভাবের নিয়মে লব্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারাই ইহজগতে দরিদ্রতার কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করতঃ চঞ্চলা কমলাকে অচঞ্চলা করিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারাই এই মরজগতে, বিদ্যা, যশঃ, ও প্রতিভায় বিভূষিত হইয়া অমরত্বলাভে কৃতার্থম্মণ্য হইয়াছেন,—দরিদ্রের দুঃখ নিবারণে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানে, আর্ত্তের বিপদ দূরীকরণে, দাসত্ব বিমোচনে—কৃতকার্য্য হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই কালের সহিত কার্য্যের শৃঙ্খলা রাখিয়া, যথেষ্ট অধ্যবসায় যত্ন ও সাধনা করিয়া,—প্রতি সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করিয়া, জীবনের লক্ষ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অমিত-পরাক্রম কাল,—কেবল তাঁহাদিগের নিকটেই—মুহূর্ত্ত-পরম্পরায় একত্র সংগৃহীত ও সংহত হইয়া,—অনুক্ষণ জাগ্রত পুরুষকারের দ্বারা নিষ্পেষিত ও পীড়িত হইয়া,—সুযোগের মুখদ্বারে,—ধারাকারে, এই মরধামে অমরত্বের কারণবারি—অমৃতধারা নিঃস্রব করিয়াছে।

দিল্লীশ্বর হুমায়ুন, বক্সারের যুদ্ধে স্বাবলম্বন-নীতিপরায়ণ অমিত-ভুজবল-দর্পিত সেরসাহ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া,—আগ্রার রাজ-প্রাসাদ হইতে অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া,—শতাধিক সংখ্যক শরীর-রক্ষী অনুচর এবং বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া,—বহু বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিয়া রাজস্থানের মরুভূমে আশ্রয় লইলেন। তিনি পর দিবস প্রত্যূষে আবার মরুপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব দিবসের ভয়াবহ দৃশ্য পুনরায় আবির্ভূত

হইতে আরম্ভ হইল। সহস্র-দীধিতি অগ্নি-শিখাময় শত সহস্র কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া সেই ঘোর মরুভূমে মনুষ্য, অশ্ব, ও উষ্ট্র সকলকে সন্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। পদতলে উত্তপ্ত বালুকা-রাশি অসহ্য হইয়া উঠিল। কোমলপ্রাণ ললনাদিগের অস্ফুট মর্ম্ম-যন্ত্রণা, সৈন্যগণের হাহাকার, পশুগুলির নীরব-যাতনা, অধ্যবসায় মাত্র সম্বল হুমায়ুনের রাজোচিত প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি কূপ দৃষ্টিগোচর হইল। কূপটি অতি গভীর, জল অতি নিম্নে। জল তুলিতে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। তৃষ্ণাকুল সৈন্যগণ প্রত্যেকেই সকলের অগ্রে জলপান করিবার জন্য বাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ করিল। দুই পাঁচ জন জলপান করিবার পর সকলে উন্মত্তপ্রায় হইল। হুমায়ুন কাহাকেও শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন না,—শাসন করিতে পারিলেন না। জলপাত্রটি কূপের মুখের উপর উঠিতে না উঠিতে দশ বার জন তৃষ্ণাকুল ব্যক্তি সেই পাত্রটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। রজ্জুটি ছিন্ন হইয়া গেল! পাঁচ ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া জলপাত্রটি কূপের গভীর গহ্বর মধ্যে নিপতিত হইল। হুমায়ুনের ব্যথিত প্রাণ আরও ব্যথিত হইল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নিরাশা,—চারি দিকে হতাশের আক্ষেপ!

পর দিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া,—আবার দ্বিপ্রহরে—সেই বিপদার্ত্ত, ও তৃষ্ণাতুর যাত্রীরা একটি জলাশয়ের সমীপে উপনীত হইল। সকলের নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ও কালিমা-ব্যাপ্ত কঙ্কালময় বদনে আনন্দের হাস্য দেখা দিল। উষ্ট্রগুলি বহু দিবস জলপান করে নাই। তাহাদের কয়েকটি ছুটিয়া গিয়া—আনন্দ-ব্যঞ্জক অস্ফুট আরাবে—সরোবর-সলিল-মধ্যে অঙ্গ নিমজ্জন করিয়া গাত্র-দাহ নিবারণ

করিল,—সেই সঙ্গে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া প্রচুর বারি সেবনে চিরশান্তি লাভ করিল। রাজানুচরবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া,—নিষেধ না শুনিয়া,—দ্রুত পদ-সঞ্চারে সলিল মধ্যে প্রবেশ করতঃ আকণ্ঠ দেহ নিমজ্জন করিয়া প্রচুর জলপান করিল। অত্যল্প কাল মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপ কয়েকটি বিপদ অতিক্রম করিয়া তবে তিনি হতাবশিষ্ট অনুচরবর্গ ও পুরমহিলাদিগের সমভিব্যাহারে অমরকোটে পৌঁছিয়া সেই রাজ্যের রাণা উপাধিধারী ক্ষত্রিয় সামন্ত-নৃপতির নিকট কয়েক দিবসের জন্য আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন,—এত ক্লেশ ও বিপদের মধ্যে—কখনও—লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েন নাই। কোন উপায়ে আবার ভারত রাজ্যে স্বীয় অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন তাহার চেষ্টা করিতে এক দিনের জন্য উদ্যোগ-শূন্য ছিলেন না। তাঁহার প্রতি কার্য্যে —প্রতি পদ-বিক্ষেপে, অনুচর, মিত্র, ও সেনাপতিবর্গের সহিত কথাবার্ত্তায় মধ্যে লক্ষ্যটি অপরোক্ষ ভাবে প্রকটিত হইতেছিল। তাঁহার সাধনাগ্নি পাছে নির্ব্বাপিত হয়,—সঙ্গের ক্ষুদ্রা বাহিনী পাছে যুদ্ধের প্রণালী বিস্মৃত, এবং যুদ্ধ কালে ভীত হইয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কায়—বীরোচিত বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহদান করিতেন। পথি-মধ্যে মুলতান হইতে সাগর উপকুল পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী এক একটি দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে আশা, একটি দুর্গ অধিকৃত হইলে সৈন্যগণের আশা, বল, সাহস, ভরসা ও সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। তাহার ফলে ক্রমে এক একটি করিয়া সকল দুর্গ অধিকার করিবেন। ক্রমে প্রজাসকল তাঁহার সহায় হইবে, তাঁহাকে অর্থ সাহায্য

করিবে। কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধি হইবে,—লক্ষ্য-মার্গ পরিষ্কৃত হইবে। হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা,—লক্ষ্যানুসারী মার্গ হইতে,—কর্ত্তব্য সাধনের পথ হইতে, কোন মতে দূরে যাওয়া হইবে না। কিন্তু, প্রতি আক্রমণেই তিনি পর্য্যুদস্ত ও দূর হইতে দূরতর দেশে বিতাড়িত হইতে লাগিলেন। সঙ্গী সৈন্যগণের প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন-সূত্র এবং প্রভুর বাচনিক আশ্বাস ভিন্ন আর কোনও বন্ধন-সূত্র ছিল না। তাহারা ক্রমে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল।

তিনি কথনও পারস্যের রাজ-পরিশ্রয়ে সাহায্য ভিক্ষা কবিতেছেন, সেনাপতি ও পারিষদবর্গকে নানারূপ বাক্-চাতুর্য্যে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন;—কথন বা নিরাশ হৃদয়ে প্রাঘুণিকরূপে পিতৃ-ভূমি ফারগণা রাজ্যে সাময়িক আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেছেন;—কথন কাবুলে, কথনও বন-জঙ্গলে কিরাত কুলের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় পরিভ্রমণ করিয়া লক্ষ্যানুবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ পরের সাহায্যের আশায় ভিক্ষা-বৃত্তি আচরণ করতঃ যখন কুত্রাপি প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি—গিরিমালার অভ্যন্তরে, বিশাল অরণ্যানী মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া,—পরের সাহায্য লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া—তাঁহার পূর্ব্ব সাধন পথ—স্বাবলম্বন নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি তথায় বসিয়া নিজের যথা সঞ্চিত অর্থে দৃঢ়কায় লোকও রণ-সম্ভার সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই লোকদিগকে রণ-কৌশল এবং রসদ-সংগ্রহ প্রভৃতি যুদ্ধ সম্বন্ধে অবশ্য প্রয়োজন কার্য্য প্রণালী শিক্ষা দিতে,—এবং সময়ের সদ্ব্যবহার, ও কালের—সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্য-স্থলে—সুদূরে, দিল্লীর সিংহাসনে তুরুপসদ পরিপন্থি সেকন্দর বাদশাহ উপবিষ্ট।

দূরে,—দূরে, প্রভিন্নাঞ্জনরাশি-সন্নিভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘনাকার ঘনরাশি আশে পাশে চতুর্দ্দিকে মৃদু-পবন-হিল্লোলে খেলিতেছে,—দুলিতেছে, ক্রমে একত্র হইতেছে। হুমায়ুন বিবেক-সমুৎপন্ন দূরদৃষ্টির সাহায্যে প্রেক্ষণ করিলেন, সে সকল—ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ প্রয়াসের ছিন্ন ভিন্ন মেঘ খণ্ড। ক্রমে অনুসন্ধানের দ্বারা বুঝিলেন,—বাদসাহের ভ্রাতৃবর্গ সিংহাসন অধিকারের চেষ্টায় পরস্পর ষড়-যন্ত্র করিতেছেন,—বিদ্রোহ উৎপন্নের চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমে অন্তর্বিপ্লবের ঘোর প্রভঞ্জন সেই খণ্ড খণ্ড ঘন-রাশি একত্র ও ঘণীভূত করিতেছে। তখনও হুমায়ুন স্থির ভাবে লক্ষ্য লাভের উপায় সকল সংগ্রহ করিতেছেন,—বল-পুষ্টি করিতেছেন,—দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন। তার পর যখন তিনি দেখিলেন, স্থানে স্থানে ঘোরতর মেঘপুঞ্জ অশনিশব্দে মর্দ্দিত হইতেছে,—জ্বালাময় প্রলয় বায়ু দিল্লীর সিংহাসনকে টলায়মান করিতেছে,—অন্তর্বিপ্লবের অগ্নি-শিখা গগনস্পর্শ করিয়াছে,—সেই অবসরে—সেই সুযোগে,—তিনি তদীয় আশ্রয়-স্থান—সেই গিরি-ব্রজ হইতে স্বাবলম্বনের ফল—সংগৃহীত সেই ক্ষুদ্রা বাহিনী সঙ্গে, দ্বাদশ বর্ষীয় বালক আকবরের উপর সেনাপত্যের ভারার্পণ করতঃ শরহিন্দের রণক্ষেত্রে সেকান্দারের সুসজ্জিত বিশালা বাহিনীর উপর সিংহ-বিক্রমে আপতিত হইলেন।

রাষ্ট্র-লালসা-কলুষিত ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ,-বহ্নি এবং, হীন-চেতা সেনাপতি ও পারিষদবর্গের স্বার্থ-সংঘর্ষণোৎপন্ন বিদ্রোহাগ্নির আলোকে—স্বীয় সাধন-মার্গে সুযোগের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া,—হুমায়ুন, সেই বহ্নি, ইন্ধন নিক্ষেপে বর্দ্ধায়তন করতঃ সেই অগ্নিতেই সেকন্দারের চতুরঙ্গিনী অনিকিনী পূর্ণাহুতি দিয়া স্বীয় সাধনা

পূর্ণ করিলেন;—যুগাধিক কালের সাধিত লক্ষ্য তাঁহার লাভ হইল—সিদ্ধির ফল স্বরূপ ভারতের একচ্ছত্র সিংহাসন করামলকবৎ তাঁহার করতলগত হইল।

এই ধরণীর বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে, অনেক কর্ম্মবীর,—দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে—কেবল কর্ম্মের দ্বারা চির স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কি জ্ঞানী, কি বৈজ্ঞানিক, কি স্থপতি, কি বীর পুরুষ, সকলেরই সাধনা, কর্ম্মের বন্ধুর বর্ত্মে আরব্ধ হইয়া,—সকলের উন্নতিতে—লক্ষ্য লাভে—সেই সাধনার পরিণতি ঘটিয়াছে। ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি সহসা প্রসন্না হয়েন নাই; কখন নিষ্কণ্টকে কাহাকেও লক্ষ্যানুবর্ত্তনের পথ দান করেন নাই। ভাগ্য-লক্ষ্মী সাধকের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কণ্টকরাশি—বিঘ্ন রাশি, বিপদের বিপুল উপল খণ্ড আস্তীর্ণ করিয়া রাখেন। তাহা সাধকের অমঙ্গল সাধনের জন্য নহে,—সাধকের বল বৃদ্ধি—অধ্যবসায় বৃদ্ধির জন্য—লক্ষ্য-পথে শক্তি সহকারে অগ্রসর হইবার পক্ষে তাঁহাকে সামর্থ্য দানের জন্য। যে সাধক সেই বিঘ্ন-নিচয়কে,—অবলম্বন নীতির সাহায্যে, স্ববলে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন—বিরোধী ঘটনা পরম্পরাকে স্বীয় শক্তির দ্বারা লক্ষ্য-মার্গ হইতে অপসারণ করিতে পারেন,—পরিশ্রান্তির পর বিলাস পরায়ণ না হইয়া, সাধনার পথেই সুযোগের প্রতীক্ষা করেন,—তাঁহারই প্রতি—কেবল তাঁহারই শিরোপরি ভাগ্য-লক্ষ্মীর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়।





দশম অধ্যায়।

লক্ষ্য এবং অধ্যবসায়।

বিশাল সংসার-জলধি-বক্ষে জীবন-তরণীকে যে লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালন করিতে হইবে,—তাহা—সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত হওয়া বিধেয়। যাত্রার প্রাকালে বিভিন্ন দিকস্থ দুই পাঁচটি অথবা দশ পনেরটি বন্দরের কথা মনে উদিত হইতে পারে। বায়ুর অনুকূলতা, আপনার আয়োজন, শক্তি, ও প্রয়োজনানুসারে,—একটি মাত্র দিককে এবং একটি মাত্র প্রসিদ্ধ বন্দরকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর,—যাত্রার সময়ে—সেই পথে যে সকল দৈব দুর্ব্বিপাক ও দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তন্নিবারণের জন্য সাধ্যমত প্রস্তুত হইয়া, অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত যাত্রা করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে,—অর্ণবপোতে—লণ্ডনকে লক্ষ্য রূপে স্থির করিয়া যাত্রা করিতে হইলে,—লক্ষ্য—সেই মহানগরী লণ্ডনের পথকেই আশ্রয় করিয়া পোতকে পরিচালন করিতে হইবে। সুনিপুণ নাবিক, তারপরে,—কালাপানি বা অগ্রন্থারে, অথবা উত্তমাশা কূলে—সাগর-বক্ষে,—প্রবলঝটিকোত্থিত পর্ব্বত-প্রমাণ-তরঙ্গ-মালা বা কল্লোলময় ঘোরারণি সন্দর্শনে দিশা-হারা হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া,—কখনও পূর্ব্বে, কখনও দক্ষিণে,—স্বীয় অর্ণবযানকে পরিচালনা করিতে বাসনা করেন না,—কর্ণ ছাড়িয়া, বিহ্বল চিত্তে—পোতোপরি—

চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেও চাহেন না। ঝটিকার বেগ যতই তীব্র হইতে থাকে, অবিচলিত-ধৈর্য্য-সম্পন্ন কর্ণধার ততই দৃঢ় মুষ্টিতে কর্ণধারণ করিয়া,মানচিত্রের চিহ্নাঙ্কিতপথে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া,—সংযাত্রিকগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ অগ্রাহ্য করিয়া,—আরোহী সৈনিকের ভ্রুকুটি কুটীল লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া,—ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে, —দিগ্দর্শনের আশ্রয়ে,—মহার্ণব-বক্ষে শ্রবণ-ভৈরব-কল্লোল-নাদী উর্ম্মি-মালা শতধা বিদীর্ণ করিয়া অর্ণবযানকে পরিচালন করিয়া, —যথা সময়ে—লক্ষ্য-স্থান—লণ্ডনের পোতাশ্রয়ে উপনীত হইয়া থাকেন। সেই অবস্থায় যে কর্ণধার চঞ্চলতা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া লক্ষ্য পথ হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারই তরণী নিমগ্ন হইয়া যায়।

জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইলে, সেই লক্ষ্যের ধারণার আবশ্যক। একটি লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, —সম্মুখে বিপত্তি দর্শনে,—দিক পরিবর্ত্তন করতঃ আর একটির গ্রহণ —এইরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তনে কখনই ইষ্ট সাধিত হয় না। প্রথমে লক্ষ্য নির্ণয়, তৎপরে তাহা,—জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা গ্রহনীয় হইলে,—গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর, সেই লক্ষ্যের ধারণা, তৎপরে লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে সাধনার আবশ্যক। সেই সাধনা, —মৃদু, মধ্য, ও তীব্র,—এই তিন প্রকারের মধ্য দিয়া —অনবচ্ছিন্নক্রমে সাধিত হওয়া বিধেয়। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে,—অনেক স্থলে, প্রতিকুল ঘটনা-পরম্পরার সহিত বিরোধ সম্ভবপর। তখন, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, —প্রতিকুলতাকে লক্ষ্যপথ হইতে উৎসাদন করিয়া—সম্ভব হইলে, অপসারণ করিয়া,—দ্বিগুণ উৎসাহে সেই পরিষ্কৃত বর্ত্মে চলিতে হইবে। যেখানে উৎসাদন বা অপসারণ স্বায় শক্তির অতীত, সেখানে কৌশল ক্রমে

তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া,—উপস্থিত কার্য্য-ক্ষেত্রে—আবশ্যক মতে—তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কিঞ্চিৎ লক্ষ্যপথ ছাড়িয়া আবার আশ্রিত বর্ত্মে পুনরাগমন করিতে হইবে। ক্রমে লক্ষ্য যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, যতই তাহার দুরাগত জ্যোতিঃ অক্ষি-গোচর হইতে থাকিবে, ততই সেই লক্ষ্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, ততই তাহাতে তন্ময়তা আসিবে;—তাহার পরেই সিদ্ধি।

সাধনারম্ভে, লক্ষ্যের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে, বা অস্থির সাধনার ফলে, মহতী ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরও প্রতিভা বিচ্ছিন্না হইয়া পড়ে। অসাধারণ প্রতিভাশালী লর্ড ব্রাউহামের জীবনীতে ইহার প্রকৃত নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় মেধাবী, উদ্যমশীল ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বাগ্মিতা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিত। পণ্ডিত-সমাজে তিনি একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ধী-শক্তি ও চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়। তিনি ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার-শাস্ত্রে পারদর্শিতার ফলে ইংলণ্ডের মহান্ সম্মানার্হ লর্ড-চানসেলারের পদবী লাভ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণে তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। সাধারণের চক্ষে ইহাই প্রচুর পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু, তাঁহার ন্যায় মনীষা-সম্পন্ন নরসিংহের নিকট ইহাই যথেষ্ট নহে। আতসী-প্রস্তরে মরীচি-মালীর রশ্মিমালা নিপতিত হইলে সে সকল কেন্দ্রীভূত হইয়া তন্নিম্নস্থ পদার্থকে যেরূপ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, পরন্তু তদতিরিক্ত মার্ত্তণ্ড-কররাশি কেন্দ্রীভূত না হইয়া সেই পরিমিত স্থানে পতিত হইলে

বহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্রও উৎপন্ন করিতে পারে না; তদ্রূপ, ব্রাউহামের অমানুষিক শক্তিধারা যদি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শতধা বিভক্ত না হইয়া, কেন্দ্রাভিকর্ষণী হওতঃ কোনও একটি লক্ষ্যে অনুবর্ত্তিত হইত, তবে, তিনি মরধামে কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন। মানব-সমাজও অপরাপর মহাপুরুষগণের কৃত কার্য্যের ন্যায় তাঁহার কার্য্য হইতে বিপুল লাভবান হইতে পারিত। কিন্তু, তাহা ঘটে নাই। তিনি, একটি লক্ষ্য আশ্রয়ের পর, সেইটি ত্যাগ করিয়া আর একটি গ্রহণ করিতেন। এইরূপে, ক্রমে তিনি পল্লবগ্রাহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কখনও কোনও লক্ষ্যের উদ্দেশে তীব্র বা দীর্ঘ সাধনা করিতে পারেন নাই। সেই ফলে সকলই বিফল হইয়াছিল। এ কারণ, জীবিতমানেই, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বা বৈজ্ঞানিক সমাজে, তিনি, স্বীয় যশঃ, এমন কি, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। এ স্থলে তাঁহার চঞ্চল চিত্তের একটি মাত্র নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা তাঁহার জনৈক প্রতিবেশী ভদ্রলোক অট্টালিকায় বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার আলোকচিত্র অঙ্কনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। লর্ড ব্রাউহাম বন্ধুবর্গসহ অলিন্দে দণ্ডায়মান হইলেন। ভদ্রলোকটি কিয়দ্দূরে অবস্থিত থাকিয়া,—লর্ড ব্রাউহামকে পাঁচ সেকেণ্ড মাত্র সময় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার যন্ত্রটি উদ্ঘাটন করিলেন। এই অল্প কাল মাত্র স্থির থাকিবার কারণ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলেন। লর্ড ব্রাউহাম মূঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন, "অধিক বলিতে হইবে না, আমি যথেষ্ট বুঝিয়াছি;—পাঁচ সেকেণ্ড বইত নয়! এই স্থির হইলাম, স্বচ্ছন্দে কার্য্য কর।" কার্য্য তখনই শেষ হইল, আলোক-

চিত্র খানি ব্রাউহামের হস্তে অর্পিত হইল। তিনি চিত্র দর্শনে বন্ধুগণের প্রতিকৃতি পরিষ্কার চিনিতে পারিলেন; নিজের চিত্র ও খুঁজিয়া পাইলেন, দেখিলেন তাঁহার স্থানে অদ্ভুত ছিন্ন ভিন্ন পদার্থের একটি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে! অব্যবস্থিত চিত্তের ইহাই নিদর্শন!

বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহতী-প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের যে সকল পাঠ্য-পুস্তক পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে,—সে সমুদয় অবশ্যই অধীত এবং তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু, যে সকল জ্ঞান-পিপাসু উন্নত-চেতা পুরুষ-পুঙ্গব শাস্ত্র-চর্চ্চায় পাণ্ডিত্য অথবা বিজ্ঞানোদ্ভাবিত যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ বা অর্থার্জ্জন দ্বারা সংসারে চিরস্মরণীয়া কীর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারা—কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহারা,—প্রত্যেকেই,—বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া,—দৃঢ় অধ্যবসায় বলে জ্ঞানালোচনার দ্বারা নিজে নিজে উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের মুখ দর্শন ঘটে নাই,—অথচ, কেবল স্বাবলম্বন-নীতি ও আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করতঃ—অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতাকে পদাঘাতে বিদূরিত করিয়া,—ধরাধামে মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ কর্ম্মবীরের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

তাঁহারা,—প্রত্যেকেই—বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, দৃঢ় অধ্যবসায় বলে,—কোনও একটি বিষয়কে আশ্রয় করিয়া—সেই সম্বন্ধে জ্ঞানালোচনার দ্বারা আপনার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একই শিক্ষার্থীর পক্ষে,—ইংরাজি, বাঙ্গলা, লাটীন, গ্রীক্ প্রভৃতি ভাষায়,—এবং, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ও শিল্পে—সমানভাবে—

সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের চেষ্টা পাইলে, সকল বিষয়ে যুগপৎ সাফল্য লাভ, সম্বন্ধে তাঁহাকে নিশ্চয় বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। এইরূপ আচরণে বুদ্ধিবৃত্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানরাজ্যে গভীর ভাবে সম্প্রবিষ্ট হইতে পারে না,—কেবল আশ্রিত বিষয় সকলের উপরি-ভাগে বিস্তৃতিলাভ করে মাত্র। কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি ধনার্জ্জন, কিম্বা শিল্পোন্নতি অথবা যন্ত্রাদির উদ্ভাবন, যে কোনও সম্বন্ধেই হউক না কেন, একই বিষয়কে আশ্রয় করিয়া তাহার জন্য সাধনা করিলে সিদ্ধি করতলগত হইবে।

বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে সার ফাউয়েল বাক্সটন্ সাহেবের সহিত ইংলণ্ড-নিবাসী বিশ্ব-বিশ্রুত ধনকুবের রথচাইল্ডের এক দিবস আলোচনা হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বাক্সটন্ স্বীয় ভ্রাতাকে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার একাংশে লিখিত ছিল,—"গত কল্য আমি নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। তথায় রথচাইল্ডের সহিত আমাদিগের আলাপ হওয়ায়, তিনি আমাদের অনুরোধে—তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—'ফ্রাঙ্কফোর্ট-অর্থভাণ্ডার-কার্য্যালয়ে (ব্যাঙ্কে) আমাদের সকলের সংকুলান হইল না। আমি ইংরাজী মালের ব্যবসায় করিতাম। এই মাল লইয়া এক জন প্রসিদ্ধ বণিক তথায় আগমন করিলেন। বাজারটি যেন তাঁহার মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ হইল। যদি তিনি মালগুলি আমাদিগকে বিক্রয় করিতেন, তবে বড়ই উপকার হইত। যে কোন কারণে হউক, তিনি, আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন,—কিছুতেই তাঁহার মালের নমুনা আমাকে প্রদর্শন করিতে সম্মত হইলেন না। একটি মঙ্গলবারে এই ঘটনা

ঘটিয়াছিল। আমি পিতার নিকট যাইয়া বলিলাম—"আমি ইংলণ্ড যাইব।" আমি জার্ম্মান ছাড়া আর কোনও ভাষায় কথা বলিতে পারিতাম না। বৃহস্পতিবারেই আমি যাত্রা করিলাম। যতই ইংলণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই জিনিসের দর সস্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। মাঞ্চেষ্টারে পঁহুছিয়াই আমার সমুদয় অর্থ দিয়া বিস্তর মাল খরিদ করিয়া ফেলিলাম। তাহাতে আমার প্রচুর লাভ হইল।'

এই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্য্য সকলের অপেক্ষা, আপনার পুত্রগণের বিষয় কর্ম্ম এবং অর্থের প্রতি অনুরাগ অল্প? আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, আপনিও সেরূপ চাহেন না'। তিনি সাগ্রহে কহিলেন,—"কেনই বা চাহিব না? আমি নিশ্চয়ই তাহাই চাই। আমি চাই, যে, তাহারা তাহাদের মন ও প্রাণ, হৃদয় ও শরীরকে সম্পূর্ণরূপে বিষয় কর্ম্মে নিয়োগ করিবে। কার্য্যে সার্থকতা লাভ করিয়া সুখী হইতে হইলে ইহাই উপায়।" তার পর, তিনি, আমার পুত্র এডওয়ার্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে যুবক! একটিমাত্র বিষয় কার্য্যকেই আশ্রয় কর। তোমার সুরা প্রস্তুতের কারখানার উপরই তুমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কর। তাহা হইলে লণ্ডনের সমুদয় কারখানার মধ্যে তোমারই কারখানা সর্ব্বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু,—যদি একবারেই হঠাৎ বড়লোক হইবার ইচ্ছায়—নিজের সুরা কারখানা চালাইয়া আবার ও মহাজনী কারবার চালাইতে চাও,—সওদাগর হইতে ইচ্ছা কর, —এবং, সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র তৈয়ারি করিবার কারখানা বসাইতে চাও, তবে শীঘ্রই তোমাকে লাল বাতি জ্বালিতে হইবে!"

একটিমাত্র বিষয়-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, তাহার সার্ব্বাঙ্গিন উন্নতি-সাধনে সমর্থ হওয়া অপেক্ষা,—বহু প্রকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, প্রত্যেকটিতেই নিজ অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় প্রদান করা কখনই প্রশংসার্হ হইতে পারে না। অমর কীর্ত্তিশালী জেমস্‌ওয়াট, তদীয় মানসিক অসীম শক্তি-ধারাকে কেন্দ্রাভিকর্ষণী করিয়া, তাঁহার জীবনের একই লক্ষ্যের প্রতি নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, বাষ্পীয় শক্তিযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া সাগরাম্বরা ধরণীর কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে,—জলপথে,স্থলপথে,—দেশে দেশে,—আবেশন সমূহ হইতে,—বাষ্পরথ হইতে,—নিবিড়-কৃষ্ণ-ধূম-পটল উত্থিত হইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া,—ব্যোম পথে উঠিয়া,—সিতাংশু-দিবাকর-কর-সম্পৃক্ত সুনীলাম্বরসঞ্চারী ঘনবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদগাত্রে,—সেই কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-গাথা যেন এখনও লিখিত হইতেছে,—বংশীমুখে বাষ্পরাশি বিনির্গত হইয়া, গগনভেদী উচ্চনিনাদে যেন ওয়াটেরই নিষ্কলঙ্ক যশোগীতি গাহিতেছে!

চতুর শিল্পী রিচার্ড আর্করাইট সূত্র বয়নের নবোদ্ভাবিত-যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য স্বীয় সমগ্র বুদ্ধিশক্তি বিনিয়োগ না করিয়া, যদ্যপি সেই বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিভাসংরম্ভ দশদিকে প্রবাহিত করিতেন, তবে তাঁহার সভ্যজনাদৃত নাম চিরস্মরণীয় শিল্পীকুলের নামাবলী হইতে এত দিনে বিলুপ্ত হইত না কি?

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রবি বর্ম্মা বা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত, কোন চিত্রকরকে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে,—উন্নতির পথে উঠিতে হইলে, তাঁহাকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যেহেতু, একই ব্যক্তির পক্ষে, সুনিপুণ চিত্রকর হওয়া—এবং,বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করা—যুগপৎ কখনই সম্ভবপর নহে। চার্লস ডিকেন্স বলিয়া

ছেন,—"মদীয় জীবনে যে কার্য্যই সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা পাইয়াছি। যখন যে কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সাধনোদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছি। যে কার্য্য সংসাধনোপলক্ষে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করিতে অক্ষম,—তাহাতে—প্রথম হইতে একবারে হস্তার্পণ না করাই বিধেয়। যেহেতু, তাহা হইলে আমার অপর কর্ম্মসমূহে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না!" ইহাই তাঁহার কার্য্য-সংসিদ্ধির পক্ষে মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার এই স্বীকারোক্তি—সরল, অর্থ—সুগভীর,—কার্য্য সাধনের জন্য সকলের পক্ষেই অনুকূল।

এই মরধামে, আদিকবি বাল্মীকি, বল্মীকস্তূপে শরীরপাত দ্বারা,—রামনাম রূপ একই মন্ত্রের সাধনা করিয়া—রামায়ণ রূপ অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষা করতঃ অমর হইয়া রহিয়াছেন। শিলা-তট-পরিপ্লাবিনী কল্লোলিনী ক্ষীণকায়া লুম্বিনীর তট-বিশোভ কপিলাবস্তুর অমলধবলউপলখণ্ডবিনির্ম্মিত বিদ্যাবক রাজ-প্রাসাদে, রাজভোগে পরিপুষ্ট রাজকুমার সিদ্ধার্থের সুকুমার বপু,—রাজান্তঃপুরসংলগ্ন প্রমোদ-কাননে যে সাধনায় ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল,—সেই বরতনু বোধিদ্রুমনিম্নে, অনাহারে অনিদ্রায় ক্ষীণতর হইয়াছিল। তার পর,—হাঁ, গিয়াছে,—কালের করাল নিয়মে,—সারা ধরা-পৃষ্ঠেপবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া—আমাদের সেই জাতীয় জীবন-প্রদীপ মহাকালের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই একই সাধনার পূর্ণসিদ্ধি—নির্ব্বাণ,—অশোকের বিজয়-পতাকার সঙ্গে ভারতেতর দেশে দেশে ফিরিয়াছে। সিদ্ধার্থের কীর্ত্তিস্তম্ভ—নির্ব্বাণ—চীন ব্রহ্মদেশ সিংহল জাপানের

অসংখ্য নরনারী হৃদয়ে ধারণ করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে। যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর ধরা-পৃষ্ঠে কিরণ দান করিবেন,—তাবৎকাল পর্য্যন্ত শাক্যমুনির যোগাগ্নির নির্ব্বাণ-শিখা ধরণীর বক্ষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। পরম সন্ন্যাসী প্রভু চৈতন্যদেবের প্রাণান্ত সাধনায়—প্রেম-বারি সিঞ্চনে,—জাতিনির্ব্বিশেষে প্রীতি-সোহার্দ্দ্যের চির-শ্যামল কল্প-লতিকা অঙ্কুরিতা ও পুষ্পিতা হইয়া পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মরূপ ত্রিদিব সৌরভে ভারতের দিগ্ দিগন্ত আমোদিত করিতেছে,—প্রভু চৈতন্য দেবের এক-ধারা- প্রধাবিনী চেষ্টার সাক্ষ্যদান করিতেছে। কেশবচন্দ্রের অসাধারণী প্রতিভা—অনন্তদেশব্যাপিনী হইয়াও,—সুদূর ইউরোপ-খণ্ডে তুষারাবৃত শ্বেত-দ্বীপবাসীদিগকে ইংরাজি-বাগ্মিতার স্রোতে প্লাবিত করিয়া আসিলেও,—সেই অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, ও সেই নিরঞ্জনা প্রতিভা, সেই এক মাত্র লক্ষ্যের অনুকূলে প্রয়োজিত হইয়াছিল। সেই—সাধনার সিদ্ধি, সেই লক্ষ্যই—নববিধান। বঙ্গ-কুলগৌরব সাধক-শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ,—নারায়ণ-চরণ-বিনিঃসৃত — প্রহ্লাদিনী —কলনাদিনী—মুক্তি-দায়িনী জাহ্নবী-কল্লোল-বিধৌত শক্তিমন্দিরে —ভাগবতাবতার বিশ্ব-প্রেমিক পরমহংসের পদতলে বসিয়া,—যে সাধনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,— যে বেদগান শিখিয়াছিলেন,—ভারতের মরীচিকাচ্ছন্ন মরু-প্রান্তরে,—তুষারখণ্ড-বিমণ্ডিত হিমগিরির বিজন উপত্যকায়,—অমরনাথের অভ্রভেদী উন্নতানত গিরিশৃঙ্গে,—কদম্ব-মকরন্দবাহী-প্রভাত-সমীরণ-বিক্ষেপি-বীচিমালা-সংঘট্টিত-মৃদু-শ্যামবংশীরব-নাদিনী ক্ষীণতটী যমুনার শিলা-তটে,—অতিদূর-বিসর্পিনী-বিশাল-হ্রদয়-কক্ষোপকূলে, সেই একই সাধনা সিদ্ধিতে পরিণত হইয়াছিল। তারপর, সেই নরসিংহ,—সিংহলে, জাপানে, তুরস্কে, আমেরিকায় যে সামগান গাহিয়া-

ছিলেন,—ভিন্নধর্ম্মী-নরনারী-মুখে যে গাথা প্রতিধ্বনিত হইয়া,—আকাশে উঠিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, ভারতের ঋষি-মুখবিনাদিত হোম-ধূমময় বেদ-মন্ত্র-মুখরিত ইরম্মদবিজড়িতঘনময় গগনে এখনও ধ্বনিত হইতেছে—সেই গাথা—ভারত হৃদয়ে—অন্তিম দশায়,—এখনও পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সেই নরসিংহের—সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাময় কর্ম্মযোগীর সাধনা দিগন্ত পরি-প্লাবিনী হইয়াও, একই সাধনা—শক্তি-সাধনাভিমুখে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল,—সেই একই লক্ষ্যাভিমুখে নিয়মিত হইয়াছিল।

দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত একমাত্র লক্ষ্যের অভিমুখে সাধনা আরম্ভ করিয়া, সেই সুদূর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অবশ্য সময় সাপেক্ষ। তজ্জন্য ধৈর্য্যের যে আবশ্যকতা আছে তাহার সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেশে,—বিভিন্ন সময়ে,—যে সকল সংগীত-কলা-বিশারদগণ গুণপণার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,—তাঁহাদের শিক্ষাকালের পরিমাণ শ্রবণ করিলে, বা সাধনার জন্য যেরূপ অপরিমিত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সঙ্গীতাচার্য্যের বীণার ঝঙ্কারে,—সুর-তান-লহরি-লীলায় দিল্লীশ্বর আকবরের সভা-মণ্ডপ সুখের ধারায় নিমগ্ন হইয়া যাইত,—শ্রোতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, সেই সংগীত-কলা-বিশারদ তানসেনের আজীবন সাধনার ফলে তাঁহার সাফল্য লাভ ঘটিয়াছিল। যে বীণা-বাদকের বীণা-তন্ত্রীনিঃসৃতা মূর্চ্ছনা-তরঙ্গিনী সমগ্র ইউরোপ-খণ্ড আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল,—সেই সংগীতাচার্য্য গিয়াভিনীকে, জনৈক শিক্ষার্থী, ভায়লিন-যন্ত্র কত দিনে সুন্দর রূপে আলাপ করিতে পারা যায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"প্রতি দিবস দ্বাদশ ঘণ্টা পরিমিত

সময়—রীতিমত—শিক্ষা করিলে বিংশ বর্ষ পরে শিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে।"

কোন কোন ব্যক্তি অকারণে ভাগ্যের নিন্দা করিয়া,—কেহ বা নিজ বুদ্ধিহীনতার উল্লেখ করিয়া,—কেহ বা কার্য্যে ভ্রম করিয়া,—কোনও ব্যক্তি বা দুই এক বারের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া,—কর্ম্মক্ষেত্রে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়েন। তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মবীরগণের জীবন-চরিত অথবা উন্নতিশালী জাতি সমূহের ইতিহাস আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এ সংসারে,—বড় হইতে চেষ্টা করিলে,—কেহই ছোট থাকিতে পারে না।—নিশ্চয়ই পারে না। যিনিই প্রকৃত ভাবে সাধনা করিবেন, তিনিই সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিবেন।

এক জনের সহিত আর এক মনুষ্যের যে বিশেষ পার্থক্য,—দেখা যায়,—প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের যে পার্থক্য, ধনীর সহিত দরিদ্রের যে পার্থক্য, জ্ঞানীর সহিত অজ্ঞানীর যে পার্থক্য,—তাহার মূলে, অধ্যবসায়,—দুর্দ্দমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ক্রম—বর্ত্তমান;—অর্থাৎ যে লক্ষ্য একবার স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে ব্রত উদ্‌যাপনের যোগ্য বলিয়া একবার পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য সাধনা, তার পর—হয় বিজয়িনী শ্রীর আশীর্ব্বাদ লাভ,—নতুবা,—মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন! এই গুণ,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যাঁহার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত, তাঁহার দ্বারা,—মানব শক্তিতে যাহা সম্ভবপর,—তাহা নিশ্চয় সাধিত হইবে। বিপুল ধীশক্তি, পর্য্যাপ্ত আর্থিক অবস্থা, সহস্র সুযোগ, একত্র অবস্থিত হইলেও,—সে সকল একমাত্র ইহারই অভাবে—কোনও মানবকেই মনুষ্যত্ব প্রদানে সমর্থ হয় না।

যিনি কোনও একটি ব্যবসায়-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া সংসারে

অর্থোপার্জ্জন ও উন্নতিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকেও ইহার জন্য সাধনা করিতে হইবে,—যে দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসায় চালাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহের জন্য মনোনিবেশ করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞান-লাভ করিতে হইবে। অনুসন্ধিৎসু হইয়া, দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রাণপণ পরিশ্রম এবং সতর্কতা অবলম্বন পুরঃসর কার্য্য করিতে হইবে। লক্ষ্মী-দেবীর লীলা-নিকেতন আমেরিকায়—উইলিয়াম এষ্টরও, এই চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া,—আপনাকে ক্রোড়পতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ দৃঢ়তর অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ, ও অপরিসীম পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আর্থিক-উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকরনীয়। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ উৎসাহ-সম্পন্ন ব্যক্তি, যাহা সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া-ছিলেন, তাহা সাধারণ মানবের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না বলি-য়াই বুঝিতে হইবে। তিনি পশুলোম ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায় করি-তেন। তৎসংস্রবে যাহা যাহা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক তৎসমুদয় অবগত হইয়াছিলেন। দালালগণের সহিত স্বয়ং বাক্যা-লাপ দ্বারা সকল সমাচার সংগ্রহ করিতেন। এই কার্য্যে লাভা-লাভের কারণ সকল সবিশেষ বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি পরিণাম বুঝিয়া,—যখন নরম বাজারে গরম দরে জিনিস ক্রয় করিতেন,—অথবা যখন গরম বাজারে সস্তা দর দিতে চাহিতেন তাহা দেখিয়া অপর ব্যবসায়িগণ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। কিন্তু, তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধীয় তথ্য সকল পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত থাকায়, তিনি সবিশেষ উদ্যমের সহিত সেই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতে পারিতেন।

যখন যুক্ত-রাজ্যের অধিবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ করিলেন,—সংগ্রামও অবসানোন্মুখ; কেবল ডেট্রইট, নায়াগ্রা প্রভৃতি কতিপয় মাত্র জনপদে সিংহ-বিক্রান্ত বৃটনের পতনোন্মুখ গৌরব-পতাকা দুলিতেছিল, সেই সময়ে, সকল বন্দরে দ্রব্যসামগ্রীপূর্ণ পোত সকল বিপক্ষীয়গণের দ্বারা ধৃত হওয়ায়, অন্যান্য পণ্য ব্যবসায়ীদের ন্যায় পশুলোমের ব্যবসায়ীরাও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। এষ্টরও ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। বন্দরের দ্রব্যজাতপূর্ণ সাগরপোতসকল নাবিকগণ কর্ত্তৃক দূর সমুদ্রে নীত হইতেছে, কোনও তরণীর পণ্যরাজী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে। অনেকেই পশুলোম ক্রয়ের কার্য্য ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া অন্য অন্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিকলচিত্তে গৃহে বসিয়া হায় হায় করিয়া মর্ম্মযাতনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। উদ্যোগী-পুরুষ-সিংহ এষ্টরও অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রোপকূল ছাড়িয়া,—দূরে,—অতিদূরে, বন-বিন্যস্ত শাখা-পত্রযুক্ত দ্রুমরাজিসমাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল সুবিস্তৃত অরণ্যানী মধ্যে সম্প্রবিষ্ট হইলেন। মুখমণ্ডল, ভ্রূকুটি-পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক,—তবে ক্ষতিগ্রস্তবলিয়া ক্লিষ্ট। হৃদয়ে—অমিত বল, প্রাণে—প্রবলউৎসাহ; প্রতিজ্ঞা—প্রনষ্ট অর্থের সম্পূরণ। বাজারে ক্রয় করিবার লোক নাই। শিকারীদের গৃহে রাশি রাশি পশুলোম জমিয়া রহিয়াছে। বনবাসীদের গৃহে আসিলে তাঁহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সমুদয় মালেরই বায়না করিলেন। তিনি আরও অনেক পরিমাণ মাল লইবার জন্য তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে চুক্তি করিলেন। মধ্যে দালাল এবং অন্যান্য লোক রহিল না। দরিদ্র মৃগয়ুদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। সেই

খোরারণ্য মধ্যে তিনি অনেক কার্য্যালয় স্থাপন করিলেন। অপর সাংযাত্রিকগণ এই ঘটনা অবগত হইয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। কিন্তু, এষ্টর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি জানিতেন,—জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পশুলোম-সংক্রান্ত ব্যবসায়-কেন্দ্রসকল মালের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। যুদ্ধও শীঘ্রই শেষ হইবে। তাহাই ঘটিল। যুদ্ধ শেষ হইল। এষ্টব ক্রোড়পতি হইলেন। তিনি যদি সেই সময়ে, যে ব্যবসায়ে তিনি অগ্র সেইরূপ কোন নূতন ব্যবসায় আশ্রয় করতঃ আপনার সামর্থ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া, পূর্ব্বাশ্রিত কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন, তবে ফল নিশ্চয় অন্যরূপ হইত। কিন্তু, স্বীয় কার্য্যসাধিকা শক্তিকে নানা—দিকে বিভক্ত না করিয়া, কেবল পশুলোমের ব্যবসায় চালাইয়া,—স্বীয় জীবনে উৎসাহ, যত্ন, ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। একই মাত্র জীবিকাকে আশ্রয় ও সাধনা করিয়া তাহার সার্ব্বাঙ্গিন উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই, তাহা,—সময়ে—সুবর্ণরাশি বর্ষণ করিয়া থাকে।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনীশ্রেষ্ঠ মুশাজি হাজি সাহেবের নাম বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। তিনি,—দরিদ্রের সন্তান,—বাল্য কালে লেখাপড়া শিক্ষার কোনও উপায় করিতে পারেন নাই। তিনি যে শ্রেণীর গৃহস্থের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা তখনও আরম্ভ হয় নাই। মুশাজি,—যৌবনে পদার্পণ করিয়া,—কোনও একটি আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আত্মীয়টি বিলাতী জাহাজে খালাসীর কার্য্য করিত। তাহার নিকট বিদেশের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মুশাজির মনে বিদেশ দর্শনের

বাসনা জন্মিল। আত্মীয়ের সাহায্যে মেকিনান মেকেঞ্জির একটি জাহাজে, তিনি,—সামান্য বেতনে,—খালাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আপনার চরিত্রগুণে, ও পারদর্শিতা দর্শাইয়া—ক্রমে পদবৃদ্ধি হইয়া, তিনি 'ট্যাণ্ডেল' হইলেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সন্দর্শনে অর্ণবপোতের কর্ম্মচারীরা এবং আপিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। যখন যে বন্দরে জাহাজ লাগিত, তিনি সেস্থানে কৌতূহল পরবশ হইয়া—অর্ণবযান হইতে অবতরণ করিয়া—সহর পরিদর্শন করিতে যাইতেন। অন্যান্য সকলে যেরূপে দর্শন করে তিনি সেরূপে দেখিতেন না। জাহাজে ইংরাজদিগের সঙ্গে থাকিয়া,—সাহচর্য্যের অপরিহার্য্য ফলে,—সময়ের সুব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া সেই দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির তথ্য অনুসন্ধান করিতেন। বাজারে যাইয়া সন্ধান লইতেন,—কোন্ জিনিস কোথা হইতে আসিয়াছে। সে সকল কাহারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে সকল ব্যবহৃত হয় তাহা বিশেষ করিয়া জানিতেন। যখন অনুসন্ধান করিতেন, তখন সে সকল তাঁহার কোনও কার্য্যে লাগিবে না তাহাও জানিতেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ কার্য্য করিয়া,—স্বীয় সাধু চরিত্র, ও মিতব্যয়িতার গুণে—পরিজন প্রতিপালন এবং আত্মীয়বর্গকে সাহায্য করিয়াও, তিনি পাঁচ সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের সময় সন্নিকট দেখিয়া তিনি ব্যবসায় কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। মেকেঞ্জিদের জাহাজ রেঙ্গুন চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশেও গিয়া থাকে। সে সকল দেশে অধিবাসীরা রশুন ও ধনিয়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে সকল

দ্রব্য কলিকাতা হইতেই রপ্তানী হইয়া তথাকার বাজারে আমদানী হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে মুশাজি স্বীয় সঞ্চিত অর্থ লইয়া রশুন ও ধনিয়া ইত্যাদি ক্রয় করিয়া রেঙ্গুন ইত্যাদি স্থানে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কোম্পানী,—পুরাতন ভৃত্য বলিয়া তৎপ্রতি দয়াপরবশ হইয়া—মাশুলের হার অপরের অপেক্ষা অর্দ্ধেক করিয়া দিলেন, এবং ইহাও স্থির হইল যে, অন্য ব্যবসায়ীর মাল জাহাজ বোঝাই হইবার পর মুশাজির মাল বোঝাই হইবে। এই দুই কারণে তাঁহার নানাবিধ সুবিধা ঘটিল। বাজারের মাল স্বেচ্ছামত মূল্যে ক্রয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। যে হেতু মাশুলের হার তাঁহার পক্ষে অর্দ্ধেক হওয়ায়, তিনি, অপর সাংযাত্রিক-গণের সহিত প্রতিযোগিতা সূত্রে বাজার দর অপেক্ষা মাশুলের হার পরিমিত টাকা বেশী দিয়া ক্রয় করিলেও তাঁহার লোসকানের সম্ভাবনা নাই। কাজে কাজেই সকল ব্যবসায়ী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া পণ্য সমূহের মূল্যধার্য্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীর মালপত্র জাহাজে বোঝাই হইলে বাজারে ক্রেতার অভাব ঘটিয়া থাকে। মফঃস্বলবাসী বিক্রেতারা কাঁচামাল কলিকাতার বাজারে দ্বিতীয় জাহাজ ছাড়িবার দিন পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিতে পারে না। তখন একাকী সমুদয় মাল মুশাজি সস্তায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন। সকলের মালের উপরিভাগে তাঁহার মাল রাখিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার মাল ভাল অবস্থায় গন্তব্য-স্থানে পঁহুছিতে লাগিল। সকলের অগ্রে তিনি রেঙ্গুনের বাজারে—অধিক মূল্যে মাল বিক্রয়ে সমর্থ হইলেন। ব্যবসায়ের কৌশল ও তিনি ভাল রূপ শিক্ষা করিয়াছেন। নূতন ফসল উৎপন্ন হইবা মাত্র,—জাহাজ ছাড়িবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে,—তিনি সমব্যবসায়ী

বণিকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পাঁচ টাকা মূল্যের দ্রব্য সাত টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন। সমুদয় বঙ্গদেশে,—পল্লীতে পল্লীতে—ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণ পল্লিবাসীদিগের দীর্ণ প্রাণে যেন একটা নবীন-জীবন-স্রোত বহিয়া গেল! আশা-মায়াবিনীর কুহক-দণ্ড বিতাড়নে,—কৃষক প্রাণে যেন জীবন্ত উৎসাহের লহরিলীলা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শত শত তরণী তাঁহাদের শ্রমবারি সঞ্জাত শস্যভার বক্ষে লইয়া নদিভঙ্গে ক্ষেপণী ক্ষেপণে নৃত্য করিতে করিতে পদ্মালয়ার প্রীতি-নিকেন কলিকাতা অভিমুখে ছুটীল। কৃষকগণ আশাতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তে ছুটাছুটী করিয়া দেশে ফিরিল। দশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপনে যে কার্য্য সিদ্ধ না হয়, সেই কার্য্য প্রথম বারে স্বল্প লাভে কার্য্য করিয়া, সিদ্ধ হইল। সপ্তাহ না যাইতে লক্ষ লক্ষ মণ মাল কলিকাতায় পৌছিল। আড়তে স্থান নাই, রাখিবার জায়গা নাই। জাহাজ ছাড়িবার বিলম্ব আছে, যাহা সাত টাকায় সাত দিন পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় হইল। জাহাজ ছাড়িবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে কেবল মুশাজির ক্রয় করিবার দিন। বাজারে আর অন্য ক্রেতা নাই, কাজেই রশুন ও ধনিয়ার দর আরও নরম হইয়া পড়িল। মুশাজি লক্ষপতি হইলেন। তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা-ব্যঞ্জক বেশ-বিন্যাস শূন্য সাধারণ লোকের ন্যায় স্বয়ং আড়তে আড়তে বেড়াইয়া, স্বচক্ষে দেখিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার ত্রিশ লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতেও তাঁহার কাজকর্ম্ম বন্ধ হয় নাই! তিনি এক্ষণে ক্রোরপতি। তিনি তীর্থ পর্য্যটন, দান, ও পরোপকারে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। মুসলমান সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও যশঃ অতুলনীয়। তাঁহার ন্যায় পরোপ-

কারী-সহৃদয় ব্যক্তি মুসলমান সমাজে বিরল। তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়ী কর্ম্মীও বিরল।

বিশ্ববিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিশারদ ফ্যারাডের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে দরিদ্রতা জ্ঞানার্জ্জনের পথে,—ধনার্জ্জনের বর্ত্মে অন্তরায় রূপে তিষ্ঠিতে পারে না। রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত চূড়ামণি ফ্যারাডে, বাল্যকালে,—দরিদ্রতা নিবন্ধন ও সহায়-শূন্য অবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়, হইতে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন নাই। গ্রাম্য পাঠশালায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে মাতৃভাষা—ইংরাজি শিখিয়া, তিনি, একটি দপ্তরীর দোকানে উমেদার নিযুক্ত হইলেন। জ্ঞানার্জ্জন-পিপাসা তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলিল। উৎসাহ, একাগ্রতা ও যত্ন ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণাবলী তাঁহার অন্তরে বর্ত্তমান ; অভাব কেবল অর্থের। সেই উদ্যমশীল যুবক মহোৎসাহে জ্ঞানার্জ্জনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহতী প্রতিভা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, মাত্র রসায়ন-শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিল। এমত সময়ে, জ্ঞান-রত্নের বিপুল ভাণ্ডার 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রাটানীকা' নামক বিশ্ব-কোষ সেই দোকানে বাঁধাইবার জন্য প্রেরিত হইল। তিনি,—প্রভুর আদিষ্ট কার্য্য নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিয়া যে সময়ে সাবকাশ পাইতেন—সেই সময়ে, উক্ত বিরাটাবয়ব পুস্তক হইতে রসায়ন-বিদ্যা পাঠ করিতে লাগিলেন। দিন দিন ঐ শাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তার পর শ্রীমতী মারসেট্‌ প্রণীত সুন্দর রসায়ন গ্রন্থও বাঁধাই হইবার জন্য সেই কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইল। ফ্যারাডে, তাহা হইতে স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু, রসায়ন-বিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে পুস্তক

হইতে জ্ঞানলাভ যেরূপ আবশ্যক, তৎসঙ্গে সাক্ষাৎ পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয়ও তদ্রূপ প্রয়োজন। রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণেরও বিশেষ ভাবে আবশ্যকতা আছে। ফ্যারাডে শুনিতে পাইলেন নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনও এক জন পণ্ডিত রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। উক্ত পণ্ডিতের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ফ্যারাডে প্রভু সমীপে অনুমতি চাহিলেন। তিনি সেই দরিদ্র যুবকের জ্ঞানার্জ্জন-লালসা অবগত ছিলেন। প্রভু প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সেই সময় পণ্ডিতবর সাঁর হামফ্রে ডেভি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বিকাশের জন্য রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার শেষ চারিটী বক্তৃতা-সভায় ফ্যারাডে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। এই জ্ঞান-পিপাসু দরিদ্র যুবক বিজ্ঞান-মন্দিরের মধ্যে—অন্যান্য ছাত্রবর্গের এক পার্শ্বে নীরবে উপবিষ্ট থাকিতেন। পণ্ডিতবর ডেভি,—বাষ্প, ধাতু প্রভৃতির সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ, এবং মৌলিক গবেষণা পূর্ণ যে সকল জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহা, ফ্যারাডে একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে ধারণা করিতেছিলেন। রসায়ন সংক্রান্ত যে সকল পরীক্ষা সর্ব্ব-সমক্ষে সম্পাদিত হইতেছিল, তাহা, তিনি স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে, কয়েক দিবস পরে, ফ্যারাডে স্বহস্ত লিখিত একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের সহিত একখানি লিপি লিখিয়া জ্ঞান-বৃদ্ধ ডেভির নিকট প্রেরণ করিলেন। জ্ঞানগুরু ডেভি সে সকল পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন সেই পুস্তকখানিতে তাঁহার শেষ চারিটী বক্তৃতার সারাংশ অংশ প্রথমে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে; তার পর পরীক্ষণীয় অংশগুলি তুলিকা সাহায্যে সুন্দররূপে চিত্রিত ও

বিশদভাবে বিবৃত রহিয়াছে। সর্ব্বশেষে বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত একটি সূচী-পত্র লিখিত রহিয়াছে। তিনি পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, অজ্ঞাত কুলশীল লেখকের রসায়নশাস্ত্রে সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে। তখন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ডেভি লণ্ডনের রাজকীয় বিদ্যা-মন্দিরের রসায়ন-পরীক্ষাগারে সহকারী অনুশীলকের পদে শিক্ষার্থী অপরিচিত যুবক ফ্যারাডেকে মাসিক এক শত শিলিং বেতনে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে, দরিদ্র যুবক ফ্যারাডে, স্বীয় প্রযত্নে ও অধ্যবসায়ে, সভ্যজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশ্ববিজয়ী রাসায়নিক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত হইলেন।

যেখানে, বীর হৃদয়ে অভীষ্ট লাভের উদ্দেশে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বলবতী,—অদম্য উৎসাহ বর্ত্তমান, সেখানে যাবতীয় বাধাবিঘ্ন শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। শত প্রত্যূহও সেই জ্বলন্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। কিন্তু, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যদি সেই প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষের স্ফূর্ত্তিমতী ধীশক্তি একমাত্র রাসায়নিক শাস্ত্রে নিয়োজিত না হইয়া দশ দিকে দশটি বিষয়ের প্রতি বিক্ষিপ্ত হইত, তবে, হয়ত আজ ফ্যারাডের পাণ্ডিত্যের অকলঙ্ক যশোভাতি পণ্ডিত সমাজের নয়নমন পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইত না।

আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, সাহিত্যবিৎ—ইতিহাসের আলোচনা করিবেন না, বা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, আমাদের দেশের যুবককে বিদ্বানমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া, তার পর, তাঁহাকে অভীপ্সিত লক্ষ্যটির উদ্দেশে

স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। সে জন্য অন্যান্য শাস্ত্র দর্শন কোনও মতেই নিষিদ্ধ নহে। তবে,—সকল গুলিতেই সিদ্ধিলাভ—জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। জীবিকার্জ্জনের জন্যও এইরূপ একটি মাত্র লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া তৎসংসৃষ্ট শাখা নিচয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করা অতি আবশ্যক। তাহা না হইলে সে জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ হইল না।

মহামতি ক্যানিং, মহামন্ত্রী উইলিয়াম পিটের বন্ধুত্বে নির্ভর করিয়া স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে আরম্ভ করেন। পিটের বন্ধুত্ব লাভ না করিলে তাঁহার উন্নত জীবনের আরম্ভই হইত কি না বলিতে পারা যায় না। কিন্তু, তাঁহার বন্ধুবর পিট্ই বলিয়াছেন, "ক্যানিং যদি তাঁহার ব্যবশ্রিত লক্ষ্যের পথে যাত্রা করিয়া,—ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই পথ হইতে মাঝে মাঝে দূরে যাইয়া না পড়িতেন,—মধ্যে মধ্যে অন্য মার্গে পদার্পণ না করিয়া বরাবর লক্ষ্য-স্থানে উপস্থিত হইবার অভ্যাস করিতেন, তবে তাঁহার দ্বারা কোন্ কার্য্য না সাধিত হইতে পারিত?" কিন্তু, আমরা দেখিতেছি তাঁহার জীবন নিস্ফল হয় নাই। তিনি যেরূপ সুকৌশলে বাক্য বিন্যাস করিয়া বিদ্রূপ করিতে পারিতেন, যেরূপ সুন্দর বাগ্মিতার স্রোতে শ্রোতৃবর্গকে পরিপ্লাবিত করিতে সমর্থ ছিলেন, যেরূপ রাজনীতিবিৎ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন বোধ হয় তাঁহার মেধা দশ দিকে বিভক্ত হইয়া সামর্থ্যহীন হইয়া পড়াই সম্ভবপর। কিন্তু এই সকলের মূলে সেই একই লক্ষ্য বর্ত্তমান। রাজনৈতিক শক্তিলাভই ত্বদীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্বপক্ষীয় রাজনৈতিকদলের বিরোধী মতাবলম্বী দলপতিগণের উপরেই সেই সকল বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইত। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও

রাজনৈতিক জ্ঞান, একমাত্র রাজনৈতিক শক্তিলাভ রূপ লক্ষ্যের অভিমুখেই প্রয়োজিত হইত।

যে ক্ষেত্রে এক জন মানব সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে, সেইরূপ সাধনায়, সকলেই সিদ্ধি লাভের অধিকারী। ইহাই বিশ্বরাজ্যে বিশ্বনিয়ন্তার চিরন্তন নিয়ম বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে, এক এক জন কর্ম্মবীরের অমানুষিক সিদ্ধি দর্শনে আমরা বিমোহিত হইয়া পড়ি। বোধ হয় যেন সেরূপ সাধনা, সেরূপ সিদ্ধি অপরে সম্ভবে না। তাহার কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিশে হারা হই। প্রাচীন গ্রীসের সেই বিজয়-বৈজয়ন্তী যে অরাতিতপন কর্ম্মবীরের অমানুষিক সাধনায় সমগ্র ইউরোপের নগরে নগরে দেশে দেশে উড্ডীন্ হইয়া ঘুরিয়াছিল, সিকতাচ্ছন্ন আফ্রিকার সুনীল নীলনদতীরবর্ত্তী শ্যামলশস্যভারবিভূষিত ভূভাগ সাদরে সেই পতাকা বক্ষে ধারণ করিয়াছিল; তুরস্ক, আরব, তাতারের ধুরন্ধর বীরগণ যাঁহার পদতলে, মন্ত্রাহত ভুজঙ্গের ন্যায়, নিজ নিজ শির নত করিয়াছিল; প্রাচীন গর্ব্বোন্নত পারস্যের বিচূর্ণিত মস্তকোপরি সংগঠিত বিবাহ-বাসরে দাঁড়াইয়া উষা-বায়ু সন্তাড়িত অর্দ্ধ প্রস্ফুট কমল কোরকবৎ সুষমাময়ী পারস্য-রাজ দুহিতা যে সাধকের বরকণ্ঠে ভিকারিণী বেশে বাষ্পপীড়িত লোচনে কুসুম-মালা দোলাইয়াছিলেন; বীর প্রসবিনী ভারত-জননীর সিন্ধুনদতীরে যাঁহার বিজয়-ভৈরব-নিনাদ শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র, সিংহ-বিক্রান্ত পুরুরাজ সিংহ-বিক্রমে রাজকোট্ট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাদরে রণক্ষেত্রে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মবীর আলেক্জেণ্ডারের পরিত্যক্ত

রত্ন-রাজি-বিখচিত-হৈম-মুকুট আর কোনও সাধকের শিরে উঠিল না কেন? সূর্য্যবংশাবতংশ সূর্য্যকরোজ্জ্বল যশোভাতি-সম্পন্ন মহারাণা প্রতাপ সিংহ, হলদিঘাটের দ্বিষৎ-শোণিতসিক্ত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মদপ্লাবিত করিকুম্ভশিরে উপবিষ্ট আধোরণকে ভল্লাহত করিয়া দিল্লীশ্বর-তনয় সেলিমের সম্মুখে যে ব্রত গ্রহণ করিয়া চৈতক-পৃষ্ঠে নিক্রান্ত হইয়া আরাবল্লীর কান্তারে, প্রান্তরে, গিরিগুহায়, অধিত্যকায়,—পঞ্চবিংশ বর্ষ-ব্যাপী যেরূপ সাধনা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া তাহার তুলনা, অনুরূপ সাধনা অনুরূপ সাধক কোথাও দেখিতে পাইলাম না—কেন? মহাবীর টোগো ক্ষুদ্রদ্বীপ জাপানের নীলাম্বুরাশিবক্ষে ফেনিল তরঙ্গোপরে যে অভিনব শ্মশানক্ষেত্র রচনা করিয়া শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কৈ, আর একটি সাধককে সেরূপ সাধনা করিতে দেখিতে পাই না কেন? কে উত্তর দিবে? আর এক জন সাধক—দার্শনিক চূড়ামণি জন ষ্টুয়ার্ট মিল। দর্শন-শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে যাঁহার মহীয়সী প্রতিভা পর্য্যবসিতা হয় নাই;—উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, ও সঙ্গীত-কলাতেও সেই একই প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই অতুলনীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন-সাধকশ্রেষ্ঠের তুলনা আর কোথাও নয়ন-গোচর হয় না কেন?

আর মনে পড়ে,—আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের, ক্ষুদ্র বালকের—অক্ষুদ্র সাধনা। সে সাধনা যেন অনন্ত—অপ্রমেয়! অশান্ত লবনাম্বু বীচমালী পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কোর্সিকা দ্বীপের অধিবাসী দরিদ্র-অশান্ত বালকের অপূর্ব্ব সাধনা। যে বালককে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের অনেকেই জানিত না, তাহারই সাধনা সর্ব্ব-জন-বিদিত হইয়াছিল। বালকও যৌবনে পদার্পণ করিয়া স্বীয় সাধনার বলে অনন্ত বসুধাকে ক্ষুদ্রা

করিয়াছিল! কোটী কোটী নরনারী সাধককে হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ বীর্য্যহীন মৃতকল্প পুরুষ সেই সাধকের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছিল। লক্ষাধিক ধুরন্ধর দেশ-সেবক বীর-হৃদয়ের রক্তদানে সাধকের চরণতল বিধৌত করিয়া স্ব স্ব প্রাণ দক্ষিণা দিয়াছিল। সেই সাধক,—বালকবেশে, নিরাশ্রয়ে, ফরাসিরাজ্যে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় হৃদয়ের অমিত বিক্রম, বিপুল সাহস, জলন্ত উৎসাহ এবং নির্ম্মলা ধীশক্তিকে সহায় করিয়া—অফুরন্ত যৌবনেই ফরাসি-রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞানের নিকট সভ্য-জগতের রাষ্ট্রনিচয়ের কূটরাজনীতি-বিশারদ সচিববৃন্দ পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিশান্তে,—সংগ্রাম-ক্ষেত্রে—আরব্ধ-সংগ্রাম যখন ঘোরতর হইয়া লক্ষাধিক বীরগণের গগনভেদী বিকট চীৎকার, ও তুরঙ্গের হ্রেষণ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার সহিত মিশিয়া রণস্থল বিকম্পিত করিত; তখনও সেই সাধক—সেই অরিন্দম সাধন-ক্ষেত্রে, ধীর, স্থির, স্থাণুবৎ;—নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ শিখাবৎ অচঞ্চল। যখন সহস্র কামান ভৈরব গর্জ্জনে ডাকিয়া ডাকিয়া কালানলশিখার সহিত পুঞ্জ-পুঞ্জ ধূমো-দগীরণ করিত; তখনও সেই—সাধক সেই অরাতিবিজয়ী সাধন-ক্ষেত্রে লক্ষ্যের সাধনায় নিমগ্ন। মধ্যাহ্নে যখন মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ,—আহতের করুণ চীৎকার,—লক্ষ লক্ষ লৌহময় নালিকমুখ বিনির্গত শন্ শন্ শব্দ সহ মিশ্রিত হইয়া, নদী-গর্ভে, পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইয়া, ফিরিয়া আসিয়া, কামান গর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া, ধূমপুঞ্জশিরে লইয়া, পবন-হিল্লোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ঘনাশ্রয়ে উঠিয়া, ঘণঘনস্তরে মিশ্রিত হইয়া, দিনান্তে, ভৈরবীরূপিণী-তমস্বিনীর তমাচ্ছন্ন ক্রোড়ে গড়াইয়া পড়িয়া, প্রলয় কালের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত,

তখনও সেই অরিমর্দ্দন সাধক—সাধননিমগ্ন, তখনও শান্তচিত্ত,—লক্ষ্যের অনুগামী। পর দিন প্রভাতে বিজয়লক্ষ্মী কোন পক্ষকে বরদান করিবেন, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট, নিদারুণ পরিশ্রমে ক্লান্ত, নায়কগণের ঘর্ম্মাক্ত ধূমাচ্ছাদিত অবসন্ন অবয়ব যখন সন্তাপ-হারিণী নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত, তখনও সাধক-শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান কর্ম্মযোগে নিযুক্ত রহিয়াছেন! সেই সংশয়জনক মুহূর্ত্তে লিপিকুশল দ্বাদশ ব্যক্তি রাজ-নৈতিক, বিশ্ববিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, পূর্ত্তবিভাগ, সৈন্যগণের জন্য বিনামা প্রস্তুত, তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ, দূরস্থ সেনাপতিগণের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকারের বিভিন্ন বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিতেছেন। সচিববর্গ লেখক, বক্তা সম্রাটকেশরী নেপোলিয়ান স্বয়ং। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের চন্দ্রাতপ তলে—ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার অস্পষ্ট আলোকে কার্য্য চলিতেছে। আলোক অস্পষ্ট, পাছে শত্রুপক্ষ সেই ক্ষীণালোক লক্ষ্যে আলোকময় লৌহপিণ্ড নিক্ষেপ করে! সেই সংশয়জনক মুহূর্ত্তে, পীরানিজ পর্ব্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া মিত্রবর স্পেনরাজ মিত্রতার আবরণে রণ-রঙ্গ-প্রয়াসিনী স্পেনিস-বাহিনী সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। অবসর্প সে সমাচার বিজ্ঞাপন করিতেছে। সেই সংশয়াত্মক ক্ষণে, প্রণিধি-বাক্য প্রণিধানেও সাধক-শ্রেষ্ঠ অচঞ্চল,—কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত! সেই মিত্ররূপী অররুকে কি উপায়ে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহারই উপদেশ অনতিবিলম্বে আর এক জন সহচর দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়া সেই অবসর্পকরে অর্পিত হইল। সন্দেশবাহী ত্বরাগতি পত্রহস্তে ঘোটকা-রোহণে নিক্রান্ত হইল। যখনই বিপক্ষীয় বিশাল বারিধি

সদৃশ বিশাল চমূর সহিত সম্রাট নেপোলিয়ানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সৈন্যশ্রেণীর ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, তখনও তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে অংশদ্বয়ে বিভাগ করিয়া ক্ষুদ্রতম অংশটিকে সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া দিতেন। তাঁহার পরিমিত সৈন্যসংখ্যা দর্শন করিয়া অরিপক্ষীয় অপরিমিত সেনাদল আস্ফালন করিত। ক্রমে অত্যাধিক শ্রমে যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িত, তখন তিনি দূরবীক্ষণের সাহায্যে বিপক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। বিপক্ষীয় কোনও সেনামুখ, যেখানে,—যে মুহূর্ত্তে একটু ভীত,—কথঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই—সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি নিপতিত হইল। লক্ষ্যও স্থির হইয়া গেল; কর্ত্তব্যও অবধারিত হইল, যুদ্ধও শেষ হইয়া গেল বলিতে হইবে। যে ব্যূহ-পঙ্ক্তি এতক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিল, সেই পৃতনা,—নেপোলিয়ানের ইঙ্গিতমাত্রে,— সেই বিচঞ্চল সেনামুখ অভিমুখে ধাবিত হইল। তাঁহার ক্লান্ত সৈন্যদল, তদ্দর্শনে নবীন উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিল; কুম্ভীরাকৃতি লৌহময়ী সমগ্র কামানশ্রেণী দিগন্ত ধূমপটলে আচ্ছাদন এবং গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকম্পন করিয়া সেই একই লক্ষ্যে অগ্নিময় গোলারাশি বর্ষণ করিতে লাগিল; সমুদয় বন্দুকের গুলি সেই এক মাত্র লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল! রণভেরী,—সাঙ্কেতিক নিনাদে—নিশ্চিত-মৃত্যুর তরঙ্গ-ভঙ্গে রণরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিবার জন্য—ফ্রান্স-রাজ-লক্ষ্মীর রণোন্মত্ত সন্তানগণকে আবেগ বিকম্পিত-আকুল-নাদে আহ্বান করিতে লাগিল! সেই আহ্বানে সমুদয় সাদী,—সমগ্র পদাতি, প্রতি পত্তি,—সেনামুখ সংহতি,—প্রতি বাহিনী,—প্রত্যেক অনীকিনী সেই একই লক্ষ্যস্থ ভীত চঞ্চলিত

সেনামুখ আক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন, খণ্ডিত, ও বিত্রাসিত করিয়া ফেলিল। কর্ম্মবীর নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তের মূল্য বুঝিতেন। এই সমুদয় কার্য্য, সেই একই মুহূর্ত্তে নিষ্পন্ন হইল। যখন সেই লক্ষ্যচ্যুত বিপর্য্যস্ত সৈন্যদল ইতস্ততঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, তখনও নেপোলিয়ানের সমগ্র শক্তি বারিস্রোতোবেগে পশ্চাতে ছুটিতেছে! সেই প্রকৃত সেনামুখের দুরবস্থা দর্শন করিয়া বিপক্ষীয় বিরাট দুর্দ্ধর্ষ চমূ বুঝিল, তাহারা পরাজিত হইয়াছে। তখন তাহারাও রণে পরাজয় স্বীকার করতঃ—ভীত,—বিভ্রান্ত কটকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। নেপোলিয়ানের রণজয় হইল। এই জগদ্বিখ্যাত কর্ম্মযোগীই অভিধান হইতে 'অসম্ভব' শব্দটি মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। অভ্রভেদী দুর্লঙ্ঘ্য আল্পগিরিমালা বক্ষ পাতিয়া এই কর্ম্মবীরের অনুচরবর্গকে সসম্ভ্রমে পথ দান করিয়াছিল। এরূপ ভাস্বতী ধীশক্তি, জীবন্ত অধ্যবসায়, এবং জ্বলন্ত উৎসাহের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে কি?

এই সকল কর্ম্মবীরের কৃতকার্য্যতার মূলে যে সকল গুণ বর্ত্তমান, তাহা অপরে সম্ভাবিত কি না, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে,—সাধারণ স্বাস্থ্য ও বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্যের আরাধনায় তাঁহার যাবতীয় শক্তি ক্রমশঃ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই তিনি কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই সাধকের আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রবাহিনী কোনও একটি লক্ষ্য সাধনে প্রযুক্ত হইয়া, পথিমধ্যে সহসা,—সামান্য বিঘ্ন সন্দর্শনে, তাহা কল্পনা বলে ভীষণ ভাবিয়া ভয়ে—পথভ্রষ্ট হইয়া—বিভিন্ন লক্ষ্যের সাধনায় নিয়োজিত হইলে, যেরূপ কর্ণধারবিহীনা তরণী বায়ুভরে গন্তব্য-পথে ধাবিত হইয়া, সকল

বাতচক্রে—মহার্ণবে—বিঘূর্ণিত, বিপর্য্যস্ত হইয়া, অবশেষে পণ্য এবং সাংযাত্রিকবর্গ সহ নিমজ্জিত হয়, তদ্রূপ, সাধকেরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবার সমধিক সম্ভাবনা।

মানব-জীবনে, একটি লক্ষ্যের সাধনা ও একটি বিষয়ের সাধনা, অতীব বিভিন্ন। এক বিষয়ের সাধনার সঙ্গে আর পাঁচটি লক্ষ্যের সাধনা চলিতে পারে না। কিন্তু একটি লক্ষ্যের সাধনায় পাঁচটি বিষয়ের শিক্ষা চলিতে পারে। এবং, যে ক্ষেত্রে বিষয়গুলির সহিত লক্ষ্যটির অঙ্গাঙ্গিভাব, সেই স্থলে লক্ষ্যের সহিত বিষয়গুলির সাধনা অপরিহার্য্য।

ইংলণ্ডের সচিব-শ্রেষ্ঠ গ্ল্যাডষ্টোনের রাজনৈতিক উন্নতিলাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় দয়া, ধার্ম্মিকত্ব, বাগ্মি-বত্তা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ কয়জন অমাত্যের ছিল? কয়জন সচিব তাঁহার ন্যায় সাহিত্য-চর্চ্চায় কৃতিত্ব দর্শাইতে সমর্থ হইয়াছেন? যে বৃটিশের বুয়ার-কৃষকদিগের সহিত সংগ্রামে ইংরাজ-বীরের শোণিত-প্রবাহ ছুটিয়া আফ্রিকার উত্তপ্ত বালুকারাশি সিক্ত করিয়াছিল, যে ঘোরতর সংঘর্ষণে অপরাজেয়ী গ্রেট-বৃটনকে বীর-শূন্য-প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে সময়ে ইংলণ্ডবাসী ধনী ও দরিদ্রের শোণিত-সম-সুবর্ণরাশি দেশ দেশান্তরে রণ-সম্ভার-সংগ্রহে ব্যয়িত হইয়াছিল,—পুণ্যবতী বৃটন-রাণীর অমূল্য জীবন মরণের পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল; সেই ভয়াবহ ঘটনা দশবর্ষ পূর্ব্বে, মাজুবা-গিরি-সঙ্কটে সংঘটিত যুদ্ধের পরদিনই ঘটিবার কথা। কিন্তু, এই কর্ম্মযোগী,—রাজনৈতিক-সুধী-সমাজের শিরোমণি মহামতি গ্ল্যাডষ্টোনের বহুদর্শিতায় ও দূরদৃষ্টির ফলে সংঘটিত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক সাধনায় এই সাধক-চূড়ামণি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন;—ইহাই তাঁহার জীবনের

একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অপরাপর মনুষ্যত্ব-বিকাশী বিষয়ের আলোচনায় তিনি অমনোযোগী ছিলেন না।

যেরূপ, সীবনী-কর্ম্ম-নিপুণ সূচিক কেবল সীবন-কার্য্যকেই জীবনের লক্ষ্য রাখিয়া যদি আপনাকে একটি জীবন্ত সূচীতেই পরিণত করে,—অথবা, যেরূপ অনেক শ্রমজীবী বৃক্ষভিৎ দ্বারা কাষ্ঠ ছেদনে ধনার্জ্জনমাত্র করিয়া যদি তাহার জীবনকে পানাহারক্ষম জীবন্ত বৃক্ষাদনেতেই পরিণত করে,—মনুষ্যত্বলাভ ও জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতির দিকে একবারেই দৃষ্টিপাত না করে, তবে ঐ সীবনী বা বৃক্ষভিৎ-মাত্র-লক্ষ্য জীবনের সার্থকতা কোথায়? সে সকলকে জীবিকার বিষয় মাত্রে রক্ষা করিয়া,—কোনও এক উন্নত লক্ষ্য আশ্রয়ে—মানব-জীবনের সার্থকতা সাধনের জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। পণ্ডিতবর বিশপ্ বট্‌লার, ধর্ম্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য পুস্তক প্রণয়নে তদীয় অমূল্য জীবনের বহুমূল্য—বিংশতি বর্ষ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই বলিয়া তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার উন্মেষণে বা তদীয় ধর্ম্মপথের কর্ত্তব্য নিচয় সম্পাদনে কখনও অবহেলা করেন নাই।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়াড´ গিবন "রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন" নামক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ এবং রচনার জন্য বিংশ বর্ষ অমানুষিক শ্রমসাধ্য সাধনায় নিরত ছিলেন। ঐ ইতিহাসের সম্পাদন কার্য্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তৎসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানালোচনায় ও মনুষ্যত্ব-বিকাশক কর্ম্ম সাধনে,—লক্ষ্যপথে—বিশ্রাম লাভ করিয়া, শ্রান্তকায় ও ক্লান্ত মনকে নবীন উৎসাহ দানে সঞ্জীবিত করিতেন।

লক্ষ্যের প্রতি সাধকের একান্ত অনুরাগ থাকা নিতান্ত

প্রয়োজন। লক্ষ্যের সাধনায় আনন্দানুভব করা চাই। একই লক্ষ্যের বহুদিন ব্যাপী নিরন্তর সাধনায়, কর্ম-মার্গে যে ক্লান্তি ও বিরক্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। সুচতুর কর্মযোগীকে, সুকৌশলে, —মাঝে মাঝে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশের দ্বারা—আবশ্যক মত বিশ্রামলাভ করিয়া, বিপুল উৎসাহে, নবীন উদ্যমে ব্রত সাধনায় রত থাকিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ সাধকবৃন্দ, বিশ্রাম অর্থে,—আলস্যের ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা কার্য্যের পর কার্য্যান্তরে নিয়োজিত হইয়া, আবশ্যক মতে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের দ্বারা,—শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা, মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করিয়া—শরীরে ও মনে নবীন উদ্যমে কর্মশীলতার প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে, সকল বিষয়, কার্য্যক্ষেত্রে, সাধকের উপস্থিত-বুদ্ধির—প্রত্যুৎপন্নমতির উপর নির্ভর করে। সাধনার প্রকৃত রহস্য এই যে, জীবনে যে লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া সাধন-মার্গে যাত্রা আরব্ধ হইয়াছে, আবশ্যকানুযায়ী, মাঝে মাঝে লক্ষ্যপথেই বিশ্রাম করিয়া, দুর্লজ্ঘ্য বিঘ্ন সন্দর্শনে দুর্ম্মনায়মান না হইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, স্বীয় লক্ষ্যের—অভীষ্ট দেবতার দেবায়তনে পঁহুছিয়া, মন্দির-দ্বারে, শারীরিক ও মানসিক সমগ্র শক্তি সহকারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে হইবে। আঘাতের পর আঘাত,—তা'র পরেও আঘাত, তাহার পর—গৌরব-দীপ্তি-প্রদীপ্তা সিদ্ধেশ্বরীর সুবর্ণ-মন্দিরের হিরণ্ময় দ্বার উদ্‌ঘাটিত, এবং অমিতৈশ্বর্য্যশালিনী বিজয়-শ্রীর আশীর্ম্মাল্যে সাধকের কণ্ঠ বিভূষিত হইবে,—সাধনা পূর্ণ হইবে;—বিজয়-লক্ষ্মীর করুণা-কটাক্ষের জ্যোতির্ম্ময় প্রবাহ সম্পাতে সাধকের দুর্ভাগ্যের ঘনীভূত তমোরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

—:*:—



একাদশ অধ্যায়।

সাধনার পথে

জ্ঞান, ধন, বা অন্য কোনও লক্ষ্য উপলক্ষে সাধনারম্ভ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে, সাধকের অন্তরস্থ অননুভূত স্বাভাবিক গুণালোক প্রদীপ্ত করতঃ—গন্তব্য-মার্গ আলোকিত করিয়া, তাঁহার সাহায্যে সাধককে গমন করিতে হইবে। ইহার জন্য তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে না। সে আলোক প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়াভ্যন্তরে অস্পষ্ট অবস্থায় ভগবদেচ্ছায় সংরক্ষিত আছে। কেবল তাহার নির্ম্মলতা ও বিকাশ সাধনার প্রয়োজন। আর্জ্জব, সচ্চরিত্রতা, মাৎসর্য্যশূন্যতা, সত্য, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি মনুষ্যত্ব পরিচায়ক নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত সেই পবিত্র হৃদয়-জ্যোতিঃ অন্তরস্থল হইতে সদ্‌গুণাবলিরূপে সর্ব্বাগ্রে বিচ্ছুরিত করিতে হইবে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন অবশ্য করণীয়। সাধনার বর্ত্মে চলিতে আরম্ভ করিয়া, ক্লান্তির আবেশে পান্থকে যখন পথিমধ্যে বসিয়া পড়িতে হয়,—প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বারংবার মনে পড়ে, বিফলতার অরুন্তুদ যাতনায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তখন বন্ধুবর্গের আশ্বাস-বাণী, অথবা কৃতার্থম্মন্য সাধকের

সন্দৃষ্টান্ত—অতীব সাহায্য করিয়া থাকে। অভ্রভেদী হিমগিরি-শিখরে অধিষ্ঠিত ভগবান্ বদ্রিনারায়ণের দর্শন কামনায় কত তীর্থ-যাত্রী যাত্রা করিতেছে! সেই প্রস্তর-খণ্ড-সমাচ্ছন্ন দুর্গম ও বন্ধুর বর্ত্মে জিগমিষু কোন কোন যাত্রী যখন পথপ্রান্তে ক্লান্ত কলেবরে উপত্যকা নিম্নেদৃষ্টিপাত করে, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! ক্রমোন্নত-শিখর-পরম্পরা-রুক্ষ যাত্রিক কম্পিত চরণে গমনে অশক্ত হইয়া বসিয়া পড়ে,—প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় ভূরিশঃ পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিতে থাকে,—তখন অপর বলবান্ ও শ্রমসহিষ্ণু তীর্থসেবীরা বদ্রিনারায়ণ সন্দর্শনে ধন্য হইয়া আনন্দিত চিত্তে সেই উচ্চাবচ অদ্রি পথে ফিরিয়া, শ্রান্তিক্ষীণ ম্লানমুখ যাত্রীর নিকটে আসিয়া,—দলে দলে,—"জয় বদ্রিনারায়ণজী কি জয়"।—বলিয়া একত্রে সমকণ্ঠে যখন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন সেই শব্দ,—ধূল্যবলুণ্ঠিত পরিশ্রান্ত যাত্রীর অবসন্ন চিত্তে নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহাগ্নি সন্ধুক্ষিত করে। তখনই সেই রুগ্নদেহা বিকলচিত্ত তীর্থযাত্রী নব বলে বলীয়ান্,—নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া,—দেব-দর্শনে নয়ন-মন সার্থক করিবার বাসনায়,—পারত্রিক-মঙ্গল-কামনায় স্বীয়পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হয়,—আবার দ্রুতপদ-সঞ্চারে, অতটে—বন্ধুর-লক্ষ্যপথে চলিতে থাকে।

জ্ঞানার্জ্জন বা ধনার্জ্জনের সাধনার পথে সাধক যখন অত্যাধিক পরিশ্রমে বিষাদগ্রস্ত বা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন, তিনি, তাঁহার সাধন মার্গের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ণকাম সাধকবৃন্দের জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনায় সিদ্ধিলাভের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আপনার বিষাদান্ধ-কারময় হৃদয়-কন্দরে উৎসাহরূপবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার আলোকে, দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত লক্ষ্যাভিমুখে গমন করিতে

আবার সমর্থ হইয়া থাকেন। যেন মনে থাকে সেই উৎসাহ-বহ্নি কর্ম্মাসনের সহিত কঠিন বাধা-বিঘ্নোপলখণ্ডের সংঘর্ষণ ফলে কর্ম্মী সাধকের অন্তরে উৎপাদিত হয়। সম্‌প্রেস নামক জনৈক দৌর্ভাগিনেয়—বাল্যকালে—আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরীতে কোনও শকট নির্ম্মাণের কর্ম্মশালায় শিক্ষানবীসের কার্য্য করিত। সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। বিপদার্ত্ত বালক অশন-বসনের-চিন্তায় অস্থির হইয়া নিরাশ-চাহনিতে একবার সেই বহুজনাকীর্ণা পুরুষকারের রঙ্গভূমি নিউইয়র্কনগরীর সৌধমালার দিকে চাহিল। শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের,—অনাঢ্যসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ভ্যাণ্ডারবিল, জন রক্‌ফেলার প্রভৃতি যে সকল স্বনামধন্য পুরুষ অধ্যবসায় ও পুরুষকার বলে—সাধনার দ্বারা—দুর্ভাগ্যকে তিরস্কার করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের রাজপ্রাসাদোপম হর্ম্ম্যরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চীর-বসন-পরিহিত সম্‌ প্রেস মনোহরা অলকার সুদৃশ্য বর্ত্ম-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সেই সকল ক্রোড়পতির জীবন কাহিনী স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ সাধনার দ্বারা তাহার পক্ষে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভ সম্ভবপর কিনা, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিল। পরিশেষে, প্রেস আপন মনে পর্য্যালোচনার পর এরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, যে,—উন্নতির দ্বার সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত হওয়া সম্ভবপর। যিনিই চেষ্টা করিবেন,—সাধনা করিবেন, তিনিই কমলার কৃপালাভে অধিকারী। কেবল নিশ্চেষ্ট—অধ্যবসায়শূন্য ব্যক্তির তথায় প্রবেশের অধিকার নাই। এখন, তাহার অশান্তির লীলা-নিকেতন—রুদ্র-শ্মশান-প্রায়—নিরানন্দ-নিরাশা-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি-সাগর-শীকর-পরিবাহী শান্ত-

সমীরণ প্রবাহিত হইল। এলে, যেন কি এক সুষুপ্তি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া, প্রবোধিত মনে—প্রবুদ্ধ নয়নে দর্শন করিলেন,—সহস্রদীধিতি ভূযাম্পতির সমুজ্জ্বল কিরণ সম্পাত্তে ঘনান্ধকারাবৃত বৃহদাটবী মধ্যে প্রতানিনী-প্রস্তর-ন্যগ্রোধচ্ছায়া তলে হিংস্র শ্বাপদ সন্দর্শনে অসহায় কিন্তু সাহসী পরিব্রাজক যেরূপ সতর্কতার সহিত সেই বনস্থলী অতিক্রম করেন সলও দেখিলেন অপূর্ণ যৌবনে তাঁহার হৃদয়ারণ্যানী মধ্যে বলশালী হিংস্র অরণ্যখ-সদৃশ প্রবল মনুষ্যত্বের বিরোধিনী মনোবৃত্তিরাজী,—রূপতৃষ্ণা, পরশ্রীকাতরতা, পরাবমর্দ্দন স্পৃহা প্রভৃতি অতিশয় প্রবল। কঠিন সামা-মন্ত্র-মুখরিত-নয়ন-মনোমোহন-বিচিত্র-হর্ম্ম্যরাজি পরিশোভনা নিউইয়র্কনগরী আপাতরম্য-পরিণামাশুভ বিলাস-ব্যসনেপূর্ণ; কৃষ্ণকর্ম্মা মানবতনুধারী পিশাচদল অসতর্ক-যুবকবৃন্দকে মনুষ্যত্বের পরিপন্থি বস্মে আকর্ষণ করিবার জন্য সহচররূপে আলিঙ্গন দানে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছে। এতদিন বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করিয়া যাহাদের প্রতি এলে আকৃষ্ট ছিলেন, তাহারা অনেকেই কর্বুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন। সাবধানে সে সকল সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া পবিত্রচরিত্র এলে সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেন।

তখন চীরধারী সারণিক সল এলে পথিপার্শ্বে বসিয়াই স্বীয় তামস্রাচ্ছন্ন হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া স্বীয় দুর্দ্দশার মোচনকল্পে দৃঢ়-চিত্ত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—হয় ধনার্জ্জন করিয়া আপনার দারিদ্র-দুঃখ-দুর্দ্দশা বিদূরিত করিব,—নতুবা সাধন-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। চীরবসনপরিহিত সল এলে শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিত্য নিয়মিতকাল শ্রম করিয়া,—

অবকাশ কালে অন্যত্র পরিশ্রম করিয়া,—ক্রমে অর্থলাভ করতঃ তদ্বারা ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া পরিধান করিতে সমর্থ হইলেন। দরিদ্র শ্রমজীবী এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পক্ষেও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা অসম্ভব নহে। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে উন্নতি লাভের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণরাশি বিকসিত ও প্রবর্দ্ধিত হইল। সেই তরুণ বয়স্ক বালক,—ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া, অবিচলিত চিত্তে,—বিপুল উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত—সাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লক্ষ্য পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। এক্ষণে সাধনা দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল,—লক্ষ্যও ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইল। মণিহার-ভূষণা পঙ্কজ-শোভা-মোচন-লোচনা ইন্দীবরাসনা কমলার কমল-নির্ম্মাল্য-দল-পরিমুক্ত-পবিত্রগন্ধসম্পৃক্ত রজোস্পর্শে—দ্রুতপদ সঞ্চারে দেবীর রৌপ্য-মন্দির-দ্বারে উপনীত হইয়া, দৃঢ়ব্রত সদ্য এক্ষে, ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। কঠোর-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল। যৌবনের সীমা অতিক্রান্ত না হইতেই, লীলাময়ী কর্ম্মদেবীর রঙ্গভূমি,—কমলার ক্রীড়া নিকেতন আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের শ্রেষ্ঠা নগরী নিউইয়র্কের মধ্যে, অনাঢ্য সদ্য এক্ষে,—চরিত্রগুণে এবং সাধনার বলে—আঢ্য হইয়া ধনাঢ্য বণিক্-সমাজে আসন লাভ করিলেন।

পাশ্চাত্য-দেশবাসী জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি কি উপায়ে আপনাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় নিজেই এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন ;—"আমি যৌবনাবস্থায় দরিদ্র-রাক্ষসীর নিপীড়নে উদরান্নসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, একদা এক মাল-গুদামে প্রবেশ করিয়া—তথায় একটি লিপিকারের আবশ্যক আছে কি না—জিজ্ঞাসা করিলাম। কর্কশ স্বরে 'না' এই শব্দ মাত্র

উচ্চারিত হইল। সকলেই নিম্ন-দৃষ্টে—হেঁট মুণ্ডে—স্ব-স্ব লেখাপড়ায় নিযুক্ত,—আমার প্রতি কেহই চাহিয়াও দেখিলেন না। তখন মনে ভাবিলাম, ইহাদের লেখনিকের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, শ্রম-জীবীর আবশ্যক হয়ত হইলে হইতে পারে। কিন্তু তখন আমি ফুল-বাবু সাজিয়া কেরাণী হইতে গিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে শ্রমজীবী হইবার প্রার্থনা বিসদৃশ! এ সময় প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর। তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। পরদিন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলাম,—মজুরের বেশ গ্রহণ করিয়া,—মজুর সাজিয়া বরাবর সেই গুদামে আবার প্রবেশ করিলাম। সেবারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সেখানে কোন দারবানের কার্য্য পাওয়া যায় কিনা? আবার জলদপ্রতিমস্বনে উত্তর হইল,—"না"। হতাশ-হৃদয়ে তখনই বলিলাম,—"একটা মজুরের কাজ? মহাশয়। যে সামান্য বেতন দিবেন তাহাতেই আমি স্বীকৃত। বেতন আমার উদ্দেশ্যনহে। আমি কাজ চাই। জীবনটাকে আলস্যে না কাটাইয়া কার্য্যে লাগাইতে চাই।" শেষ কথা কয়টী তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তাঁহারা, মালের ঘরে—সামান্য বেতনে—মজুরের কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। মাহিয়ানা এতই সামান্য যে তাহাতে দিন চলা ভার।

"মালপত্রের গুদামে অল্প দিন কার্য্য করিয়া তথাকার বড় কর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি করিতে কৃতকার্য্য হইলাম। সেই ঘরে যে সকল জিনিসপত্র নিত্য নষ্ট হইত, সে গুলি যত্ন করিয়া কুড়াইয়া একত্র করিয়া রাখিয়া দিতাম। আমার নিত্যকার্য্যের কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া প্রতি দিন তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। একমাসে তাহা এত অধিক পরিমাণে জড় হইয়াছিল, যে, তাহার মূল্য আমার মাহিনার অপেক্ষা দশ গুণ অধিক হইল। কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিলেন।

আমার মনিবের ভাণ্ডারে যে সকল লোকজন মালপত্র চুরি করিত, তাহাদের দুষ্কার্য্য প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া, তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতাম। যাহারা ইহাতেও চুরি বন্ধ করিত না, কোনমতেই ভীত হইত না, তাহাদিগকে চুরির বামাল সহিত ধরাইয়া দিতাম। আমি কখনও দুই ঘণ্টার ছুটি চাহি নাই। মনিব যদি রাত্রী তিনটার সময় কোনও কাজ করিবার জন্য হুকুম করিতেন,—তাহা পালন করিতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, —সকলকে বাড়ী যাইতে বলিয়া, আমি তাহা সম্পাদন করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতাম। ভোরে যে সকল নৌকা ছাড়িয়া যাইত, তাহাতে আমি মজুরের দ্বারা মালপত্র বোঝাই দেওয়াইতাম, মজুরের অভাবে নিজে কাঁধে করিয়া কখন কখন সে সকল বহিতাম। অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে সাধনার দ্বারা সিদ্ধি হইল। আমি, কার্য্য-তৎপরতার গুণে, মনিবকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলাম, নিজেকে তাঁহার এরূপ অত্যাবশ্যক কর্ম্মচারী করিয়া তুলিয়াছিলাম, যে, এক দণ্ডও আমাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার চলিবার উপায় রহিল না। আমি যে দিকে না যাই, যে দিকে না পর্য্যবেক্ষণ করি, সে দিকেই তাঁহার অসুবিধা। ক্রমে আমার পদোন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। বড় হইতে আরও বড় কার্য্যে আমি উন্নীত হইতে লাগিলাম। তার পর, সেই বিস্তৃত ব্যবসায় কার্য্যে—প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। প্রভুর অর্থোপার্জ্জন বর্দ্ধিত করিতে এবং সেই সঙ্গে স্বয়ং সুখ সমৃদ্ধি উপভোগ করিতে সমর্থ হইলাম।"

উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি;—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞাপালন, অদম্য অধ্যবসায়, এবং

সচ্চরিত্রতার গুণে নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্যক্তি—শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া,—কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রভুকে তুষ্ট করিয়া—বিত্তশালী হইয়াছেন। সাধারণ যে কোনও দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি, এই সকল সদ্দৃষ্টান্তের যথা রীতি অনুসরণ করিয়া, দারিদ্র্য-রাক্ষসীর বিকটোষ্ঠে শতমুখীর চুম্বন দানে তাহাকে শিষ্ট করিয়া স্বীয় ভাগ্য-মন্দিরের পুরোদ্বার হইতে বিদায় করিতে সমর্থ। উপরোক্ত ব্যক্তি ধনার্জ্জন-করে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া,—হৃদয়ে প্রভূত বল, অসীম উৎসাহ, ও প্রচুর অধ্যবসায়কে সহায় করিয়া,—কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায়,—সাধনার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতে—কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান করিতে করিতে—সেই ধনবানের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—প্রবেশমাত্র রুক্ষকণ্ঠে বিতাড়িত হইয়াও প্রতিভার বলে বুঝিতে পারিলেন,—ইহাই তাঁহার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেখানেই তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইবে, সেই স্থানেই স্বীয় সাধনের আসন বিস্তৃত করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। সাধনারম্ভে,—চিরন্তন বিধিক্রমে, প্রতিবন্ধের অভ্যুদয় অনিবার্য্য! এই সাধকের পক্ষেও সে রীতির ব্যতিক্রম ঘটিল না!—সম্মুখে ভীষণ সমস্যা!—দারিদ্র্য-রাক্ষসী কঙ্কাল বদন ব্যাদান করতঃ সাধককে, তদীয় আত্মীয় পরিজনগণকে সকলকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে! এদিকে স্বয়ং ভদ্রবংশোদ্ভব, তাঁহাকে রাজবৃত্ত আশ্রয় করিতে হইবে; সমাজে হীন-বৃত্তি নিন্দনীয়। সুতরাং,—অন্ততঃপক্ষে মসিপণ্যের কার্য্যই অবলম্বনীয় ইহা তিনি স্থির করিলেন। তাহাও ঘটিল না,—দুর্ভাগ্য রাক্ষসীর ভ্রুকুটি-কুটিল-কটাক্ষে সে আশা-বিন্দুও বিশুষ্ক হইল! নিরুৎসাহের লেশমাত্র নাই! প্রতিভার এবার আর একটু স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি প্রমিতি-সংকেতে বুঝিলেন, আরও হীন-কর্ম্মাশ্রয়ে ব্যবসিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহাকে

প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে। স্থির-সংকল্প-সম্পন্ন-কর্ম্মী, প্রতিহারীর কর্ম্ম গ্রহণ স্থিরতর করিয়া তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সে প্রার্থনায়ও কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করিলেন না! তৎপরে,—বাক্‌চাতুর্য্যে সরলতার আভাস দিয়া—শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমে, তিনি সেই বণিকাগারের সর্ব্ব বিভাগে স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্য-প্রদর্শনে কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের এরূপ প্রমিতি জন্মিল, যে, সেই অধস্তন কর্ম্মচারীর কার্য্যত্যাগে তাঁহাদের কার্য্যালয়ের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। পরিশেষে তিনিই অধ্যক্ষের পদ লাভ করিলেন। এই চরিত্রটীর মধ্যে যে শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে,—বিচার করিতে হইবে, এবং মসিজীবীর কর্ম্মে জীবিকার্জ্জন-প্রয়াসী বঙ্গের শিক্ষিত দরিদ্র যুবকগণের মধ্যে,—আবশ্যক মতে—কোন কোন যুবককে গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু, এরূপ স্থলে, পাঠকের মনে এমত সংশয়াত্মক প্রশ্ন উদিত হইতে পারে, যে, সল এলে উন্নতিশালী আমেরিকান জাতি। তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত-শীর্ষ ক্রীড়াগারের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী দরিদ্র-সাধকের পক্ষে, সেরূপ অবস্থায় পদ্মালয়ার আশীর্ম্মাল্য-লাভ হয়ত অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ আমেরিকানের স্নায়ু-মজ্জা, শিরা-ধমনী, অস্থি-মাংস বাঙ্গালী দেহের স্নায়ু-মজ্জা ইত্যাদি হইতে কোন মতে ভিন্ন প্রকৃতির নহে। ভারত-ভূমি চিরদিনই দেবানুগৃহীতা। সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বার্থসাধিকা কমলার বাসভবনই এই ভারতভূমি! যদ্যপি বঙ্গবাসীর কর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত সম্মুখে সংস্থাপিত রাখিয়া, কোনও বাঙ্গালী কর্ম্মবীর, বঙ্গের

জাতীয় ইতিহাসে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চিত্র অঙ্কিত করিতে কামনা করেন, আমরা তাঁহার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এক বাঙ্গালী কর্ম্মিষ্ঠ সাধকের জীবন-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার উপকণ্ঠে, বলরাম সরকারের ঔরসে রামদুলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কার্য্য করিয়া তিনি অতি ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পাঠশালার ছাত্রেরা আর্থিক বেতনের বিনিময়ে তাঁহাকে ধান্য কলাই ইত্যাদি সাময়িক শস্য দান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। তাহাতেও তাঁহার সংকুলান হইত না। একারণ, তিনি, সপ্তাহে দুই এক বার পশু-খাদ্য তৃণাদি গো-শকটে বোঝাই দিয়া কলিকাতার সহরতলীতে বিক্রয় করিয়া আসিতেন। তিনি, গৃহে,—অবকাশ কালে,—পাট হইতে স্বহস্তে রজ্জু প্রস্তুত করিয়াও বিক্রয় করিতেন।

এত দুঃখের সংসারে একটি অভিনব দুঃখ—দুর্য্যোগ সংঘটিত হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আম্র-কানন-সংলগ্ন প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইংরাজ-বরূথিনী বিজয়িনী হইলেও, ইংরাজসাংযাত্রিকসঙ্ঘ তখনও রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। তখনও মুসলমান নবাবের দ্বারা বঙ্গের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল। পলাশীর রণক্ষেত্র হইতে প্রদ্রুত,—নবাব সিরাজের—বুভুক্ষিত সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে কলিকাতার সন্নিহিত পল্লিসমূহে মধ্যে মধ্যে পল্লিবাসীদের ধন-রত্ন ও আহার্য্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। প্রাণভয়ে গ্রামবাসীরা দূরদেশে পলায়ন করিতেছিল। গ্রাম্য শিক্ষক বলরাম সরকারও, সেই দুর্দ্দিনে পরিত্রাণ লাভের বাসনায় আপন্ন-সত্ত্বা সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন কালে,—পথিমধ্যে—পরিশ্রান্তা ভীতিনিপীড়িতা ভার্য্যা একটি পুত্র-

সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সেই পুত্রই আমাদিগের এই প্রবন্ধ-বর্ণিত রামদুলাল সরকার।

শৈশবেই রামদুলালের মাতাপিতা তাঁহার হস্তে দুইটি অপোগণ্ড সন্তানের ভারার্পণ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন রামদুলাল, সেই কৌমারাবস্থায়, নিরাশ্রয় হইয়া,—অনাথের বেশে—শিশু ভ্রাতা ও ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া কলিকাতায় অতিবৃদ্ধ নিতান্তদরিদ্র মাতামহের আলয়ে আশ্রয়-গ্রহণাশয়ে উপনীত হইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতামহী হাটখোলার প্রখ্যাত-বপ্তৃক—দত্তবংশের কুলপ্রদীপ—মদনমোহন দত্তের অন্তঃপুরে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাক্যবিন্যাস ও মাধুর্য্যময় অন্যান্য গুণে পুরমহিলারা সন্তুষ্টা হইয়া বৃদ্ধার দৌহিত্র রামদুলালকে দত্তবাটীতে স্থানদান করিলেন। দত্তবালকদিগের শিক্ষা দানের জন্য যিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন, তিনি, যখন তাঁহার ছাত্রবর্গকে শিক্ষা দিতেন, সেই সময়, কর্ত্তার আদেশে, রামদুলালকেও স্বীয় ছাত্রমধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাকেও শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কালে, পুস্তক পাঠ অপেক্ষা বাচনিক শিক্ষা এবং হস্তলিপির উপর লোকের অধিক দৃষ্টি ছিল। তখন তালপত্র ও কদলী-পত্রে বালকদিগকে প্রথমে লিখিতে হইত। রামদুলাল দত্তবালকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক পত্র দৈনিক লিখিয়া শেষ করিতেন। মাতামহীকে কদলী বা তালপত্র ক্রয় করিয়া দিবার কথা বলিলে, পাছে অর্থাভাবে, তাঁহার মনে বেদনা জন্মে, এজন্য তিনি কিছু প্রকাশ করিতেন না। দত্তমহাশয় বাসস্থান দিয়াছেন,—আহার ও বস্ত্র দানে যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। এমত অবস্থায় তাঁহাকে পাতার অভাবের কথা বলাও তাঁহার

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল না। তিনি,—সেই শৈশব-কৌমার-সঙ্গমেই আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া,প্রতি দিন আহারের পর, দ্বিপ্রহরে—গ্রীষ্মের মার্ত্তণ্ডতাপে, ও শীতের সমীর হিল্লোলে জাহ্নবীর উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার এবং দত্তবালকদিগের লিখিত পত্রগুলি ধৌত ও পরিস্কৃত করিয়া গৃহে আনিয়া সেই পত্রগুলিতেই লিখিতে লাগিলেন।

দত্তমহাশয়ের সুবিস্তৃত ব্যবসায়সংস্রবে, অনেক ইউরোপীয় বণিকের সহিত ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনের ও পত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এজন্য শিক্ষক মহাশয় ছাত্রবর্গকে ইংরাজী শিখাইতেন। ধনী দত্তবালকদিগের অপেক্ষা দরিদ্র-সন্তান রামদুলালের শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ অধিক থাকায়. রামদুলাল সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী অধিক শিক্ষা করিলেন। তাঁহার হস্তলিপিও সুন্দর হইল। তিনি. ষোড়শ বর্ষ বয়সে, মদনমোহনের কার্য্যালয়ে একজন শিক্ষানবীশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। একদা, তিনি, দত্তবাটী হইতে কার্য্যালয়ে গমনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া, পথি মধ্যে প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টিতে ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার শয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। দত্ত মহাশয় তাঁহার চরিত্রগুণে ও কার্য্যতৎপরতা সন্দর্শনে তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। সেই দিবস মদনমোহন দ্বিপ্রহরে তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া, জাগ্রত করিয়া বলিলেন,--"বৎস রামদুলাল! তোমার কি কোনও অসুখ হইয়াছে?" যুবক প্রভু সমীপে সত্য ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন দত্তমহাশয় ঈষৎ বিরক্ত চিত্তে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "রামদুলাল! ঝড় ও রৌদ্রে বাহির হইতে না পারিলে তুমি কার্য্য করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তোমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিবে কিরূপে?'

সত্যসন্ধ যুবক সত্যের অপলাপ করিলেই সে যাত্রা তিরস্কার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাঁহার যৌবনোন্মেষণের সহিত তদীয় গুণ গরিমার বিকাশ হইয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, তিনি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তাহা আলস্যের ফল মাত্র। সেজন্য প্রভুর তিরস্কার তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক। ক্রমে তিনি পঞ্চ মুদ্রা বেতনে বিল-সরকারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাল্যকাল হইতে শারীরিক পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত থাকায় রামদুলালের শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য জন্মিয়াছিল। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝটিকা ও শীত সহ্য করিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দশ, পনর মাইল দূরবর্ত্তী টিটেগড়, বারাকপুর, দমদমা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া,—প্রাপ্য অর্থ আদায় করতঃ,—সেই দিবসেই—সন্ধ্যাকালে প্রভুর কার্য্যালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই টাকা জমা দিতে হইত। প্রভুর কার্য্য আপন কার্য্যের ন্যায় মনে করায় অধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহার বিরক্তি জন্মিত না। বহু দিবস পরিশ্রম করিয়া, তিনি, এক শত মুদ্রা সংগ্রহ করতঃ এক জন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে সেই অর্থ ঋণ দিয়াছিলেন। তাহা হইতে মাসে মাসে যাহা কিছু কুশীদ রূপে প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই—গ্রাসাচ্ছাদনের সাহায্য-কল্পে মাতামহের হস্তে প্রদান করিতেন। কোন কোন মাসে,—মাতামহের ক্লেশাধিক্য দর্শনে—মাসিক বেতন হইতেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত।

বিল-সরকারের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে তাঁহাকে অনেকবার অনেক প্রকার বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পদস্থ কার্য্য বিপজ্জনক, ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহা

ত্যাগ করেন নাই। এক দিন, দমদমায় কোন সৈনিক পুরুষের নিকট কিছু অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া, তথা হইতে বহির্গত হইতে তাঁহার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে গাঢ়তর অন্ধকারে ভুবন পূর্ণ হইয়া গেল। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না। রামদুলাল, স্বীয় বিপন্ন জীবনের কথা বিস্মৃত হইয়া, প্রভুর অর্থ রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, এই প্রচুর অর্থ লইয়া কোন গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইলে, গৃহবাসীরা সমুদয় অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে। অরণ্যমধ্যবর্ত্তী এই পথি মধ্যে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে স্বীয় জীবন অধিকতর বিপন্ন হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু, প্রভুর অর্থ রক্ষাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য। তিনি তখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া,—জনৈক দরিদ্র সারণিকের বেশে—অর্থপূর্ণ থলিটি বস্ত্রাবৃত করিয়া শিরোদেশে উপাধানরূপে রক্ষা করিয়া পথি পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে শয়ন করতঃ জাগরণে সারা রজনী অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে, তিনি, প্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া, সকল অর্থ সম্মুখে রাখিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন।

আমেরিকান্ কর্ম্মবীর সল এলের ন্যায় রামদুলাল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিবার গুপ্ত-রহস্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই গুপ্ত-রহস্য—স্বীয় চরিত্রবল প্রদর্শন, প্রভুর কার্য্য আপন কার্য্যের মত মনে করিয়া কার্য্যালয় সংক্রান্ত সকল বিভাগের ভূয়িশঃ পরিদর্শন করিবার ফলে অভিজ্ঞতা লাভ, এবং তৎসংস্রবে আন্তরিক যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ও সত্যপরায়ণতার দ্বারা প্রভুর তুষ্টি ও ইষ্ট সম্পাদন! রামদুলাল, সেই কার্য্যালয়ে,—স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া—সকল বিভাগেই কর্ম্মসাধনে সাহায্য দানে সমর্থ

হইয়াছিলেন। এক দিনের জন্য তিনি অনুপস্থিত হইলে দত্তমহাশয় স্বীয় কার্য্যালয়ের সকল বিভাগেই যেন কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে মনে করিতেন। রামদুলাল, প্রভুর কার্য্যসাধনোদ্দেশে গমন করিয়া কত দিন কত প্রকার বিপদেই পতিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তরণীতে আরোহণ করিয়া গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে যাতায়াত করতঃ বিলাতী জাহাজের নাবিকগণের সহিত সাক্ষাৎকরিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া আসিতে হইত। একদা নীলাম্বুময়ী সুরধুনীর চঞ্চল-তরঙ্গ-শিরে তদীয় তরণী নৃত্যপরা হইয়া, দৈবক্রমে—ঝটিকাবর্ত্তে জলমগ্না হইলে, তিনি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া বহুক্ষণ সন্তরণের পর খিদিরপুরে কূল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি, জাহাজে ইউরোপীয় নাবিকবর্গের সহিত কার্য্য সম্বন্ধে সরল ভাবে কথাবার্ত্তায় এরূপে তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধান করিতেন, যে. তাঁহাদের মধ্যে যিনি যখন কার্য্য-ব্যপদেশে দত্তমহাশয়ের কার্য্যালয়ে আসিতেন, তখনই তিনি রামদুলালের কার্য্যতৎপরতার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। ইহার পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মচারী জাহাজে কার্য্য করিতে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়া, এবং কেহবা কোন দুষ্টচরিত্র নাবিকের নিকট হইতে মুষ্ট্যাঘাত লাভ করিয়া কার্য্যালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সাশ্রুনয়নে প্রভু সমীপে দুঃখের বার্ত্তা নিবেদন করিতেন। জাহাজে নাবিকগণের সহিত অনেক কর্ম্মচারী ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু, রামদুলালের সহিত ইংরাজীতে কথা বার্ত্তায় তাঁহারা এতদূর সন্তোষ লাভ করিতেন, যে, অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত ইউরোপের ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে

আলোচনা করিতেন, তাঁহাকে ব্যবসায় কার্য্য সম্বন্ধে বহুবিধ সন্ধান ও উপদেশ দান করিতেন। তৎকালে টালার নীলাম-গৃহে গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত জাহাজ সমূহের নীলাম হইত। ইংরাজ নাবিকেরা, স্বেচ্ছায়,—গল্পচ্ছলে—সেই সকল নিমজ্জিত জাহাজের মধ্যে কোন্ জাহাজ খানি কোন্ দেশের কোন্ বন্দর হইতে কিরূপ মাল-পত্র লইয়া যাত্রা করিয়াছিল সে সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেন। টালার নীলাম-গৃহে দত্তমহাশয়ের পক্ষ হইতে যে দিবস রামদুলাল জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিতেন, সে দিবস, উক্ত কারণে, মদনমোহন অধিক লাভবান্ হইতেন।

এক দিন, রামদুলালের হস্তে অনেকগুলি টাকা দিয়া, দত্তকুলোদ্ভব মদনমোহন তাঁহাকে এক খানি জাহাজের নীলাম ডাকিতে প্রেরণ করিলেন,—বহির্গত হইবার কালে, জাহাজ খানির নাম ও কত টাকা পর্য্যন্ত নীলাম ডাকিতে হইবে তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে তিনি বিস্মৃত হইলেন না। রামদুলাল টালার নীলাম-গৃহে পৌঁছিবা মাত্র শুনিতে পাইলেন, অর্দ্ধদণ্ডমাত্র অতীত হইল প্রভুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট জাহাজ খানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে! তিনি কপোলে কর বিন্যাস করতঃ তৎক্ষণাৎ গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে আর একখানি মগ্ন জাহাজের নীলাম আরম্ভ হইল। এই জলযান খানির বিষয়ে মাসাধিক-কাল-পূর্ব্বে বিলাতী জাহাজের নাবিকগণের নিকট হইতে বিশেষ তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া সেই জলমগ্ন জাহাজ প্রভুর পক্ষ হইতে ক্রয় করিলেন।

ইহার মধ্যে বাতচক্রবিক্ষুব্ধ বহ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নীলাম-গৃহের সংবাদনিচয় কলিকাতার মহাজন এবং বণিকবৃন্দের কর্ম্ম-ক্ষেত্রনিবহে

লোকমুখে বিতরিত হইতে লাগিল। মদনমোহন যখন শুনিলেন, তদীয় ভৃত্য তন্নির্দ্দিষ্ট জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিতে না পারিয়া আপন ইচ্ছামত অন্য একখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া লজ্জায় আর তাঁহার নিকট আসিতে পারিতেছে না, তখন তিনি বিরক্ত চিত্তে কহিলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে জাহাজ রামদুলাল যেখানে পারে বিক্রয় করিয়া আমার চৌদ্দ হাজার টাকা আমায় আনিয়া দিবে। আমি কিছুতেই সে জাহাজ গ্রহণ করিব না।"

এ দিকে, রামদুলাল, প্রভুর বিনানুমতিতে সেই জাহাজ ক্রয় করিয়া, মূল্যেয় টাকা পরিশোধ করিয়া—দুর্ম্মনায়মান হইয়া—নীলাম-গৃহের বহির্দ্বারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। কেবল, তিনি, স্বগত কহিলেন, যদি ইংরাজ নাবিকদিগের কথা যথার্থ না হয়,—তবে কি উপায় হইবে? আমি কি প্রভুর সর্ব্বনাশ করিলাম? হায় ভগবান্! তুমি কি এ হতভাগ্যের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে না?" রামদুলাল স্বীয় বিষাদ-কালিমা-ব্যাপ্ত মুখখানি তুলিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র দেখিলেন, এক জন ইংরাজ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি কহিলেন,—"আপনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি অন্যমনস্ক থাকায় আপনার কথা শুনিতে পাই নাই।"

ইংরাজ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—হাঁ, তোমার পক্ষে শুনিতে না পাইবারই কথা বটে। আমি একজন ইংরাজ বণিক্। তুমি তোমার মনিবের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছ!

রামদুলাল সাশ্চর্য্যে কহিলেন—কি সর্ব্বনাশ করিলাম?

ইংরাজ বণিক্।—হাঁ, সর্ব্বনাশ নহে তো কি? তোমার নাম রামদুলাল সরকার, কেমন?

রামদুলাল আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন,—হাঁ।

ইংরাজ বণিক্;—তবে আর সর্ব্বনাশ ভিন্ন কি? তুমি এই জলমগ্ন জাহাজ খানা ক্রয় করিয়া মনিবের চৌদ্দ হাজার টাকা একবারে জলমগ্ন করিয়া ফেলিয়াছ।

তখন বাঙ্গালী যুবক ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন;—তাহাতে আপনার কি সংস্রব?

ইংরাজ বণিক;—সংস্রব আছে বৈকি। আমি সেই জাহাজের সকল কথাই জানি। আমি তোমার এই জাহাজ খানা পাঁচ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া তোমার বিপদের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারি।

বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে বল সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহাকে যেন ইঙ্গিত করিল,—"সতর্ক হও!" ইংরাজ বণিক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তারপর মিষ্ট কথায় নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনের সঙ্গে জাহাজের জন্য বর্দ্ধিত মূল্য দানে অঙ্গীকার; ক্রমে রুষ্ট তুষ্ট বহুবিধ বাক্য বিন্যাসেও যখন বাঙ্গালী বীর হৃদয় দমিত হইল না, তখন সেই পণ্যাজীব একলক্ষ চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রার একখানি হুণ্ডী রামদুলালের হস্তে অর্পণ করতঃ সেই জাহাজ খানি ক্রয় করিলেন। রামদুলাল হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া সমুদয় অর্থ লইয়া অশ্ব-শকটে করিয়া প্রভুর সমীপে আগমন করিবামাত্র, তিনি কহিলেন,—"রামদুলাল, আমি সকল কথা শুনিয়াছি। তুমি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া যে জাহাজ কিনিয়াছ, তাহার লাভ লোকসানের ভাগী তুমি যেখান হইতে পার আমার চৌদ্দ হাজার টাকা আনিয়া আমাকে দেও। তুমি আমায় বৃথা সান্ত্বনা দিবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করিও

না। অগ্রে আমার চৌদ্দ হাজার টাকা, তার পর তোমার কথা।"

ভৃত্য রামদুলাল তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা প্রভু সমীপে স্থাপন করিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। দত্তমহাশয় সেই স্তূপীকৃত অর্থ সন্দর্শনে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বিশ্রব্ধ ভৃত্য সবিনয়ে সকল রহস্য নিবেদন করিলে ধর্ম্মাত্মা মদনমোহন বিশ্বাসী ভৃত্যকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—"বৎস রামদুলাল! আমি যে যত্নসহকারে তোমাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছি, মনুষ্যোচিত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছি, আজ তাহা সার্থক হইল। এ সকল ঘটনা আর কেহই অবগত নহে। তুমি অনায়াসে সত্যকথার অপলাপ করিয়া এই অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিতে। তাহা কর নাই, এ জন্য আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভগবান্‌ও তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ প্রদত্ত লক্ষ মুদ্রা তোমার, আর এই চৌদ্দ হাজার টাকা, যাহা তোমাকে দিয়াছিলাম, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম। অর্থ লইয়া ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবার জন্য যত্ন করিও। তখনও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার রশ্মিমালা ভারতের অভ্যন্তরে বিলসিত হয় নাই। তথাপি সেই দিনে,—সায়ন্তন রবি অস্তগমনের পর,—যে পবিত্র শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার দীপ্তিময়ী কৌমুদী যশোধন মদনমোহনের গৃহাভ্যন্তরে বিলসিত হইয়াছিল,—দশ মুদ্রা বেতনের অজ্ঞাতকুলশীল ভৃত্যের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিস্ফুরিত-হৃদয় হইতে যে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে!

রামদুলাল সেই লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে দুই সহস্র মুদ্রা মূলধন স্থির করিয়া লইয়া, স্বয়ং একটি বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত

করিলেন। আমাদিগের দেশে যে সকল কারণে যুবকগণ ব্যবসায়-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, উন্নতি লাভের পরিবর্ত্তে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কারণ এই যে,—প্রথমতঃ—যে বিষয় লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন তাঁহারা অনুধাবন করিতে অসমর্থ। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে লব্ধ—পুস্তকান্তর্গত জ্ঞানকেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন। কার্য্য-ক্ষেত্রে স্বহস্তে কার্য্য করিয়া সাক্ষাৎভাবে অভিজ্ঞতা—ব্যবহারিক—জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ,—অভিজ্ঞতা-শূন্য যুবকবৃন্দ সঞ্চিত সমুদয় অর্থই নবাশ্রিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ব্যয় করতঃ কার্য্যালয়ের প্রথম হইতে একবারে বিস্তৃতি সাধন করিয়া থাকেন। তার পর,—অদূর ভবিষ্যতে,—যখন মূলধন পরিবর্দ্ধনের আবশ্যক হয়, তখন সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় সমূলে বিনাশ ঘটে। তৃতীয়তঃ,—ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের সহিত ব্যবহারকালে, অভিনব কার্য্যক্ষেত্রে দীক্ষিত যুবকগণ,—বহুদর্শিতার অভাবেই বলিতে হইবে,—তাঁহাদিগকে বাক্যদানের মূল্য, অপরের সময়ের মূল্য বুঝিতে, এবং, তাঁহাদিগের অন্তরে আপনাদিগের কার্য্য-প্রণালীর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করাইতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে, কর্ম্মবীর রামদুলাল, মহাত্মা মদনমোহনের বিস্তৃত-ব্যবসায়-সংসৃষ্ট-সর্ব্ব-বিভাগে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া,—অষ্ট নবতি সহস্র মুদ্রা ভাণ্ডারে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য রক্ষা করিয়া,—কেবল দুই সহস্র মুদ্রা লইয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাকার কর্ম্ম-ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ক্রমে তাহার সাগরাম্বরা-সমগ্র-ধরা-ব্যাপী পরিণাহ সংসাধন

করিয়াছিলেন। স্বীয় কার্য্যালয় সংস্থাপন করিয়া, রামদুলাল এবং একটি প্রতীচ্য প্রা[illegible] কার্য্যালয়ে যায়া দিন মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করিয়া, সায়ংকালে আপনার [illegible] কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সেই বাণিজ্যভবনের কার্য্যালয়ের অংশভাক্ ইংরাজগণের অভিসারে স্বীয় কার্য্যালয় হইতে, তিনি, উক্ত কার্য্যালয়ে মালপত্র সরবরাহ করিতেন। ক্রমে, তাঁহার চেষ্টা, যত্ন, ও [illegible] গুণে,—কলিকাতার বাজারে—সেই বিলাতি বাণিজ্যাগারই সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং বণিকসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল।

সেই বিলাতি কার্য্যালয়ের পক্ষ হইতে, শত শত, সহস্র সহস্র, কখন বা লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পণ্য কলিকাতার বাজারে ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইলে, অন্যান্য স্বদেশী বিদেশী বাণিজ্যাগারের অধিকারীরা নগদ অর্থে সেই পণ্য ক্রয় করিতে চাহিলে, এবং, সেই কার্য্যালয়ের পক্ষ হইতে ক্রয় করিবার জন্য রামদুলাল,—অগ্রিম অর্থ প্রদান না করিয়াও,—কেবল বাক্যদানমাত্র করিলে, বাজারের বিক্রেতারা সেই বাণিজ্যাগারকেই সমগ্র পণ্য সরবরাহ করিতেন। সেই কার্য্যালয়ের সাহেবেরা তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন, যে, কোন কার্য্য বশতঃ তিনি তাঁহাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহারা আসন ত্যাগ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া, শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন পুরঃসর, তাঁহার সহিত—জাতীয় রীত্যানুসারে—কর-কম্পন করিতেন। স্বত্বাধিকারীরা,—সকলে একবাক্যে কোনও পণ্য ক্রয় করিতে, বা কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মুচ্ছুদ্দিমহাশয় তাহা নিষেধ করিলে, মালিকেরা তাঁহার সেই নিষেধাজ্ঞা শ্রদ্ধা সহকারে শিরোধার্য্য করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "মুচ্ছুদ্দি মহাশয়

আমাদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং পরিণামদর্শী। আমাদিগের কার্য্যালয়ের মঙ্গলের জন্যই তিনি ইহা নিষেধ করিতেছেন।"

বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রতি বিশিষ্ট ইংরাজ-বণিকদিগের এরূপ শ্রদ্ধা আর কখনও দেখা গিয়াছে কি? উক্ত কার্য্যালয়ের আয়তন বিস্তরণের ক্রমানুসারে রামদুলালের স্বীয় বাণিজ্যাগারের আয়তন ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিসারিত হইতে লাগিল। বিলাতি-কার্য্যালয়ের সংশ্রবে, ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসি, জার্ম্মাণ বণিকসঙ্ঘের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বিশ্রব্ধ বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইতে লাগিল। ক্রমে তদীয় কার্য্যালয়ে তাঁহার সমগ্র মূলধন—লক্ষ মুদ্রাই প্রযুক্ত হইল। স্বীয় কার্য্যালয়ের প্রসারণের ফলে, তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কর্ম্ম-শক্তি সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল,—তাঁহার সমগ্র শক্তি স্বীয় কার্য্যালয়ে নিয়োগ করায় অর্থাগমের লৌহদ্বার প্রকৃষ্টরূপে উন্মুক্ত হইল।

অমানুষিক সাধনার ফলে, তদীয় কার্য্যালয়ের মূলধন লক্ষ হইতে দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় পরিণত হইল। দরিদ্র বাঙ্গালী ক্রমে ক্রোরপতি হইলেন। কেবল যে বঙ্গের সমুদয় বিখ্যাত ইংরাজ-বাঙ্গালী বণিক-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কার্য্য চলিতে লাগিল, তাহা নহে। বঙ্গের জমীদার-সম্প্রদায়ের তিনিই প্রধান উত্তমর্ণ হইলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চারি খানি সমুদ্রগামী অভিরাম অর্ণবযান ক্রয় ও সুসজ্জিত করিয়া, সে সকল ভারতজাত বিবিধ পণ্যে পূর্ণ করতঃ ইংলণ্ড, মাল্টাদ্বীপ, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও আমেরিকা—যুক্তরাজ্যের পোতাশ্রয়নিচয়ে প্রেরণ করিয়া তথাকার বণিক্‌পথসমূহে সেই পণ্যরাজি বিক্রয় করিতেন, এবং তদ্দেশজাত পণ্যে আবার সেই সকল অর্ণবপোত পূর্ণ করিয়া সেই সমুদয় পণ্য কলিকাতার বাজারে আনয়ন করতঃ বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে লাগিলেন।

উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে রামদুলালের হৃদয় অতিশয় উন্নত হইয়াছিল। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যে, কি স্বদেশী, কি বৈদেশিক, কি বাঙ্গালী, কি ইউরোপীয়ান্ ও আমেরিকান্, অনেকেই উপকৃত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্য সহস্রাধিক বুভুক্ষিত অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তিকল্পে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী বেলগেছিয়ায় একটি সুবিস্তৃত অতিথিশালা সংস্থাপন করতঃ তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া—কলাপ ও ভিক্ষা দান এবং সমাগত অতিথিবর্গের সেবা করিতেন। কন্যার বিবাহ ও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্যপ্রার্থী দিগের তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ টাকা হইতে দুই তিন শত টাকা দান করিতেন। তাঁহার বাণিজ্যাগারে প্রত্যহ পঁচাত্তর টাকা বিপদাপন্ন ইউরোপীয় বণিক্‌গণের জন্য দান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহার ঔদার্য্যের পরিসীমা ছিল না। একদা, কলিকাতার বাজারে মরীচের মূল্য নিতান্ত অল্প হইয়াছিল; এমন কি তাহা অবিক্রেয় হইয়া পড়িয়াছিল। বাণিজ্য ব্যাপারে তদীয় দীপ্তিমতী প্রতিভার তুলনা ছিল না। তিনি ইউরোপীয় সাংযাত্রিকসঙ্ঘের সহিত পত্র ব্যবহার ও বাক্যালাপ কালে নানাবিধ তথ্য,—অন্যান্য বণিকগণের অগোচরে—সংগ্রহ করিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। বাণিজ্যব্যাপারে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন-বাঙ্গালী-বণিক্‌শ্রেষ্ঠ রামদুলাল, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া, কলিকাতা বাজারের সমগ্র মরীচ ক্রয় করিয়া, তাহা 'একচেটিয়া' করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাজারের প্রায় সমুদয় মরীচ নিঃশেষ হইয়া তাঁহার গুদামজাত হইল। কেবল একজন ইংরাজ-ব্যবসায়ী তাঁহার এই বিসদৃশ কার্য্য সন্দর্শনে সন্দিহান হইয়া স্বীয় গুদামে সযত্নরক্ষিত কয়েক সহস্র মণ মরীচ কোন মতে রামদুলালকে বিক্রয় করিতে

সম্মত হইলেন না। এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে, যখন উত্তমর্ণগণ সেই ইংরাজ বণিককে প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজনগণের নিকট কয়েক দিবসের সময় গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন কোন মতে অন্যত্র অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হইলেন না, তখন.—নিতান্ত নিরুপায় হইয়া—করুণহৃদয় পরদুঃখকাতর রামদুলালের শরণাগত হইয়া, স্বীয় গুদামজাত মরীচ বন্ধক রাখিয়া পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এক্ষেত্রে, স্বীয় সংকল্প সংরক্ষণ-মানসে, রামদুলাল ইংরাজ বণিককে ঋণ দানে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে কোনও মতে এই টাকা কর্জ্জ দিতে পারিব না। আমি বাজারের সমগ্র মরীচ 'একচেটিয়া' করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহা আপনি অবগত আছেন। আপনি কোনও ক্রমে আপনার সঞ্চিত কয়েক সহস্র মণ মরীচ আমার নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না। আপনার জন্যই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছে না, আপনি সমুদয় মরীচ—বাজার দর অপেক্ষা প্রতি মণ এক আনা অধিক মূল্যে আমার কাছে বিক্রয় করুণ আমি নগদ মূল্যে এখনই ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।"

সাহেব বলিলেন, "দেখুন, আপনার কৃতসংকল্পের অর্থ—প্রচুর অর্থলাভ করা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। আমার পক্ষে কি অধিক লাভের বাসনা দোষনীয় ?"

উভয়ে অনেক বাদানুবাদ হইল। কোন পক্ষই কৃতসংকল্প ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। অবশেষে, ইংরাজ বণিক্ নিরাশহৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি তথায় যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তসমুদ্রে বাতচক্র বিক্ষুব্ধ হইয়া আতঙ্কতরঙ্গমালা সমুত্থিত

হইল। তিনি দেখিলেন উত্তমর্ণগণ তাঁহার অঙ্গীকৃত দিবসে অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ বা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। তদীয় মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল। স্বীয় নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুধারা বদনমণ্ডলের স্বেদধারা মুছিবার ছলে রুমালে মুছিয়া বিনয়ের সহিত আর এক সপ্তাহের সময় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলে ঐক্যমতে স্বীকৃত হইয়া বিদায় লইলেন।

যেরূপে দিবস অতীত হইয়া আবার দিবস আগত হয় সেইরূপে দিনের পর দিন অতীত হইল, ক্রমে সপ্তাহ অতীত হইয়া অঙ্গীকৃত ঋণপরিশোধের দিন সমাগত হইল। উত্তমর্ণগণ নির্দ্ধার্য্য দিনে,—ধার্য্য ক্ষণে—অধমর্ণ ভবনে একযোগে উপনীত হইলেন। যে সাতটি বার অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সেই ইংরাজ-বণিক্ চতুর্দ্দশ বার বণিকশ্রেষ্ঠ সদাশয় রামদুলালের কার্য্যালয়ে গমন করতঃ সবিনয়ে স্বীয় বিপদের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। রামদুলাল, বাজার দর অপেক্ষা তাঁহাকে প্রতি মণ মরীচের মূল্য এক আনা,—দুই আনা,—ক্রমে—আট আনা পর্য্যন্ত অধিক দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কৃপা পরবশ হইয়া যতই মূল্য অধিক দিবার অঙ্গীকার করিতে লাগিলেন, ঋণার্ত্ত ইংরাজ-বণিকের ততই সন্দেহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,—ততই তিনি স্বীয় সঞ্চিত পণ্য বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইতে লাগিলেন।

এই ধার্য্য দিনে পাওনাদারদিগকে টাকা নিশ্চয় দিতে হইবে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই মরীচের জন্য মূল্য পাইবেন। এই দবস, অনন্যোপায় হইয়া, ইংরাজ-বণিক্, রামদুলালের নিকট

উপস্থিত হইয়া এক আনা মাত্র প্রতি মণে লভ্য লইয়া সমুদয় মরীচ তাঁহাকে বিক্রয় করিলেন। মূল্যের সমুদয় অর্থ,—রামদুলালের আদেশে, তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপিত হইল। ইংরাজ ভদ্রলোকটি এক, দুই, তিন বার.—ক্রমে চারিবার পর্য্যন্ত সেই টাকা গণনা করিলেন! প্রশুক্ত-চরিত রামদুলাল,—তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত বদনমণ্ডলের প্রতি প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া—ঈষৎ হাস্য করিতেছেন! কিছুক্ষণ পরে বাঙ্গালী বণিক্ ইংরাজ বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি মহাশয়! মূল্যের টাকা কি প্রতিবারই গণনায় কমিয়া যাইতেছে ?"

ইংরাজ-বণিক্ বিস্ময় সহকারে কহিলেন,—না, মহাশয়! বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বেশী—যেন—আমায় দিয়াছেন বোধ হইতেছে।"

রামদুলাল ;—আজ্ঞে হাঁ ; চল্লিশহাজার টাকা বেশীই দিয়াছি। উহাই আপনার ন্যায্য প্রাপ্য! আজ কয় দিন হইতে টাকার জন্য আপনি যেরূপ অস্থির হইয়া আমার নিকট যাতায়াত করিতেছেন,—তাহাতে আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে আপনার মরীচগুলি দুই এক দিনের মধ্যে আমাকেই আপনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন। যেহেতু মরীচ সম্বন্ধে কলিকাতার বাজারে মাসাধিক কাল হইতে সকল ব্যবসায়ীই বিক্রেতা, কেবল—একা—আমি ক্রেতা। মরীচ আপনার গুদামে রহিয়াছে বটে, কিন্তু চারি দিবস পূর্ব্বে আপনার সমুদয় মরীচ একজন নবাগত আমেরিকান ব্যবসায়ীর কাছে আমি বিক্রয় করিয়া টাকা কড়ি মিটাইয়া লইয়াছি। আপনার মরীচের সহিত আমার মরীচগুলি লওয়ায় তাঁহার আর বাজারে যাইবারই প্রয়োজন হয় নাই। কাল প্রাতে আপনার গুদাম হইতে মরীচগুলি সেই আমেরিকানের জাহাজেই পাঠাইবেন

আমি যে হারে মূল্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি, আপনাকেও সেই হারে মূল্য দিয়াছি।

লক্ষ মুদ্রা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিয়া যে কার্য্য সিদ্ধ না হয়,—রামদুলালের,—এইরূপ অনেক গুলি কার্য্যের ফলে—স্বদেশ বিদেশের মহাজনগণের তাঁহার প্রতি অভূতপূর্ব্ব বিশ্বাস সংস্থাপিত হওয়ায়,—তদপেক্ষা অধিক ইষ্ট সাধিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, সেই ইংরাজ-বণিক্ তাঁহাকে কলিকাতায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের ব্যবসায়কেন্দ্রসমূহে গমন করিয়া, তথাকার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যালয়ে—আবেশভরে বাঙ্গালী-বণিক্ রামদুলালের এই উদার ব্যবহারের কথা রটনা করায়, সেই পণ্যাজীবগণও তাঁহার সহিত ব্যবসায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ বণিক্‌গণের নিকট,—তিনি এতই যশস্বী হইয়াছিলেন, যে, বঙ্গে,—তাঁহাদিগের পক্ষে রামদুলালই একমাত্র প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তথাকার বণিক্‌সঙ্ঘ তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের, এবং, তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কামনায় যুক্ত-রাজ্যের স্বাধীনতা-প্রদাতা মহাত্মা ওয়াশিংটনের একখানি সুন্দর তৈলচিত্র তৎসমীপে উপহার স্বরূপে প্রেরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী-বণিক্‌রত্নের প্রীতিসম্পাদনের জন্য তথাকার প্রধান বণিক্‌সম্প্রদায়, এক খানি সুন্দর অর্ণবপোত প্রস্তুত করিয়া তাহার রামদুলাল নাম করণ করিয়াছিলেন। সেই অভিরাম অর্ণবযানখানি আমেরিকার ক্রোরপতি সাংযাত্রিকসঙ্ঘ বিবিধ পণ্যে পূর্ণ করিয়া, বঙ্গের বণিক্‌রত্ন রামদুলালের নিকট চালিবার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সত্যবাদী বাঙ্গালী বণিক্‌চূড়ামণি অনেক সময় ইউরোপীয়

বণিকগণের সহিত সরলতা ও ঔদার্য প্রদর্শনের জন্য অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সকল কার্য্যেই লাভালাভ মঙ্গলামঙ্গল ঘটিয়া থাকে। তিনি অমঙ্গল ঘটনায় কখনই নিরুৎসাহ হইতেন না। একবার তাঁহার পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। সেই ক্ষতির সম্বন্ধে, ইংলণ্ডের এবং আমেরিকার বণিক্‌সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ সংবাদপত্রগুলি, আলোচনা কালে, রামদুলালকে "বঙ্গের রথচাইল্ড" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তাঁহার কার্য্যালয়ের হিসাব পরিদর্শনের ফলে প্রকাশ পাইয়াছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার বণিকগণের নিকট তৎকালে তাঁহার প্রাপ্য তেত্রিশ লক্ষ মুদ্রা অনাদায় রহিয়াছিল। ইহার অনেকাংশ তিনি আদায় করিতে পারেন নাই। কিন্তু, তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও তিনি স্বীকৃত হন নাই।

ধর্ম্মপ্রাণ রামদুলাল কখনও টাকা আদায়ের জন্য আদালতে অভিযোগ করেন নাই। আমাদিগের বণিক্ ও জমিদারসম্প্রদায় যে আদালতের সংস্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। আদালতে অভিযোগ করা ভাল কি মন্দ তাহা আলোচনা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কয়েক জন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মভীতির বিষয় অবগত হইয়া কয়েকবার দুই পাঁচ শত টাকার মিথ্যা দাবী করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিল। তিনি অকাতরে সে সকল দণ্ড সহ্য করিয়াছিলেন তথাপি আদালতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া পাছে কূট-প্রশ্নের ফলে একটিও মিথ্যা বাক্য অনিচ্ছাতেও প্রয়োগ করিতে হয় এজন্য তাহা করেন নাই। মান্দ্রাজে তিনি দুর্ভিক্ষের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির তুলনা ছিল না। এক সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ

বল পূর্ব্বক তাঁহার কতকাংশ ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন। পুত্রেরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে পিতৃসমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন,—আমাদের তুলনায় সে ব্রাহ্মণ একজন দরিদ্র ব্যক্তি বলিতে হইবে। তাহার এতদুর স্পর্দ্ধা! আপনি আদেশ করুণ তাহাকে দণ্ড দিব। পিতা কহিলেন; সে কথার উত্তর পরে দিতেছি। আজ একটা আমার ক্ষতি হইয়াছে।

পুত্রেরা সমস্বরে সাশ্চর্য্যে কহিলেন, "কিরূপ ক্ষতি?"

পিতা,—আমাদের কর্ত্তার শ্রাদ্ধের উৎসর্গীকৃত ষাঁড়টাকে আমি আজ স্বহস্তে খৈল খাওয়াইবার সময় অঙ্গুরীয়টা খুলিয়া হাতের মধ্যেই ছিল। ষাঁড়টা খৈলের সঙ্গে সে অঙ্গুরী খাইয়া ফেলিয়াছে।

পুত্রদ্বয় অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,—"বটে! এখন উপায়"?

পিতা,—অঙ্গুরীটার দাম অনেক। আমি ভাবিতেছি ষাঁড়টার পেট চিরিয়া অঙ্গুরীটা বাহির করিয়া লইলে হয় না?

পুত্রগণ;—রাম! রাম! তাও কি কখন হয়;

পিতা সহাস্যে কহিলেন, "তাহা যদি না হয়, তবে ইহাও হইবে না। আমাদের কাছে গো ব্রাহ্মণ সমান।

এই দেব-চরিত মহাত্মার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী শিক্ষাপ্রদ বিষয় নিচয়ের আলোচনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গের গৌরব বণিকশ্রেষ্ঠ রামদুলাল সারা জীবনে প্রচুর দান ও সৎকার্য্য করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিসপ্ততি বর্ষবয়ঃক্রমে পুত্রদিগের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং নগদ এক কোটী তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া দীনজনগণকে কাঁদাইয়া পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর তটে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রামদুলালের ধর্ম্মশিক্ষা ভারতের নিকট হইতে, আর পার্থিব জীবনের

উন্নতি,—কর্ম্মশিক্ষা ইংরাজ আমেরিকানের চরিত্র সংস্পর্শে শুদ্ধ হইয়াছিল।

আজ্ঞা-প্রতিপালন ও পরিশ্রম দ্বারা নিজ কর্ত্তব্য সুসাধান পূর্ব্বক প্রভুকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়া ধনার্জ্জন-পন্থা সুগম করা যায়, তৎসম্বন্ধে জন ষ্টীথ নামা জনৈক সঙ্গজীবীর উদাহরণ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। জিরার্ড নামক ফরাশী দেশীয় একজন দরিদ্র, ব্যক্তি—দরিদ্রতার অঙ্কুশবিতাড়নে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, মর্ত্তে অলকা—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি স্বাবলম্বন-নীতি অবলম্বনে প্রচুর ধনোপার্জ্জন এবং সেই ধনের সদ্ব্যয় করিয়া,—জনসমাজে লব্ধবর্ণ হইয়া—স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে প্রভূত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে ধনশালী উত্তমর্ণসমাজে তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ দয়াশীল ও পরোপকারী সজ্জন আর কেহই ছিলেন কি না সন্দেহ। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জগদারাধ্যা জ্ঞানদার বিনোদ নিকেতন—জিরার্ড বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতশিরে জ্ঞানপ্রদীপ রক্ষা করিয়া শত শত বিদ্যার্থীর হৃদয়কে এখনও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতেছে। তদীয় অর্থব্যয়ে, সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রমোদোদ্যানসমুদয় তাঁহার পরোপকারিতার নিদর্শন স্বরূপে এখনও সাক্ষ্যদান করিতেছে। অপরের অজ্ঞাতসারে দরিদ্রের দুঃখ মোচন কল্পে তিনি যে সকল দান করিতেন, কত নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার উচ্চাশয়ের আর একটি মাত্র উদাহরণ এখানে আমরা উল্লেখ করিতেছি।

একদা, অতি প্রত্যূষে, তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে

বিচরণ করিতেছেন, এমত সময়ে জন স্মীথ নামক একজন শ্রমজীবী তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সে ব্যক্তি ঐ গৃহের নির্ম্মাণ কালে তথায় মজুরি করিয়াছিল। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সেই লোকটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল। মহাত্মা জিরার্ড তাহার কার্য্যপ্রণালী দর্শনে মনে মনে তৎপ্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই সারস্বতমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। স্মীথ অন্যত্র কর্ম্ম না পাইয়া, পরিবারবর্গের 'অন্নচিন্তা চমৎকারে' অস্থির হইয়া ম্লানমুখে তাঁহার নিকটে কর্ম্ম পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল। পরদুঃখকাতর জিরার্ড স্মীথকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি স্মিত বদনে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলেন—"কি গো, সাহায্য চাহিতেছ,— কার্য্য চাহিতেছ ?"

স্মীথ বিনীত ভাবে নিবেদন করিল—"আজ্ঞে, হাঁ, অনেক দিন হইতে বেকার বসিয়া আছি। কোন কর্ম্ম নাই, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

জিরার্ড কহিলেন—"ভাল, ভাল; আমি তোমায় কিছু কার্য্য দিব। ঐ পাথরের টুকরা গুলা দেখিতে পাইতেছ কি ?"

"হাঁ, মহাশয়! দেখিয়াছি।"

"ঐ পাথর এই স্থানে এক জায়গায় জড় করিবে।"

স্মীথ কহিল "যে আজ্ঞা মহাশয়!"

তখন দরিদ্রজনবৎসল জিরার্ড বলিলেন, "দেখ, তুমি কার্য্য শেষ করিয়া আমার ব্যাঙ্কে গিয়া, আমার সঙ্গে দেখা করিবে।" তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্য শ্রমজীবীর পক্ষে সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইত। স্মীথ তাহা অতি যত্নে সম্পন্ন করিয়া মধ্যাহ্নেই মহাত্মা জিরার্ডের অর্থভাণ্ডারকার্য্যালয়ে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনার আদেশ বাহাল করিয়াছি। সমুদয় পাথর কুড়াইয়া আপনার হুকুম মত সেই জায়গায় রাখিয়া আসিয়াছি। এখনও ঢের বেলা আছে, আর কি কার্য্য করিব, বলিয়া দিন্।"

উদারচেতা জিরার্ড সস্মিত বদনে কহিলেন—"বেশ তো, আরও কর্ম্ম চাহিতেছ? ভাল কথা! তুমি সেই স্থানেই ফিরিয়া গিয়া যে স্থান হইতে পাথরগুলি আনিয়াছিলে, সেই স্থানে পুনরায় বহিয়া লইয়া গিয়া রাখিয়া দিও; বুঝিয়াছ তো; এখন যাও, কার্য্য করগে।" স্মীথও অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করতঃ কার্য্য আরম্ভ করিল। আবার সেই প্রস্তরখণ্ডসমূহ পূর্ব্ব স্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া রাখিয়া দিল। প্রভুর উন্মত্ততা ব্যঞ্জক আদেশ নিরবে পালন করিল। মনে ভাবিল, 'ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় আমার প্রয়োজন কি? আর অধিকারই বা কি! তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য; আমার পক্ষে কারণাকারণানুসন্ধান নিস্প্রয়োজন।' শ্রমশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্মীথ সন্ধ্যার সময় প্রভুর সমীপে পুনরায় উপস্থিত হইল। দরিদ্রজনপ্রতিপালক জিরার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সময়ের মধ্যে কার্য্য সারিয়া ফেলিয়াছ না কি?"

উদারান্ন-চিন্তা-পরিক্লিষ্ট-চিত্ত কর্ত্তব্য-কার্য্যে উৎসাহ-সম্পন্ন শ্রমজীবী সবিনয়ে উত্তর করিল—"আজ্ঞে, হাঁ।"

উত্তর শুনিয়া কর্ম্মবীর জিরার্ড সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, মজুরি কত দিতে হইবে?" তৎকালীন দৈনিক মজুরির হার যাহা তথায় প্রচলিত ছিল. তাহাই সে প্রার্থনা করিল; অধিক পরিশ্রমের জন্ত অধিক পারিশ্রমিক বাঞ্ছা করিল না। পরদুঃখকাতর জিরার্ড তাহাই দিলেন, এবং মনে মনে তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। স্মীথ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া বিনিত ভাবে কহিল,—"প্রভো! আমায় আর কিছু কর্ম্ম দিবেন কি?"

"আচ্ছা, কাল আবার আসিও, কর্ম্ম পাইবে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন। স্মীথ আনন্দিত চিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল। তাহার সংসারে নিত্যাভাব বিরাজিত, তার পর আবার কয়েক দিবস কিছুই উপার্জ্জন করিতে না পারায়, ক্লেশের বৃদ্ধি হইয়াছিল। আজ এক দিনের মজুরী পাইয়া বাটীর সকলেই এক এক মুষ্টি আহার করিল। স্মীথ আশ্বাস পাইয়াছে, আবার কার্য্য পাইবে। পর দিবস প্রত্যূষে যখন বিদ্যোৎসাহী দরিদ্রজনবন্ধু জিরার্ড বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে করিতে অক্ষিবিনোদন কারুকার্য্যময় সারস্বত-হর্ম্ম্যের বিনোদ পলিঘের প্রতি চর্ম্মচক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া মনশ্চক্ষে স্বীয় পুণ্যকর্ম্ম ফল—অমরতার পবিত্র সম্পদ সন্দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় দরিদ্র স্মীথ তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি আদেশ করিলেন সেই উপলখণ্ডগুলি বহন করিয়া স্মীথকে আবার প্রথম নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হইবে। এবার যদিও সে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তথাপি স্বীয় বুদ্ধির দুরধিগম্য তথ্য আলোচনা করিতে অঙ্গীকার করিল না। বিনা-বাক্য-ব্যয়ে—সঙ্কেতে সম্মতি জানাইয়া—যথা স্থানে গমন করিয়া,—সে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদিষ্ট

কার্য্য সম্পন্ন করিল, এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রভুর কার্য্যালয়ে আসিয়া, দিবসের অবশিষ্ট সময় কোন্ কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত হইতে হইবে তাহা জানিতে চাহিল। প্রভুও পূর্ব্ব আদেশের পুনরুক্তি করিলেন মাত্র। এবার শান্ত শ্রমজীবীর চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র অশান্ত হইল। সে, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এই উন্মত্ততা-প্রকটিত আদেশের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না, বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু এই অত্যাদ্ভুত আদেশের বিষয়—ভাবিয়া তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অনেক চিন্তার পর, সে মনে মনে বলিল, আমার এই অনাবশ্যক চিন্তায় প্রয়োজন কি? কার্য্যের সহিত, ও পারিশ্রমিকের সহিত আমার সম্বন্ধ; কার্য্য শেষ করিয়া মজুরী পাইলেই আমার এই মনিবের সহিত সম্বন্ধ শেষ হইল। মজুরের পক্ষে মনিবের আদিষ্ট কার্য্যের সমালোচনা, —অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। এই দরিদ্র শ্রমজীবী বহু গবেষণার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা শিক্ষিতাভিমানী অনেক ভদ্র মজুরের পক্ষেও শিক্ষণীয়। সে যাহা হউক, সেই শ্রমশীল মজুরজীবী, তখন প্রফুল্ল চিত্তে, দ্বিগুণতর উৎসাহে. সন্ধ্যার সময় কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া, প্রভুর সমীপে, সবিনয়ে আদিষ্ট কার্য্যের সমাপ্তির কথা বিজ্ঞাপন করিল। তখন সদাশয় জিরার্ড স্মিত বদনে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রমজীবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয় স্মীথ! তুমি অদ্য হইতে আমারই স্মীথ হইলে। তুমি নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিতে জান, যত্নের তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাক। তুমি প্রভুর আদিষ্ট কার্য্যের কারণ খুঁজিয়া বেড়াও না, ও অনধিকার চর্চ্চা কর না; বড়ই ভাল কথা। তোমার পত্নী আছে তো?"

স্মীথ অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল—"আজ্ঞে, আছে।"

জিয়ার্ড সহাস্য আস্যে, একটু রহস্য করিয়া ব্যাঙ্গচ্ছলে কহিলেন,—"ঐটিই তো সর্ব্বনেশে কথা! তোমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে?"

স্মীথ কর যোড় করিয়া সবিনয়ে উত্তর দিল—"প্রভো! পাঁচটি সন্তান জীবিত।"

সেই ঐশ্বর্য্যশালী বিদ্যা-জ্ঞান-বিনীত ধনকুবের, সেই উদরান্ন-চিন্তা-প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সহাস্য বদনে—রহস্যচ্ছলে—বলিলেন—"পাঁচটি? বেশ্ গো বেশ্! পাঁচের অঙ্ক আমি বড় ভালবাসি; আর তুমি কার্য্য করিতে বড় ভাল বাস। মিল অনেকটা, তফাৎ একটু। আমি তোমার পাঁচটি শিশুসন্তানের জন্য যৎসামান্য সাহায্য করিতে চাই। এই পাঁচ শত টাকার হুণ্ডী তোমার পাঁচটি শিশুর জন্য লইয়া যাও। তাহাদের জন্যই পরিশ্রম করিতে থাক; মন দিয়া কার্য্য করিও। তাহা হইলে তোমার সন্তানদের আর কখনও উদরান্নের অভাব ঘটিবে না।" জনস্মীথ প্রভুকে এই অযাচিত ও অলৌকিক বদান্যতার জন্য কিছুমাত্র ধন্যবাদ দিল না,—কোনরূপ প্রশংসাও করিল না। বোধ হয় সে শক্তিও তাহার তখন ছিল না। সে নিস্পন্দ শালভঞ্জিকার মত দণ্ডায়মান রহিল। কোনও কথা নাই, কেবল অশ্রুবিন্দু ধারাকারে গণ্ডদেশ বহিয়া ঝরিতে লাগিল! পরস্বাপহারী তস্করের রাজদণ্ড পীড়নে বিগলিত নয়নাশ্রু ও এই কৃতজ্ঞতার নিরব অশ্রুধারায় প্রভেদ অনেক। আর শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতা কুসুমালঙ্কার-বিভূষিতা শ্যামল-শষ্য-কুন্তলা বঙ্গভূমির পুষ্প-সৌরভাসব-চর্চ্চিত-বপু স্বীয় কর্ম্ম-দোষ-প্রপীড়িত ক্ষুধাক্লিষ্টতনু কর্ম্মহীন ভদ্রাখ্যাধারী শ্রমজীবীর সহিতও এই কর্ম্মপরায়ণ জাড্যদোষপরিশূন্য শ্রমজীবীর প্রভেদ অনেক।

আর এই পরার্থপর পরদুঃখকাতর জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রভা-প্রকাশ-প্রয়াসী প্রশংসা-ভীত জিরার্ডের দানের নিয়ম-প্রণালীর সহিত গর্ব্বোন্নত অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ ধনবানের দানের নিয়ম প্রণালীতে প্রভেদ অনেক।

সংশিতব্রত জিরার্ড সেই দরিদ্র শ্রমজীবীর নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রু-ধারা সন্দর্শনে স্বীয় হৃদয়ে—অনভ্র গগনে সুশুভ্র-জ্যোৎস্নারমত—পুণ্য কর্ম্মজাত নিরাবিল আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে ত্বরিত-পদ সঞ্চারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্মীথও স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই অর্থ লইয়া, উপকারকের উপদেশানুযায়ী, ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ধৈর্য্য ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে মূলধনের সদ্ব্যবহার করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে,—জন্ স্মীথ, ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে, বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধন মান ও সম্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। সেই শ্রমজীবীর শ্রমসহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ও পরিশ্রম-লব্ধ-অর্থের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এই সদ্দৃষ্টান্ত, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে, দশ জন মাত্র যুবককেও অনুপ্রাণিত ও সাধনার পথে পরিচালিত করিলে,—পাঁচ জন মাত্র দরিদ্র ব্যক্তিকে,—দারিদ্র্য দুঃখ বিদূরণ করে উৎসাহিত করিতে পারিলে, দুই জন শ্রমজীবী এই উদাহরণের অনুসরণে লক্ষ-পতির আসনে উন্নীত হইতে সমর্থ হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।





দ্বাদশ অধ্যায়।

ধী-শক্তি ও সহ্যশক্তি।



মহতী ধী-শক্তি, মানবকে, প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি দান করে। সেই শক্তি বলেই মনুষ্য উপর্য্যুপরি যন্ত্রণা-দায়ক বিপদরাশির মধ্যে নিপতিত হইয়াও, তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানব অল্প মাত্র বিপদে পতিত হইয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। তাহাদের সহ্য-শক্তি এক বারেই অল্প। সহ্যগুণের অভাবে, কেহই আপনার স্থায়ী উন্নতি সাধনে সমর্থ নহেন। ধী-শক্তি, সাধন-ক্ষেত্রে, সহ্য-গুণে অর্জ্জিত হইয়া থাকে। লক্ষ্যপথে—সাধনার ক্ষেত্রে, উৎকট সাধনায় প্রভূতা ধী-শক্তির সৃষ্টি! প্রতিভা,—সুধাকর-করোজ্জ্বল উজ্জ্বলা প্রতিভা,—প্রাচুর্য্যময়ী ধী-শক্তির কেন্দ্রীভূত সমুজ্জ্বলা রশ্মিমালা মাত্র।

সহ্য-গুণ-হীন সাধনায় কোনও সাধক সাহিত্যবিৎ-পণ্ডিত, সুনিপুণ চিত্রকর, অথবা সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কলা-বিশারদ হইতে সমর্থ নহেন। সহ্যগুণের অভাবে কোন প্রকার বিদ্যায় কেহ কখনও পাণ্ডিত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—সমুজ্জ্বলা প্রতিভা প্রদর্শনে ক্ষম হইয়াছেন,—বিপুলৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, সহস্র-

শীর্ষ জলপ্রভৃতিও এরূপ অপরূপ সমতার অবাধ্য হয় না। কেহ বলিলেও তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া নিরবকাশ করিতে হইবে। যাহা সাধারণতঃ যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সত্য বলিয়া গৃহিত হওয়া অকর্ত্তব্য।

বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের উদীয়মান গৌরবোজ্জ্বল-রবি রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই স্বভাবের শিশু—স্বাভাবিক কবি বলিয়া কল্পনা করেন। অনুসন্ধানের ফলে ফল অন্যরূপ দৃষ্ট হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিভা—তাঁহার দীর্ঘ কালের সাধনার বলে,—প্রথিত-নামা ইংরাজ কবিগণের কবিত্ব-সাগর মন্থনের বলে—সহ্যগুণে—অর্জ্জিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণীকৃত হইবে। তদীয় অপরাজেয় সহ্যগুণ—বারবার নিষ্ফলা চেষ্টার মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রতিভার্জনে সমর্থ দান করিয়াছে।

মহতী ধী-শক্তি এবং সহিষ্ণুতা, উভয়ে, উভয়ের সাহায্যে,—পরস্পর কারণ পরস্পরানুক্রমে—উৎপন্ন, বিকশিত, ও পরিবর্দ্ধিত হয়। স্নায়ু, স্নায়ুকেন্দ্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি ধী-শক্তি বা প্রতিভা নহে। ইহাদের আধার ও যন্ত্র স্বরূপ। সহস্র সহস্র মন গুরুভারবাহী রেলগাড়ি ইঞ্জিনের সাহায্যে শত শত মনুষ্য ও গুরুভার লইয়া লৌহময় বর্ত্ম দিয়া অতিক্রত ছুটিতেছে। সজীব মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম নির্জ্জীব যন্ত্র সাধন করিতেছে। যে শক্তি বলে যন্ত্র কার্য্য করিতেছে তাহা বাষ্পের, যন্ত্রের নিজের নহে। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা প্রভৃতি অনন্ত লীলাময় কূটচক্রী ভগবানের, অচিন্তনীয় জ্ঞানোদ্ভাসিত যন্ত্রে মনুষ্যের সন্নিকটবর্ত্তী ঘটনা নিচয়ের সংস্কারপরম্পরা প্রতিফলিত হইয়া সচ্চিদানন্দের মঙ্গলময় শাসনে—অভাবনীয় চিরন্তন নিয়মে প্রতিভা এবং ধী-শক্তি রূপে কার্য্যকরী হইতেছে।

বিদ্যোৎসাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্নের অন্যতম, আদি-রস-রসিক, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহ্যগুণোৎপন্না প্রতিভার দিব্য জ্যোতিঃ, অন্নদামঙ্গলের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে, আজিও বিলসিত হইতেছে। বঙ্গ-সাহিত্য-সরসীর অমল-পঙ্কজ-কানন-নিবাসিনী বীণাপাণির প্রিয়পুত্র মধুসূদন, নবীন যৌবনে, বঙ্গভাষা-ভাণ্ডারের বিবিধ রত্নরাজি অবহেলা করিয়া,—পরধনলোভে মত্ত হইয়া,—কুক্ষণে, ভিক্ষা-বৃত্তি আচরণ করিয়া,—অনিদ্রায়, অনাহারে, পরদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অবরেণ্যকে বরণ করিবার জন্য বিফল তপস্যা করিয়াছিলেন; সহ্যগুণের সীমা কতদূর তাহার সন্ধান লইয়া ছিলেন। পর-ধন-লোভ-মত্ততা-রূপ প্রবল ঝঞ্ঝা, তাঁহার দীপ্তিমতী প্রতিভাকে, সুনীল নীলাম্বুরাশি-বক্ষে, ফেনিল তরঙ্গমালা বিতাড়িতা তরণীরমত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেও—সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত সহ্যশক্তি, তখনও হৃদয়ে থাকিয়া, পরদেশে পর-ভাষাতে প্রতিভাকে সংগৃহিতা, বিকশিতা, ও সমুজ্জ্বলা করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কুললক্ষ্মীর আজ্ঞা পালন কালেও সেই সহ্যগুণ,—সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া, মাতৃভাষা রূপ খনির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই অপরিমেয় সহ্যগুণে, মধুসূদন রত্নপ্রসবিনী খনির তিমিরগর্ভ হইতে রত্ন জাল উদ্ধার করিয়া, সুন্দরী জননীর সুন্দরিতরা দুহিতার কম্বুগ্রীবা, প্রলম্বিতমণিরত্ন-মালায় সমলংকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের কথা—অমৃত সমান—চির দিনই কাশীরাম দাসের সহ্যগুণোৎপন্না প্রতিভার সাক্ষ্য দান করিবে। কবিবর কৃত্তিবাসের রামায়ণ তাঁহার সহ্যগুণের ও প্রতিভার পরিচয় দান করিতেছে।

বাঙ্গালী সহ্যগুণহীন নহে, একারণে বাঙ্গালী চিরদিনই প্রতিভা-

সম্পন্ন। যে অমৃতময় অমিয়পথ-চিকিৎসা আজ নিত্য নূতন বিজাতীয় পীড়া-প্রপীড়িত বঙ্গবাসীদিগের ঘরে ঘরে সঞ্জীবনী-সুধা বিতরণে বাঙ্গালীকে রোগমুক্ত করিতেছে, তাহা কলিকাতা নিবাসী পুণ্যচেতা রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বেহারিলাল ভাদুড়ী, এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ মনীষা-সম্পন্ন চিকিৎসকমণ্ডলীর প্রতিভা-প্রদীপ্ত, আজীবনব্যাপী সহ্যগুণের ফল। তাঁহাদিগের এইরূপ অপরিমেয় সহ্য-শক্তি না থাকিলে আমরা এই অমৃতফল উপভোগ করিতে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ। এই হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবিষ্কার-কর্ত্তা অসাম-ধীষণা-সম্পন্ন মহাপুরুষ হানিমান কখন উদরান্নের চেষ্টায়,—কখন প্রাণভয়ে,—যখন জার্ম্মাণীতে,—ফ্রান্সের নগরে নগরে পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই অসীম সহ্যগুণের অভাব ঘটিলে, এই নবোদ্ভাবিত, বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-প্রণালী জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। কেহ কি কখনও অভ্র-ভেদী গিরিশৃঙ্গের উচ্চতম শিখরে লম্ফ প্রদানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অসম্ভব! সহ্যগুণহীন কোন মানব, বিনা শ্রমে, বিনা অধ্যবসায়ে, বিনা প্রতি সোপানে পদ-বিক্ষেপণে কখনই উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারে না। সহ্যগুণ, বিদ্যা চর্চ্চায় ধী-শক্তিকে পরিমার্জ্জিতা ও পরিবর্দ্ধিতা করে; ধী-শক্তি ও তদ্বিনিময়ে সহ্যগুণ দান করে। এতদুভয়ের সাহায্যে, অধ্যবসায়, ও যত্ন সহকারে ধীর পদ বিক্ষেপে যে সারণিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে চেষ্টিত হন, দূরত্ব ও বিঘ্নেপল সন্দর্শনে যে পান্থ ক্লান্ত না হয়েন, যে পথিক প্রতি পদস্খলনে, দৃঢ়পদ বিক্ষেপে বারম্বার অগ্রসর হইয়া থাকেন, কেবল তিনিই কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ।

উন্নতির বক্ষে; সাধক চরিত্রবল হারাইলে তদীয় অবনতি অনিবার্য্য! সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন এক চারুশীল যুবক কুসংসর্গে পড়িয়া,—মন্দ চরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া, তদীয় সহবাসে অজ্ঞাতসারে স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। বিনা কুসংসর্গে সচ্চরিত্র কলঙ্কিত হওয়া অসম্ভব। তবে, এমন চরিত্রবান্ সাধুপুরুষ আছেন, যিনি কুচরিত্র-সম্পন্ন-ব্যক্তির সহবাসেও আপনার চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সম্ভবতঃ, সে স্থলে, হয়ত, এরূপ ঘটিয়া থাকিবে, যে, চরিত্রবান্ পুরুষ দুষ্ট ব্যক্তির সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব সংস্থাপন করেন নাই। হয়ত, কখন কখন সেই কুচরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে, তিনি কার্য্যবশে আসিয়া থাকেন বলিয়া, অন্ত ব্যক্তি সেই সচ্চরিত্র পুরুষের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ঘটিয়াছে এরূপ মনে করে। কিন্তু, সে স্থলে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে সেই চরিত্রবান্ পুরুষের চরিত্র-বল অসাধারণ। যেরূপ দুর্গন্ধময় পয়ঃ-প্রণালীর বিষাক্ত কর্দম স্পর্শ না করিলেও, কেবল তৎসন্নিহিত হইলেই পবন-বিতাড়িত বিষাক্ত পরমাণু নিচয় ভ্রমণকারীর অজ্ঞাতসারে তদীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার শরীর পীড়িত করে, মন ও প্রাণ বিপর্য্যস্ত করে, আত্মীয়-স্বজনগণকে আতঙ্কিত করে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তদীয় অর্থ ভাণ্ডার শূন্য হইবার উপক্রম হয়। কুচরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করা দূরের কথা, চরিত্রবান্ ব্যক্তির সেরূপ লোকের সংস্পর্শে আসাও উচিৎ নহে। আমাদের মনে পড়ে, বঙ্গের অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যবহার-বিধি-বিশারদ ব্যবহারজীবী প্রথম যৌবনে একজন চরিত্রবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কয়েকজন

সচ্চরিত্র যুবকের সহিত মিলিত হইয়া মন্দচরিত্র যুবকদিগের মঙ্গল কামনায় প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় নিন্দিত স্থানসমূহে বিচরণ করিয়া যুবকগণকে সদুপদেশ দান করিতেন, কখন বা তাঁহাদিগের করধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করিতেন,—যাহাতে তাঁহারা মন্দস্বভাব ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারেন, আপনাদিগের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন তাহার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, সেই সকল নিন্দনীয় স্থানে পরিভ্রমণের ফলে,—নিন্দিত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে—ক্রমে তাঁহারই চরিত্র এরূপ দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি চিরদিন লোক সমাজে নিন্দিত এবং সহস্র সহস্র—লক্ষাধিক মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াও আজীবন ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া লক্ষাধিক মুদ্রার অধিকারী হইয়াও চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে পথ্য এবং ঔষধের জন্য অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমাগত বন্ধুগণের নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। যৌবনে পানাহার এবং দূষিত চরিত্রের ফলে প্রৌঢ় জীবনে তদীয় চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইয়াছিল। এসম্বন্ধে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গ্রন্থকারগণ আপনাদিগের রচিত গ্রন্থনিচয়ে যুবকদিগকে উপদেশ দান কালে এবিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করিতে সাহসী হন নাই। ভূয়োদর্শনশূন্য যুবকগণের মধ্যে. কেহ বা দুই চারি দিবসের, কেহবা হয়ত দুই এক দণ্ড মাত্রের কুসংসর্গ ফলে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আজীবন ক্লেশভোগ করিতেছেন। কেহ, হয়ত, বিদেশে—বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপদেশে আত্মীয় গুরুজনের শাসন বহির্ভাগে—অবস্থান কালে সুদীর্ঘ জীবনের দুইচারি দণ্ডের জন্য অস্বাভাবিক এবং নীতিবিরুদ্ধ সুখে নিমগ্ন হইয়া, কর্ত্তব্য-মার্গ হইতে

বিচ্যুত হইয়া যেরূপ সারা জীবন ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তদ্দর্শনে নিরবে আমরা অশ্রুক্তি কর স্পর্শে মার্জ্জনা করিয়া এই কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

উপরোক্ত দেশবিখ্যাত ব্যবহারজীবীর উদ্দেশ্য,—প্রথমে,—কোন ক্রমেই নিন্দনীয় ছিল না সত্য। কিন্তু, সমাজের সেইরূপ মঙ্গল সাধনে যে পরিমাণ চরিত্রবল সঞ্চয় করতঃ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল তাহা তাঁগার ছিল না। তিনি স্বীয় শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করিতে যাইয়াই স্বয়ং অধঃপতিত হইয়াছিলেন।

আত্মোন্নতি-প্রয়াসী সাধকের কিরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহার কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে না। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,—সাহচর্য্যের ফল অনিবার্য্য,—ইহা স্মরণ রাখিয়া, আপনার অপেক্ষা অধিক গুণশালী এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিলে নিজে বন্ধুর সাহচর্য্যে উপকৃত হইতে পারা যায়। আপনার অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট ও মন্দচরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বের ফলে সেই ব্যক্তির কথঞ্চিৎ উপকারের আশা থাকিলেও আপনার উন্নতির ভরসা নিতান্তই অল্প। কোন এক ব্যক্তি অদ্রিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নস্থ অপর কোন এক ব্যক্তিকে তৎকরধৃত রজ্জু ধারণে স্বস্থানে উত্তোলন করা সমধিক কঠিন কার্য্য। কিন্তু নিম্নে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সেই রজ্জু আকর্ষণে সাহায্যকর্ত্তাকে স্বস্থান চ্যুত করা—অধঃপাতিত করা সহজসাধ্য সন্দেহ নাই। চরিত্রোন্নতি সাধন সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

উচ্চতম চরিত্রের সংশ্রবে মনুষ্যের চরিত্র কতদূর উন্নত হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে

দেখিতে পাই। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায়ের সাহচর্য্যে স্বীয় চরিত্রোন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে—মহর্ষির সঙ্গগুণে—তদীয় বন্ধুবর্গ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মজীবনে যেরূপ, সাংসারিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যোন্নতি চরিত্রোন্নতি এবং অর্থোন্নতি সম্বন্ধেও সচ্চরিত্রসম্পন্ন বান্ধবের সাহচর্য্য তদ্রূপ উপকারী।

এক ব্যক্তির সহিত আর এক ব্যক্তির প্রকৃত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইলে পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় এবং আত্মায় আত্মা যেন মিলিত হইয়া যায়। পরস্পরের দোষ পরস্পর ক্ষমা করে না,—প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে তাহা বিধৌত হইয়া যায় মাত্র। পরস্পরের সুখদুঃখে পরস্পর সুখ দুঃখ অনুভব করে। অন্যোন্যের উন্নতির জন্য,—মঙ্গল সাধনের জন্য, প্রীণনের জন্য ইতরেতর চেষ্টিত হয়। পরস্পরের ভালমন্দগুণ পরস্পরে সংক্রমিত হয়। উন্নতগুণশালী বিশ্রব্ধ মিত্রই, প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, স্বীয় কর্ম্মময় জীবনের রমণীয় আলেখ্য বান্ধব-হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া, দুর্ব্বলচিত্ত বন্ধুর স্তিমিতপ্রায় আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সন্ধুক্ষিত করিতে প্রকৃত পক্ষে সমর্থ। যখন বন্ধু সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া স্তনন্ধিভুর বক্ষে অগ্রবর্ত্তী হইতে যায়, আত্মীয়স্বজনগণ একে একে নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হয়, তখন তাঁহার প্রিয়তম বান্ধবই একমাত্র ভরসার স্থল হইয়া সান্ত্বনা দানে সমর্থ। তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সেই বন্ধুই প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশগৌরব কৃতধী উমেশচন্দ্র দত্ত, তাঁহার বাল্য জীবনে জনৈক সতীর্থকে সংক্রামক বসন্তরোগে পীড়িত দেখিয়া, স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া, বন্ধুর কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন

তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরীক্ষার সময় সমাগত, এদিকে প্রাণবন্ধু রোগাক্রান্ত,—অন্তিম শয্যায় শায়িত। আত্মীয়গণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগী হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিবার জন্য যখন নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াও কোন ফল হইল না, তখন তাঁহারা উমেশচন্দ্রকে কুটীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। উমেশচন্দ্র মুক্ত হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যখন তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না, তখন তিনি কুটীরের একাংশ ভগ্ন করিয়া ছিদ্র-পথে বহির্গত হইয়া—রুদ্ধশ্বাসে—দ্রুতপদবিক্ষেপে মুমূর্ষু প্রাণ-বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া বাহুবেষ্টনে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণপ্রদ সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। রোগী তাঁহার শত চেষ্টাতেও রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। কয়েক দিবস সেই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি ভোগ করিয়া বন্ধু যখন ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি স্বগৃহে আগমন করতঃ স্বয়ং জ্বর রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পরে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া, জগদারাধ্যা জ্ঞানদার প্রিয়-সেবক উমেশচন্দ্র গৌরবের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইলেন। তখন এক মহতী সভায় তদীয় ইংরাজ-শিক্ষক তাঁহার বন্ধুত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মানসিক গুণসমষ্টির উন্নতি সম্বন্ধে এক জন অধ্যবসায়, বিমল চরিত্র, ধৈর্য্য, শান্ত ও উদার স্বভাব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গমে অপর ব্যক্তির মধ্যে সেই সকল গুণ,—অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষা, দীক্ষা, এবং উৎসাহ প্রভৃতি শিক্ষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা গুণ-শালী বন্ধুর নিকট হইতে লাভ করিতে পারিলে সে সকল সমধিক

মর্ম্মস্পর্শী, সময়োপযোগী এবং অধিকতর কার্য্যকর হয়। আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস ও তাহার পরিস্ফুরণ, এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির সংবর্দ্ধনা, শিক্ষার প্রতি অভিনিবেশ, এবং আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণরাজি বিভূষিত ব্যক্তির বন্ধুত্ব কোন সাধক লাভ করিতে সমর্থ হইলে, এ সংসারে অর্থ, জ্ঞান, মহত্ত্ব প্রভৃতি কিছুই তাঁহার পক্ষে দুর্লভ থাকিতে পারে না।

সংগুণসম্পন্ন বন্ধুর ন্যায়, অনেক সময় সংপুস্তক শিক্ষিত মনুষ্যের পক্ষে বান্ধবের কার্য্য সম্পাদনে—প্রকৃত মানবপদোপযোগী উৎকর্ষ দানে—সমর্থ. মানব-বন্ধু গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে যথা যোগ্য আসন প্রদানে সংবর্দ্ধনা করিতে হয়,—রসনার তৃপ্তিকর আহার্য্য দানে পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়োজন হয়। মানব-জ্ঞানদাতাকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিতে হয়। সময়ে সময়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে তিরস্কৃত হইতে হয়। কিন্তু, জ্ঞানগর্ভ-পুস্তক-বান্ধবের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই। ক্ষুদ্র কক্ষের ক্ষুদ্রতম একাংশে তাহাকে সযত্নে স্থান দান করিতে পারিলে—কীটদংষ্ট্রা হইতে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তৎপ্রতি কর্ত্তব্যতা সম্পাদিত হইল দিবসে, রজনীতে, দিনান্তে, নিশান্তে, [illegible] কালে। শীতে, গ্রীষ্মে, যখন ইচ্ছা সদুপদেশের জন্য পুস্তক-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে তাহার সদুত্তর দান করিবে। তাহার সদুত্তর সাধারণ শ্রেণীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উপদেশ অপেক্ষা উপকারী,—বহুশত শতাব্দীর বিশ্ব-বিজয়িনী মানব-প্রতিভার অবদান! যেখানে উপযোগী মনুষ্য-বন্ধুর অভাব ঘটে তথায় জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, কুচরিত্র মানবের সংসর্গ যেরূপ সর্ব্বক্ষণ পরিত্যজ্য, তদ্রূপ কুরুচি-সম্পন্ন গ্রন্থও যুবক-

সংঘের উন্নতির বর্ত্মে সাংঘাতিক পরিপন্থী। এজন্য মঙ্গলাভিলাষী অভিভাবকগণকে গোপনে যুবক ছাত্রগণের পুস্তকাবলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে উপদেশ দান কালে বলিয়া থাকেন, যে, বহুমূল্য রত্ন যদি নিতান্ত পূতিগন্ধময় অস্পৃশ্য পয়ঃ-প্রণালীর মধ্যে পতিত থাকে, তাহাও সযত্নে উঠাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু, তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া থাকেন, যে, সেই স্থানে গমন করিবার কালেই সেই পূতিগন্ধ নাসা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া রত্নাপেক্ষাও মূল্যবান দেহ, মন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে। গভীর তড়াগ মধ্যে রত্ন নিপতিত হইলে, বহুকালের অভ্যাসের ফলে শিক্ষিত "ডুবুরি" যেরূপ তাহা উদ্ধার করিবার উপযুক্ত, তদ্রূপ, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিই অস্পৃশ্য ও দুর্গন্ধময় স্থান হইতে রত্ন উঠাইয়া অধিকারীর হস্তে সেই রত্ন অর্পণের অধিকারী। আবার, তদ্রূপ,—নিতান্ত প্রয়োজন হইলে,—কুরুচি-সম্পন্ন-পুস্তক হইতে রত্ন সদৃশ জ্ঞান উদ্ধার করিয়া বহুদর্শী শিক্ষকই তাহা শিক্ষার্থী-যুবকের হস্তে প্রদানের অধিকারী। সে যাহা হউক, আমাদের প্রার্থনা এই যে, সুধাপূর্ণ বারি মধ্যে বিন্দুমাত্র কালকূট যেখানে মিশ্রিত আছে, এবং যে পুস্তকে সহস্র ছত্র সৎশিক্ষার মধ্যে দুই এক ছত্র কুরুচি মিশ্রিত শিক্ষা আছে, তাহাদের নিকটে কোন মতেই অনভিজ্ঞ ছাত্রকে গমন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

"সংসার সমরাঙ্গনে".—কবি গাহিয়াছেন,—"যুদ্ধ কর প্রাণপণে, ভয়ে ভীত হয়োনা মানব।" ইহা অনাবিল সত্য,—সত্যই এ সংসার রণ-ক্ষেত্র! উন্নতি-প্রয়াসী সাধকবৃন্দের প্রত্যেকেই এক এক জন সেনাপতি। কিন্তু, সংসার-রণক্ষেত্রে, সেই চাক্ষুষ-প্রতীতির পরিচায়িকা কুণ্ডিকার মত, যদিও, আগ্নেয়াস্ত্র-মুখে ধূমতরঙ্গ-উৎক্ষিপ্ত

এবং গোলা বর্ষিত হয় না; পদাতি-সৈন্য, দ্বিষৎ-কর-ধৃত-করবারি-স্পর্শে মুণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া কবন্ধের মত উল্লম্ফন করিতে করিতে তরবারি সঞ্চালন করে না; যদিও ছিন্নাঙ্গ তুরঙ্গের বিকটাস্ফালনে, মুমূর্ষু সেনার মর্ম্ম-দীর্ণ কাতর-চীৎকারে এ রণ-ক্ষেত্র বিকম্পিত হয় না; অবিরল শোণিত-প্রবাহে রণাঙ্গণ কর্দ্দমাক্ত হয় না; তথাপি সংসার-কর্ম্ম-ক্ষেত্রও একটি রণ-ক্ষেত্র। এই রণ-ক্ষেত্রে উন্নতি-লাভে-দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ-সাধক-সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় সামর্থ্য ও আয়োজনের পরিমাণ বুঝিয়া, বাধা-বিঘ্ন-বিপক্ষ-বলের বিক্রমাক্রমণ-কৌশল নখদর্পণে রাখিয়া, দ্বেষদুষ্ট আত্মীয়বর্গের শত্রুতাচরণ পদ-দলিত করিয়া, দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে,—বাধা-বিঘ্ন সাধনার বর্ত্মে সংরক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই,—হৃদয়ের বলপ্রকাশে—কর্ম্ম-কৌশলে সে সকল বিদূরিত করিয়া থাকেন। তিনি, প্রয়োজনানুসারে, নির্ভীক অন্তরে প্রত্যূহনিবহের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া থাকেন। অবি-চলিত-ধৈর্য্য-সম্পন্ন উন্নতিকামী সাধক,—লক্ষ্য-পথে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক-দৃষ্টি;—বিরোধী-ঘটনা-পুঞ্জের প্রতিরোধ-কল্পে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত। যে কার্য্য মানব-শক্তির দ্বারা সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর তাহার সম্বন্ধে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে, তিনি একবারেই অসম্মত। কিন্তু, কার্য্যবশে, ধৈর্য্য ধারণ করিতে তিনি ধরণীর মত। সম্মুখে বিপদার্ণব সন্দর্শনে,—ধীমান্ সাধক—অবাতক্ষুব্ধ মহিমমণ্ডিতাব্ধিসদৃশ অক্ষুব্ধ,—সংযতাত্মা,—কর্ত্তব্যাবধারণে সচেষ্ট। তদীয় কর্ম্মময় জীবনের মূল-মন্ত্র,—কবি-প্রতিভার আবেগোচ্ছ্বাস—"কর যত্ন হবে জয়, জীবন অনিত্য নয়।" দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ-সাধক পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, তাঁহার লক্ষ্যের বর্ত্ম বহুবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া বিস-র্পিত। তদীয় লক্ষ্য-পথে—কোন স্থানে প্রান্তর আছে, তাহ

শ্বাপদ-সঙ্কুল। সাধকের পৃষ্ঠের প্রতি চাহিয়া দেখ—তীক্ষ্ণ শরজাল-পূর্ণ তূণীর বিলম্বিত, ধৃত-চাপ বাম-কর উদ্যত; বামেতর শরসংগ্রহে নিয়োজিত। তৃণগুল্মকণ্টকাচ্ছন্ন অরণ্য আছে,—পথ তথায় নিতান্ত অপ্রশস্ত, কোথাও বা বিলুপ্তপ্রায়। কর্ম্ম-নির্ম্মাণোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বনেচর কয়েক দিবস পূর্ব্বে তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়া সহচর হইয়াছে। সাধক অরণ্যানী অতিক্রান্ত না হইলে তাহারা গৃহে প্রত্যাগত হইতে কোন মতে স্বীকৃত নহে, যেহেতু সঙ্গে থাকিয়া তাহারা এখনও সমধিক উপকৃত হইতেছে। সে অরণ্যের পার আছে সত্য, কিন্তু, সীমান্তে মরুভূমি,—মরীচিকাময়, নীরবিন্দুশূন্য মরূদ্যানশূন্য, সাধকের সঙ্গে সহচরস্কন্ধে সুশীতল বারিপূর্ণ ঝারি। কোন স্থানে গমন কালে দিবস অতীত হইয়াছে, অমা-নিশিথিনী সমাগতা, অন্ধকার-গুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা, কবরী-বন্ধন শিথিল,—নক্ষত্র-মুক্তা-পরিশূন্য! তথায় তাঁহার বিজ্ঞান-বান্ধব বৈদ্যুতিক-বর্ত্তিকা লইয়া তাঁহার সরণি প্রদর্শনে অগ্রসর!

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রায় দুই এক মাসে, কখন বা দুই এক বৎসরেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু, সংসাররঙ্গভূমিকায় উন্নতি-লাভে-দৃঢ়-সঙ্কল্প সাধকের বাধা-বিঘ্ন বিরোধী ঘটনা-পরম্পরার সহিত রণাভিনয় আজীবন ব্যাপী। দূরদর্শী, রণ-বিজয়ে-স্থির-সঙ্কল্প সেনাপতির ন্যায় যে বুদ্ধিমান্ সাধক শারীরিক ও মানসিক শক্তির ধীরে ধীরে সঞ্চয় সাধনে, ও সেই শক্তি-প্রবাহিণীর উৎপত্তিস্থান—উৎস-মুখ নির্ব্বিঘ্ন রাখিতে এবং শক্তিবারি বিন্দুমাত্র অপচিত না হইতে পারে সে জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন, তারপর, সেই শক্তি-সামর্থ্যের ক্রমশঃ প্রয়োগে বিরোধী ঘটনাগুলিকে স্বীয় লক্ষ্যপথ হইতে অপসারিত করিতে পারেন, তিনিই এ সংসার-রণাঙ্গণে

বিজয়ী হইবার অধিকারী। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত-যুদ্ধপ্রণালীতে বিজয়ী-পক্ষ যেরূপে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত প্রাকার-পরিবেষ্টনে এবং পরিখা-খননে আপনাদের দেশ-লক্ষ্মীর রক্ষায় বিধান করিয়া, বপ্রান্তরালে,—দেশ-বৈরীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য কৃতাস্ত্র থাকিয়া,—সুখে স্বদেশ মধ্যে কালযাপন করেন,—সেইরূপে—সংসার-সমরাঙ্গণে রণাভিনয়ে বিজয়ী—লক্ষ্যলাভে কৃতার্থম্মন্য সাধক অন্তরে অবিবেক-প্রসূতা মৃগচঞ্চলা মনোবৃত্তির অত্যাচার, এবং, বাহিরে স্বজাতির,—অকারণ,—কেবল হিংসা-দ্বেষ-প্রসূত শত্রুতাচরণ ও বাধা-বিঘ্ন দমন করিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিয়া, সুখে স্বগৃহে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

তবে, কে বলিতে পারে, যে, আমরা সংসার সমরাঙ্গণে—প্রথম আক্রমণেই জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিব? কে বলিতে পারে যে, অরিপক্ষের প্রথমাক্রমণেই আমরা তাহাদিগকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিতে পারিব? কে নিশ্চয়রূপে ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারে, যে, আমাদিগের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সংহতির একবারমাত্র প্রয়োগে আমরা বিজয়-মাল্য শিরে ধারণ করিতে পারিব,—কৃতার্থম্মন্য হইয়া স্বগৃহে নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিবার অধিকারী হইতে সমর্থ হইব? সমুদয় শক্তির একবারমাত্র প্রয়োগেও,—প্রবল আক্রমণ সত্বেও, যদি পর্য্যুদস্ত হইতে হয়, তবে আর সাহায্যকরী সেনা কোথা হইতে আসিবে, অন্য শক্তিপ্রবাহিণীই বা কোথায় মিলিবে? এরূপ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া আমরা রণ-ক্ষেত্রে যাত্রী হইতে চাই, যে, হয় এই সংসার-রণ-ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইব,—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব, নতুবা,—বিজয়-শোণিতে সানন্দে সন্তরণ করিব;—অন্ততঃ বাধা-বিঘ্নাদির

হৃদয়-রুধির-স্রোতে ডুবিয়া ডুবিয়া—সাধনার ক্ষেত্র কর্দ্দমাক্ত করিয়া, অবশেষে, মৃত্যুকে সাদরে বরণ করিয়া লইব। তবেই সেই সাধনায় মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অমৃত মিলিবে, অমরতা লাভ হইবে। যদি, প্রথমেই,—সাধন-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে না করিতেই—মৃত্যু হইল, তবে সে মৃত্যুর সার্থকতা কোথায়? ফেরুশুনী হইতে বন্যবরাহ পর্য্যন্ত আহারান্বেষণে দিবারাত্র ফিরিতেছে, আপনাপন সন্তানদিগকে ক্ষুধার সময় আহারদান করিতেছে! মনুষ্যও আহার অন্বেষণে ফিরিতেছে, আপনাপন সন্তানগণকে অন্নদান করিতেছে। তবে পশু ও মানবে প্রভেদ্ কোথায়? মানুষ যে সকল গুণে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই মনুষ্যত্ব! সেই মনুষ্যত্ব,—তোমাকে, তোমাদের এই ভারতের মানবাখ্যাধারী প্রত্যেক জীবকে,—লাভ করিতে হইবে,—নিশ্চয়! যদি তোমরা সভ্য-জগতের এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণের জন্য অভিলাষী হইয়া থাক—তবে;—যদি তাহাদিগের সমক্ষে মানুষ বলিয়া,—আর্য্য-বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে চাও,—তবে। তেজোময় সহস্রাংশু যেরূপ ধরাতল হইতে রসগ্রহণ করিয়া,—সৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য—আবার তাহার সহস্রোপায়ে সহস্রগুণে প্রতিদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ, আমাদিগের পুণ্য-প্রতাপ রাজ-চক্রবর্ত্তী পঞ্চম জর্জ্জ, ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়া বহিঃশত্রু হইতে, এবং, দেশাভ্যন্তরে দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে আমাদিগের ধন-ধান্য মান-ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিয়া—শান্তির সমীরণ প্রবাহিত করিয়া,—সহস্রগুণে তাহার প্রতিদান করিতেছেন। দুই, তিন, শতাব্দীর মধ্যে ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ এরূপ শান্তি-সম্ভোগ করে নাই,—উন্নতি লাভের এরূপ অবসর লাভ করিতে পারে নাই।

সেই জন্য বলিতেছি, সেই প্রাচীন ভারতের আর্য্যসেবিত মনুষ্যত্ব লাভ এক্ষণে আর অসম্ভব নহে, কেবল সাধন-সাপেক্ষ !

যদি সংসার-রণ-ক্ষেত্রে প্রথম বিরোধে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া, অকৃতকার্য্যতাকে মাত্র সম্বল করিয়া, তূর্ণ সাধন-ক্ষেত্র ছাড়িয়া, প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া বেড়াইতে হইল, তবে সেই প্রাণের মূল্য কি ? কে জানে কতবার আক্রান্ত হইয়া,—অরিপক্ষের কূট-চক্রে বিপ্রলব্ধ হইয়া,—কতবারই দুর্দ্দান্ত আক্রমণে বাধা-বিঘ্ন পর্য্যুদস্ত করিয়া, তবে আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইব ? যখন সাধনার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছি, তখন সাধনাই করিব। যখন জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন, ক্রমে, ক্রমে,—শক্তির প্রয়োগ করিব ;—একবার, দুইবার, দশবার আক্রমণ করিব ;—বিশবার, যদি প্রয়োজন হয়,—বিরোধী ঘটনা-সমূহের—প্রত্যাহবিচ্ছর্দ্দের প্রতিঘাত অবিকম্পিত হৃদয়ে সহ্য করিব, তথাপি সাধনার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিব না। আমাদের সেই ত্রিকালদর্শী পবিত্রচেতা আর্য্য ঋষিগণের সাধনায় সিদ্ধিবিশিষ্টা, কতশত আর্য্যরাজচক্রবর্ত্তীর রাজসূয় যজ্ঞাগ্নিতে পরিশুদ্ধা, এবং, কত অসংখ্য নির্ব্বর্ত্তিত অশ্বমেধ-যজ্ঞধূমপটলে বীর্য্যপ্রদা এই ভারতভূমে আমরা সাধনার ক্ষেত্র সংস্থাপিত করিয়া লইয়াছি। ঋষিমুখ-বিনির্গত সেই পবিত্র বাক্য,—"যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে,"—যেন ভারতের যোগাশ্রমসমূহ হইতে এখনও ধ্বনিত হইতেছে ! মৃদু মন্দ পবন-সঞ্চালনে ভারতের ঘরে ঘরে; সেই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি যেন এখনও মুখরিত হইতেছে ! যেরূপ ভাবনায় সিদ্ধিলাভ হয়, আমরা,—সেইরূপ ভাবনা ভাবিব,—সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিব। ঋষিগণই আদেশ করিয়াছেন,—প্রথমে সংযম, তৎপরে

ভাবনা, তারপর সাধনা, অবশেষে সিদ্ধি। অগ্রে শক্তির সঞ্চয়, তারপর শক্তির প্রয়োগ। লক্ষ রাখিতে হইবে, প্রথম আক্রমণে শক্তির প্রয়োগমাত্রেই যেন শক্তিসংস্থতি নিঃশেষ না হয়, শক্তির উৎসমূল যেন নিত্যপ্রত্যূহ থাকে। একবার, দুইবার আক্রমণ করিয়া, পাঁচবার আক্রান্ত হইয়া, এমন কি দশবার পর্যুদস্ত হইয়াও,—যদি আবশ্যক হয়, তবে কি শতবার আক্রমণ করিব? হাঁ, শতবারই আক্রমণ করিব,—ন্যায়ের পথে থাকিয়া, বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া,—নিশ্চয়ই আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিব। ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা!

কর্ম্মসঙ্ঘের সংঘর্ষণে,—সময়ে সময়ে,—সংসারে সাধনার ক্ষেত্র যখন ধূমপুঞ্জে আবৃত হইয়া যায়, কর্ত্তব্য-নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে,—কখন বা দুর্দ্ধর্ষ বাধা-বিঘ্নে কর্ম্ম-ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, পুত্র-কলত্র, ও, মিত্র এবং আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদে সাধকের যখন বুদ্ধিভ্রংশ হইবার উপক্রম হয়,—তখন, ভগবানের উপাসনার ফলে,—তাঁহারই করুণা-কণা, সেই ঘোরান্ধকারের মধ্য দিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য-মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কখন বা বিজয়—গৌরবে মন যখন অহঙ্কারমদে বিভ্রান্ত হইয়া উন্নতি-শিখর হইতে পতনোন্মুখ হয়, তখন, ভগবানের উপাসনার ফলে, তাঁহার করুণার বারিধারা ঝরিয়া আমাদের মত্ত প্রাণ স্নিগ্ধ করে, অজ্ঞানাঞ্জন বিধৌত করিয়া দৃষ্টি-শক্তিকে প্রসন্নতা দান করে। যখন আমরা সাধনার সরণিতে চলিতে চলিতে,—শ্রান্ত-কলেবরে ক্লান্ত মনে,—শক্তি হারাইয়া বসিয়া পড়ি, তখন ভগবানেরই করুণা শান্তি-বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া, দেহের শ্রান্তি, মনের ক্লান্তি—দূর করিয়া, পুনরায় কর্ত্তব্য-মার্গ অনুসরণ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদিগকে দান করে।

কেবল সাংসারিক উন্নতি বিধায়ক কর্ম্ম-সাধনা ;—নীতিসঙ্গত হইলেও,—নিরস। সেই সাধনার সঙ্গে, নিত্য,—ত্রিসন্ধ্যা,—ভজনার অভ্যাস থাকিলে,—সেই নিরস সাধনা সরস হইয়া—সংসারসমরাঙ্গণে বিজিগীষু কর্ম্মবীরের হৃদয়ে—বিশ্ববিজয়িনী শক্তির অনবদ্য উৎস উচ্ছলিত করে,—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধক তখন সংসার-রণাঙ্গণে অজেয় হইয়া উঠে !

দুরতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্ন-সন্দর্শনে,—সাধকের মনে পড়ে,—তাঁহারই শরণ লইবার কথা ! পতিতের সখা, কাঙ্গাল-শরণ, বিপদ-বারণ, বিপদ-সাগরে একমাত্র কাণ্ডারী, যাঁহার মঙ্গলময় অনুশাসনে চঞ্চলোর্ম্মী ভীষণ গর্জ্জনে অগ্রসর হইয়াও সাগর-সৈকতের মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহার আদেশে সৌর-জগতে,—না জানি কত শত গ্রহ নক্ষত্র, অনুক্ষণ মণ্ডলাকারে প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষ-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে,—কিঞ্চিন্মাত্র কক্ষচ্যুত হইতেছে না,—পরস্পরের বক্ষে যাত্রী হইয়াও কেহ কাহারও গতিরোধ করিতেছে না, তিনিই বিপদার্ত্ত সাধককে তদীয় লক্ষ্য-পথে পরিচালিত করিতেছেন। বাধা-বিঘ্ন-বিপদরাশি, উন্নতি-পথে,—সাধকের শক্তিবর্দ্ধনের জন্য,—তাঁহারই আদেশে,—প্রেরিত হইয়া থাকে। তদীয় সৃষ্টি-রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশে, ক্ষুদ্রতর জীব মানবের রাজ্যে শৃঙ্খলা আছে, পরিশ্রমের প্রতিদান আছে, সাধনার পুরস্কার আছে। আর কে বলিতেছে ন্যায়াধীশ ভগবানের নীতি-রাজ্যে শৃঙ্খলা নাই? পরিশ্রমের প্রতিদান নাই? সাধনার পুরস্কার নাই? যে একথা বলে, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-ভূয়োদর্শন অধঃপাতে যাউক। সাধক, আমাদের সহিত দৃঢ়স্বরে বল,—দূর হও ক্ষুদ্র-হৃদয় নিরাশাবাদী নাস্তিক ! কর্ম্ম-ক্ষেত্রে,—সংসার-রণ-ক্ষেত্রে

যাত্রী আমরা। যাত্রা-কালে আমাদের সম্মুখে আসিও না। হে দেব দেব জগৎপতে! আমাদের শরীরে বল দেও, হৃদয়ে সাধনোপযোগিনী শক্তি দান কর। সংসার-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে লক্ষ্যের বত্মে বাধা-বিঘ্ন সন্দর্শনে—অবিশ্বাসের তিরস্করিণী যেন আমাদিগের নবভাব-সম্পন্না নবীনা নর্ম্মসহচরী ভগবদ্ভক্তিকে গুণ্ঠিতা করিতে না পারে,—সংসার-রণ-ভূমে রণসমুদ্যমে তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই, এই বরদান কর প্রভো! মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

সমাপ্ত।



Printed and published by Hrishikesh Chakraverty, at the Nag Printing Works, Boitakkhana Road. 29, Calcutta.